ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নঃ

প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন: প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন: প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

© ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)

প্রকাশকাল: জুন, ২০১৩

গবেষণা উপদেষ্টা

ড. ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

ড. সুমাইয়া খায়ের
উপ-নির্বাহী পরিচালক, টিআইবি

প্রতিবেদন প্রণয়ন

মাহ্ফুজুল হক, গবেষণা সহযোগী, জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প
মহুয়া রউফ, সহকারি প্রকল্প সমন্বয়ক-গবেষণা, জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প
মু. জাকির হোসেন খান, সমন্বয়ক, জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প

ISBN: 978-984-33-6561-3

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জিনাত আরা আফরোজ, রুখসানা আফরোজ, মো: মনিরুজ্জামান এবং শামীম আহমেদ

যোগাযোগ

জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প (সিএফজিপি)
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
সড়ক- ১২, বাড়ি- ১৪১, ব্লক- ই
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
ফোন: +৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০, ৯৮৫৪৪৫৬
ফ্যাক্স: +৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ইমেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

Supported by:

Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety

based on a decision of the Parliament of the Federal Republic of Germany

সূচিপত্র

মুখবন্ধ v

আদ্যক্ষরাসমূহ vi

অধ্যায় ১: প্রেক্ষাপট ১
অধ্যায় ২: নীতি ও কৌশলে ভূমিকা পালনকারীবৃন্দ ১২
অধ্যায় ৩: প্রকল্প অনুমোদন ও বাতিলে ভূমিকা পালনকারীবৃন্দ ১৯
অধ্যায় ৪: তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা পালনকারীবৃন্দ ২৪
অধ্যায় ৫: তহবিল বাস্তবায়নে ভূমিকা পালনকারীবৃন্দ ২৮
অধ্যায় ৬: সমন্বয় ও কার্যকরে ভূমিকা পালনকারীবৃন্দ ৪২
অধ্যায় ৭: পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন ও সত্যতা যাচাইয়ে ভূমিকা পালকারীবৃন্দ ৪৫
অধ্যায় ৮: উপসংহার ৪৮

সারণি তালিকা
সারণি ১: এক নজরে জলবায়ু অর্থায়নের সিদ্ধান্তসমূহের ধারাবাহিকতা ২
সারণি ২: জলবায়ু অর্থায়নের নৈতিক বিধিবিধান ৬
সরণি ৩: বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন তহবিলের প্রকৃতি ১২
সরণি ৪: বিসিসিটিএফ-কে বরাদ্দকৃত তহবিল ২৪

চিত্রের তালিকা
চিত্র ১: জলবায়ু তহবিলের প্রতিশ্রুতি/বরাদ্দের অবস্থা ২৫
চিত্র ২: বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল ২৮
চিত্র ৩: বিসিসিটিএফ কর্তৃক বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্র অনুযায়ী বরাদ্দকৃত তহবিল ২৯
চিত্র ৪: বিসিসিটিএফ কর্তৃক বিষয় ভিত্তিক কর্মসূচির ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত তহবিল ৩০
চিত্র ৫: বিসিসিটিএফ প্রকল্পগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান ৩১
চিত্র ৬: উপকূলবর্তী জেলাগুলোতে বিসিসিটিএফ কর্তৃক থিমেটিক কর্মসূচির ভিত্তিতে বরাদ্দকৃত তহবিল ৩২
চিত্র ৭: বিসিসিআরএফ হতে মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ ৩৪
চিত্র ৮: জিইএফ হতে বাংলাদেশে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ ৩৮
চিত্র ৯: জাপানের এসএসএফ হতে প্রাপ্ত তহবিলের মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বরাদ্দ ৩৯
চিত্র ১০: বাংলাদেশে সর্বমোট জলবায়ু তহবিলের মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বরাদ্দ ৪০
চিত্র ১১: তহবিলের উৎসভেদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ প্রাপ্তি ৪১

প্রবাহচিত্রের তালিকা
প্রবাহচিত্র ১: জলবায়ু তহবিলের প্রবাহ কাঠামো ৫
প্রবাহচিত্র ২: জলবায়ু অর্থায়ন তহবিল প্রবাহের বর্তমান কাঠামো ও প্রক্রিয়া ১৮

সহায়ক রচনাবলী ৫২

পরিশিষ্টসমূহ ৫৯

মুখবন্ধ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ঝুঁকির সম্মুখীন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এটি একটি জটিল বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ হিসাবে পৃথিবীর অস্তিত্বের জন্য অন্যতম প্রধান হুমকি হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের চরম ঝুঁকি মোকাবেলায় জাতিসংঘের আওতায় বিশ্বব্যাপী চলমান আলোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশসহ ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সর্বোচ্চ পর্যায়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপক ঝুঁকি ও ক্ষতির বিষয় বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় রাজস্ব বাজেট থেকে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) গঠন করেছে। অন্যদিকে অ্যানেক্স ভুক্ত উন্নত দেশ কর্তৃক ক্ষতিপূরণ হিসাবে উন্নয়ন সহায়তার "অতিরিক্ত" ও "নতুন" তহবিল প্রাপ্তির জন্য বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) গঠন করেছে।

বাংলাদেশ সরকার নিজস্ব জাতীয় বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে বিসিসিটিএফ গঠনের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় সরকারের সদিচ্ছার প্রমাণ দিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিবেচনায় ইতিবাচক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অন্যদিকে এর মাধ্যমে বিসিসিআরএফ এ অ্যানেক্স ভুক্ত উন্নত দেশসমূহ হতে তহবিল প্রাপ্তির যৌক্তিক ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছে। তবে বাংলাদেশ সরকার ও সংশ্লিষ্ট সংস্থা কর্তৃক তহবিলের ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প অনুমোদন, অর্থছাড় ও প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে যতো বেশি অঙ্গীকার ও সক্ষমতা প্রদর্শনে সক্ষম হবে, বাংলাদেশে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে টেকসই এবং নির্বিঘ্ন জলবায়ু তহবিলের প্রাপ্যতা ততোধিক নিশ্চিত হবে।

এই প্রেক্ষাপটে টিআইবি বাংলাদেশের জলবায়ু অর্থায়নের মত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খাত যা বর্তমান বছরগুলো এবং আগামী দশকের জন্য নিশ্চিতভাবে একটি জাতীয় অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র হিসাবে বিবেচিত বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল বরাদ্দ/আহরণ, সমন্বয়, তহবিল ব্যবহার এবং তা তদারকিতে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকল প্রধান ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নির্ধারণে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করতে এ গবেষণা পরিচালনা করে। এ গবেষণায় তহবিল ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা, জবাহদিহিতা ও স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ ও তা উত্তরণে কিছু সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালাও প্রস্তাব করা হয়েছে।

গবেষণাটি টিআইবি'র উপ-নির্বাহী পরিচালক ড. সুমাইয়া খায়ের এর তত্ত্বাবধানে আমার সহকর্মীবৃন্দ মু. জাকির হোসেন খান, মহুয়া রউফ এবং মোঃ মাহ্‌ফুজুল হক যৌথভাবে রচনা করেছেন। তাঁদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ। অন্যান্য গবেষণার মতো এ গবেষণাটির মানোন্নয়নে টিআইবি'র বিভিন্ন পর্যায়ের সহকর্মীবৃন্দ মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সহায়তা করেছেন। একই সাথে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যশনাল (টিআই) সচিবালয়ের ক্লাইমেট গভার্নেন্স ইন্টিগ্রিটি প্রোগ্রামের সহকর্মীদেরও এই গবেষণা কাজে তাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ।

টিআইবি'র অন্যান্য গবেষণার মতো শুরু থেকেই এ গবেষণায় সংশ্লিষ্ট অংশীজন ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস ছিল। সংশ্লিষ্ট প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান যেমন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় (ওসিএন্ডএজি), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বিসিসিআরএফ'র অন্তবর্তীকালীন সচিবালয়ের দায়িত্বপালনকারী হিসাবে বিশ্বব্যাংক খসড়া গবেষণা ফলাফলের উপর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদান করেছে যা গবেষণাটিকে সমৃদ্ধ করেছে। আমরা তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। এই প্রতিবেদনের পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে যেকোনো পরামর্শ টিআইবি কতৃক সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

আদ্যক্ষরাসমূহ

আইএডিবি	আন্ত-আমেরিকা উন্নয়ন ব্যাংক (Inter-American Development Bank)
আইবিআরডি	আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (International Bank for Reconstruction and Development)
আইইটি	আন্তর্জাতিক নির্গমন বাণিজ্য (International Emission Trading)
আইএফসি	আন্তর্জাতিক অর্থ কর্পোরেশন (International Finance Corporation)
আইএমইডি	বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (Implementation, Monitoring and Evaluation Division)
আইইউসিএন	আন্তর্জাতিক পরিবেশ সংরক্ষণ ইউনিয়ন (International Union for Conservation of Nature)
আরইবি	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (Rural Electrification Board)
আরডিসিডি	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ (Rural Development & Cooperatives Division)
রেড	বন উজাড় ও বন ধ্বংস বন্ধের মাধ্যমে নির্গমন কমানো (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)
ইইউ	ইউরোপীয় ইউনিয়ন (European Union)
ইউএন	জাতিসংঘ (United Nations)
ইউএনডিপি	জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (United Nations Development Program)
ইউএনএফসিসিসি	জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো সনদ (United Nations Frame work Convention on Climate Change)
ইউকে	যুক্তরাজ্য (United Kingdom)
ইউপি	ইউনিয়ন পরিষদ (Union Parishad)
ইওআই	আগ্রহ প্রকাশপত্র (Expression of Interest)
ইবিআরডি	ইউরোপীয় পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক (European Bank for Reconstruction and Development)
ইসি	ইউরোপীয় কমিশন (European Commission)
এএফডিবি	আফ্রিকা উন্নয়ন ব্যাংক (African Development Bank)
এডিবি	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (Asian Development Bank)
এনআইই	জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা (National Implementing Entity)
এনজিও	বেসরকারি সংস্থা (Non-Government Organization)
এনপিডি	জাতীয় কর্মসূচি পরিচালক (National Program Director)
এফআইপি	বন বিনিয়োগ তহবিল (Forest Investment Program)
এফএস	সম্ভব্যতা যাচাই (Feasibility Study)
এফএসএফ	ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স (Fast Start Financing)
এফএসিই	তহবিল অনুমোদন ও ব্যয়ের সনদ (Fund Authorization and Certificate of Expenditure)
এফওয়াই	অর্থবছর (Fiscal Year)
এমআরভি	পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন ও যাচাই (Monitoring, Reviewing and Verification)

আদ্যক্ষরাসমূহ

এমআইই	বহুপাক্ষিক বাস্তবায়ন সংস্থা (Multilateral Implementing Entity)
এমএন্ডই	পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন (Monitoring and Evaluation)
এএফবি	অভিযোজন তহবিল বোর্ড (Adaptation Fund Board)
এমএসইউ	ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (Management Support Unit)
এমওইউ	সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding)
এমওইএফ	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (Ministry of Environment and Forest)
এমওএ	কৃষি মন্ত্রণালয় (Ministry of Agriculture)
এমওএইচএফডব্লু	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (Ministry of Health and Family Welfare)
এমওএফএ	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (Ministry of Foreign Affairs)
এমওএফডিএম	খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (Ministry of Food and Disaster Management)
এমওডব্লুআর	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় (Ministry of Water Resources)
এমওডব্লুসিএ	নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Women and Children Affairs)
এমডিজি	সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Millennium Development Goals)
এমডিটিএফ	মাল্টিডোনার ট্রাস্ট ফান্ড (Multi Donor Trust Fund)
এমডিবি	বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংক (Multilateral Development Banks)
এমসি	ব্যবস্থাপনা কমিটি (Management Committee)
এলডিসিএফ	স্বল্পোন্নত দেশসমূহের তহবিল (Least Developed Countries Fund)
এসআরইপি	নবায়নযোগ্য জ্বালানী কর্মসূচি সম্প্রসারণ (Scaling-Up Renewable Energy Program)
এসপিসিআর	জলবায়ু সহনশীলতার কৌশলগত কর্মসূচি (Strategic Program for Climate Resilience)
এসসিএফ	কৌশলগত জলবায়ু তহবিল (Strategic Climate Fund)
এসসিসিএফ	বিশেষ জলবায়ু পরিবর্তন তহবিল (Special Climate Change Fund)
ওডিএ	অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তা (Official Development Assistance)
ওয়ারপো	পানিসম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (Water Resources Planning Organization)
কপ	পক্ষসমূহের সম্মেলন (Conference of Parties)
কেআইআই	মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার (Key Informant Interview)
জাইকা	জাপান ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন এজেন্সী (Japan International Cooperation Agency)
জিইএফ	বিশ্ব পরিবেশগত সুবিধা (Global Environmental Facility)
জিএইচজি	গ্রীন হাউজ গ্যাস (Green House Gas)
জিওবি	বাংলাদেশ সরকার (Government of Bangladesh)
জিসি	পরিচালনা কাউন্সিল (Governing Council)
জিসিএফ	বিশ্ব জলবায়ু তহবিল (Global Climate Fund)
জিসিসিএ	বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন জোট (Global Climate Change Alliance)
টিএ	কারিগরি সহায়তা (Technical Assistance)
টিপিপি	কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাব (Technical Project Proposal)
ডব্লুবি	বিশ্বব্যাংক (World Bank)
ডিএফআইডি	ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (Department for International Development)

আদ্যক্ষরাসমূহ

ডিএমআরডি	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ (Disaster Management and Relief Division)
ডিওই	পরিবেশ অধিদপ্তর (Department of Environment)
ডিপি	উন্নয়ন সহযোগী (Development Partners)
ডিপিপি	বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (Development Project Proposal of the GOB)
নাপা	জাতীয় অভিযোজন কার্যক্রম কর্মসূচি (National Adaptation Program of Action)
পিআরএসপি	দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper)
পিএসসি	প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (Project Steering Committee)
পিকেএসএফ	পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (Palli Karma Sahayak Foundation)
পিডিবি	বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (Power Development Board)
পিপিপিডিইউ	পলিসি, প্রোগ্রাম এন্ড পার্টনারশিপ ডেভলপমেন্ট ইউনিট (Policy, Program and Partnership Development Unit)
পিপিসিআর	পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স (Pilot Program for Climate Resilience)
ফাপাদ	বৈদেশিক সহায্যপুষ্ট প্রকল্প নীরিক্ষা অধিদপ্তর (Foreign Aided Projects Audit Directorate)
বিআইডিএস	বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (Bangladesh Institute of Development Studies)
বিএআরসি	বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (Bangladesh Agricultural Research Council)
বিআরআইসিএস	ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চায়না এবং দক্ষিণ আফ্রিকা (Brazil, Russia, India, China and South Africa)
বিডব্লিওডিবি	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (Bangladesh Water Development Board)
বিসিএএস	বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (Bangladesh Centre for Advanced Studies)
বিসিসিআরএফ	বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (Bangladesh Climate Change Resilience Fund)
বিসিসিএসএপি	বাংলাদেশ জলাবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্ম পরিকল্পনা (Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan)
বিসিসিটিএফ	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (Bangladesh Climate Change Trust Fund)
বিসিসিটিবি	বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট বোর্ড (Bangladesh Climate Change Trust Board)
সিআইএফ	ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (Climate Investment Fund)
সিইজিআইএস	পরিবেশ ও ভৌগলিক তথ্য সেবা কেন্দ্র (Centre for Environmental and Geographic Information Services)
সিএন্ডএজি	মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (Comptroller and Auditor General)
সিএসও	নাগরিক সমাজ সংগঠন (Civil Society Organization)
সিটিএফ	দূষণমুক্ত প্রযুক্তি তহবিল (Clean Technology Fund)
সিডিএম	দূষণমুক্ত উন্নয়ন কৌশল (Clean Development Mechanism)
সিডিএমপি	সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (Comprehensive Disaster Management Program)
সিপিটিইউ	সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (Central Procurement Technical Unit)
সিসিইউ	জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট (Climate Change Unit)
সিসিএস	কার্বন ধারন ও মজুদ (Carbon Capture and Storage)
সিসিসি	জলবায়ু পরিবর্তন সেল (Climate Change Cell)
সিসিসিপি	কম্যুনিটি জলবায়ু পরিবর্তন প্রোগ্রাম (Community Climate Change Program)

অধ্যায় ১: প্রেক্ষাপট

পটভূমি

বাংলাদেশের মত নিম্নাঞ্চলীয় উন্নয়শীল দেশগুলোর জন্য জলবায়ু পরিবর্তন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এসব দেশে পুনঃপৌনিকভাবে সংঘটিত চরম মাত্রার জলবায়ু অভিঘাতগুলো ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি ঘটাচ্ছে। চরম মাত্রার এসব অভিঘাত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, মানুষের রুটি-রুজি, স্থিতিশীলতা, দারিদ্র হ্রাসের উদ্যোগ এবং সেই সাথে সার্বিক নিরাপত্তা ও মানব বসতিগুলোর অস্তিত্বের উপর বিরুপ প্রভাব সৃষ্টি এবং সেগুলোকে অনেকাংশে স্থবির করে দিচ্ছে। বৈশ্বিক জলবায়ু ঝুঁকি সূচক ২০১৩ অনুযায়ী, আগামী বিশ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ঝুঁকিতে থাকা একটি দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ (জার্মানওয়াচ, ২০১৩)। অধিকন্তু,জলবায়ু বিপন্নতা পরিবীক্ষণ ২০১২ অনুযায়ী, বিশ্বব্যাপি জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝড়ের যে কয়টি 'উত্তপ্ত ক্ষেত্র' (hotspot) রয়েছে তার মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। আইপিসিসি-এর ৪র্থ প্রতিবেদনে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছে যে, সমুদ্র সমতলের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসরত ১০ লাখ মানুষ জলবায়ু শরণার্থীতে পরিণত হবে (নিকোলাস, প্রমুখ, ২০০৭)। ঝড়ের কারণে বাংলাদেশে ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিবছর গড়ে অতিরিক্ত ৬ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত কিংবা জরুরী সহায়তার মুখাপেক্ষী হবে (ডারা, ২০১২)।

বিশ্বব্যাপি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের ব্যাপকতা বিবেচনা করে বিশ্বসম্প্রদায় রিও ঘোষণার[১] 'দূষণ করে যারা ক্ষতিপূরণ দেবে তারা' নীতি অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য ঐতিহাসিকভাবে দায়ী উন্নত দেশ (অ্যানেক্স-১) থেকে জলবায়ু অভিযোজন, প্রশমন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সেই সাথে জলবায়ু পরিবর্তন-সহনীয় সমাজ বিনির্মাণের পর্যাপ্ত সক্ষমতা সৃষ্টির জন্য তহবিল সংগ্রহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই তহবিল বিভিন্ন সংস্থা, দ্বিপাক্ষিক সংগঠন, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি খাতের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়েছে।

রিও ডি জেনেরিও-তে ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত ধরিত্রী শীর্ষ সম্মেলনের একটি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন কাঠামো সনদ (ইউএনএফসিসিসি) গৃহীত হয়, যা ১৯৯৪ সাল থেকে কার্যকর হয়েছে। ইউএনএফসিসিসি অনুযায়ী, পক্ষসমূহের সম্মেলনে (কপ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের সাথেও আর্থিক সহযোগিতা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে, কোপেনহেগেন সনদে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, "রাষ্ট্রপক্ষগুলো ন্যায্যতার ভিত্তিতে এবং তাদের সাধারণ কিন্তু পৃথকীকৃত দায়িত্বগুলো অনুযায়ী জলবায়ু শৃঙ্খলার সুরক্ষা বিধান করবে।" সনদের ৪.৩, ৪.৪ ও ৪.৭ অনুচ্ছেদে এবং কিয়োটো প্রটোকলের ১১.২ অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, ক্ষতিগ্রস্ত দেশ/পক্ষগুলোর ক্ষতি পুষিয়ে নেয়ার পূর্ব-সম্মত ব্যয় সম্পূর্ণরূপে মেটানোর জন্য উন্নত দেশগুলো এবং অন্যান্য পক্ষগুলোর দায়িত্ব হবে উন্নয়ন সহায়তার অতিরিক্ত হিসাবে পর্যাপ্ত পরিমাণ নতুন ও অতিরিক্ত সম্পদের সরবরাহ নিশ্চিত করা (ইউএনএফসিসিসি, ২০১২)।

[১] "জাতীয় কর্তৃপক্ষগুলো জনস্বার্থের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও বিনিয়োগের ক্ষতি সাধন না করে পরিবেশগত ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য এবং যারা পরিবেশ দূষণ করবে, নীতিগতভাবে, তাদেরই ক্ষতিপূরণ দেয়া উচিত - এই বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অর্থনৈতিক উপকরণগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করবে" মূলনীতি ১৬।

সারণী ১: এক নজরে জলবায়ু অর্থায়নের ধারাবাহিক সিদ্ধান্তসমূহ

মাইলফলক	গৃহীত হওয়ার সন	জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
মনট্রিয়েল প্রটোকল	১৯৯০	ওজন স্তর বিধ্বংসী উপাদান হ্রাসের জন্য বহুপাক্ষিক তহবিল
ইউএনএফসিসিসি	১৯৯২ এ সিদ্ধান্ত, ১৯৯৪ থেকে কার্যকর	রিও ডি ঘোষণা - ২৭টি নীতির একটি সমন্বিত রূপ, যার মধ্যে "দূষণ করবে যারা ক্ষতিপূরণ দেবে তারা" (দুষণকারীরা দূষণের ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য) এই নীতি অন্তর্ভূক্ত করা হয় এবং জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো সনদ (ইউএনএফসিসিসি) প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
গ্লোবাল এনভায়রমেন্টাল ফেসিলিটি (জিইএফ)	১৯৯১ (অন্তবর্তীকালীন); ১৯৯৪ (চূড়ান্ত অনুমোদন)	রিও ঘোষণা অনুযায়ী বৈশ্বিক পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই উন্নয়নে সহযোগিতার জন্য বিশ্বব্যাংক কর্তৃক ১ বিলিয়ন ডলারের পরীক্ষামূলক কর্মসূচি (১৯৯১-৯৪) গ্রহণ।
বার্লিন ম্যান্ডেট	১৯৯৫ (কপ১); বার্লিন, জার্মানী	উন্নত দেশগুলো কর্তৃক জিইএফ প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন কৌশল সহ আর্থিক এবং কারিগরি সহযোগিতা প্রদানের বিধান সংযোজিত।
সিডিএম এবং কিয়োটো প্রটোকল	১৯৯৭ (কপ৩); কিয়োটো, জাপান	আন্তর্জাতিক নির্গমন বাণিজ্য (আইইটি), যৌথ বাস্তবায়ন (জেআই) এবং দূষণমুক্ত উন্নয়ন ব্যবস্থা (সিডিএম) অভিযোজন তহবিল এবং কিয়োটো প্রটোকলের একটি ফসল।
স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তহবিল (এলডিসিএফ); জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষ তহবিল (এসসিসিএফ)	২০০১ (কপ৭); মারাকেচ, মরোক্কো	মারাকেশ এ্যাকর্ড-এর অধীন ইউএনএফসিসিসি কর্তৃক এসসিসিএফ এবং এলডিএফসি প্রতিষ্ঠা; এসসিসিএফ: অভিযোজন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি; জ্বালানী, পরিবহন, শিল্প, কৃষি, বন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং অর্থনৈতিক বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য অর্থায়ন; এলডিসিএফ: জাতীয় অভিযোজন কার্যক্রম কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবয়নে স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে সহযোগিতা।
বালি কর্ম পরিকল্পনা	২০০৭ (কপ১৩); বালি, ইন্দোনেশিয়া	প্রশমন, অভিযোজন, প্রযুক্তি ও অর্থায়ন এই চারটি উপাদানের উপর ভিত্তি করে বালি রোডম্যাপ নামে পরিচিত বালি কর্ম পরিকল্পনা।
অভিযোজন তহবিল (এএফ)	২০০৮ (কপ১৪) পোজনান, পোল্যান্ড	কিয়োটো প্রটোকলের (কেপি) অধীনে অভিযোজন তহবিল প্রতিষ্ঠা। দূষণমুক্ত উন্নয়ন কৌশল (সিডিএম) আদান-প্রদানের উপর ২% লেভি আরোপের মাধ্যমে এবং অন্যান্য উৎস থেকে অর্থ সংস্থান।
জলবায়ু বিনিয়োগ তহবিল (সিআইএফ)	২০০৮ (কপ১৪)	দূষণমুক্ত প্রযুক্তি উন্নয়ন, অভিযোজন (পিপিসিআর) এবং বনাঞ্চলের (এফআইপ) জন্য বিশ্বব্যাংক ও এমডিবি'র পরীক্ষামূলক তহবিল।

মাইল ফলক	গৃহীত হওয়ার সন	জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত
কোপেনহেগেন এ্যাকর্ড	২০০৯ (কপ১৫), কোপেনহেগেন, ডেনমার্ক	কোপেনহেগেন এ্যাকর্ড অনুযায়ী উন্নত দেশগুলো অতিরিক্ত ও আগাম অনুমানযোগ্য অর্থায়নে সম্মত হয়েছে। ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স (২০১০-১২): ৩০বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন: ২০২০ সালের মধ্যে বার্ষিক ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত করা।
গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড	২০১০ (কপ১৬), কানকুন, মেক্সিকো	কানকুন চুক্তির আওতায় চুক্তিটির ১১ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী এর অর্থায়ন কৌশল পরিচালনাকারী সংস্থা হিসাবে জিসিএফ প্রতিষ্ঠিত হয়। কপ১৭-তে পক্ষগুলো জিসিএফ-এর পরিচালনা কৌশল অনুমোদন করে। কপ১৮-তে পক্ষগুলো দক্ষিণ কোরিয়াকে জিসিএফ এর সচিবালয় করার ব্যাপারে জিসিএফ বোর্ডের সর্বসম্মত সিদ্ধান্তটি অনুমোদন করে।
সম্প্রসারিত কার্যক্রমের জন্য ডারবান প্লাটফর্ম	২০১১ (কপ১৭), ডারবান, দক্ষিণ আফ্রিকা	দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়ন পরিকল্পনা এবং 'জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনাসমূহ' প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত।
দোহা ক্লাইমেট গেটওয়ে	২০১২ (কপ১৮) দোহা, কাতার	২০১০-১২ সালে ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স হিসাবে গড়ে প্রতিবছর যে পরিমাণ অর্থায়ন করা হয়েছে ২০১৩-১৫ পর্যন্ত ন্যূনতম সে পরিমাণ অর্থায়ন করার ব্যাপারে ঐক্যমত।

সূত্র: ইউএনএফসিসিসি, ২০১২

উপরোক্ত আইনী এবং প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা অনুযায়ী সবচেয়ে জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলো ন্যায্য এবং পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করে আসছে। সে অনুযায়ী ইউএনএফসিসিসিও প্রস্তাব করেছে "অনুদান হিসাবে কিংবা কিছুটা ছাড় প্রদানের ভিত্তিতে অর্থসম্পদ সংস্থানের একটি ব্যবস্থা গ্রহণ যা প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্যও কাজ করবে। পক্ষসমূহের সম্মেলনের দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এই ব্যবস্থা পরিচালিত হবে এবং তার কাছেই দায়বদ্ধ থাকবে। কাজেই, এর নীতিমালা, কর্মসূচির অগ্রধিকারসমূহ এবং এটি প্রাপ্তির যোগ্যতা পক্ষসমূহের সম্মেলনই নির্ধারণ করবে। এর পরিচালনার দায়িত্ব বিদ্যমান এক বা একাধিক আন্তর্জাতিক সংস্থার উপর অর্পিত হবে এবং একটি স্বচ্ছ ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত এই অর্থায়ন কৌশল গ্রহণে সকল পক্ষের ন্যায্য ও সুষম প্রতিনিধিত্ব থাকবে" (ইউএনএফসিসিসি, ২০১২)।[২]

বার্লিনে অনুষ্ঠিত কপ ১-এ জিইএফ এবং এর জলবায়ু অর্থায়ন বাস্তবয়ন কৌশল 'বার্লিন ম্যান্ডেট'-এ অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তবে জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য নীতিমালা ও কার্যক্রম বাস্তবায়নের ব্যাপারে উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি পর্যাপ্ত ছিলনা। বাজার-ভিত্তিক কার্বন বাণিজ্যের পারমিট থেকে অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে অভিযোজন তহবিল গঠনসহ গ্রীন হাউজ গ্যাস (জিএইচজি) নির্গমন হ্রাসের ক্ষেত্রে কিয়োটো প্রটোকল (কেপি)-কে যুগান্তকারী একটি চুক্তি হিসাবে বিবেচনা করা হয়, যা ছিল কপ৩-এর একটি ফসল। আরেকটি উল্লেখযোগ্য অর্জন ছিল 'বালি রোডম্যাপ'।

[২] অনুচ্ছেদ ১১.১ এবং ১১.২।

এই রোডম্যাপে অন্তর্ভূক্ত ছিল 'বালি কর্ম পরিকল্পনা', যা দূষণকারী দেশগুলো কর্তৃক জলবায়ু অর্থায়নকে বৈধতা দেয়ার ক্ষেত্রে একটি মাইলফলক।

কপ৭-এ মারাকেশ চুক্তির আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষ তহবিল (এসসিসিএস) এবং স্বল্পোন্নত দেশসমূহের জন্য তহবিল (এলডিসিএফ) গঠন করা হলেও সেগুলো এখনো পুরোপুরি চালু হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। এরপর ২০০৭ সালে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য চারটি বুনিয়াদি উপাদান (প্রশমন, অভিযোজন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অর্থায়ন) নিয়ে দৃশ্যপটে আসে 'বালি কর্মপরিকল্পনা'।

জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অর্জন হচ্ছে কোপেনহেগেন চুক্তি। কোপেনহেগেন চুক্তিতে অঙ্গিকার করা হয় যে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যোগান দেয়া হবে 'অতিরিক্ত' ও 'আগাম অনুমানযোগ্য' অর্থ। কোপেনহেগেন চুক্তি ২০০৯ অনুযায়ী, উন্নত দেশগুলো "যৌথ প্রতিশ্রুতি" হিসাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে 'ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স' আকারে 'নতুন ও অতিরিক্ত' ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দেবে এবং ২০২০ সালের মধ্যে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়নের জন্য ফলদায়ক প্রশমন কার্যক্রম এবং স্বচ্ছতার সাথে সেগুলো বাস্তবায়নের মাধ্যমে বহুবিধ উৎস থেকে প্রতিবছর আরও ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সংগ্রহ করবে। বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা হওয়ার পর কপ১৬-তে প্রকল্প, কর্মসূচি, নীতি ও অন্যান্য কার্যক্রমে অর্থায়নের জন্য কানকুন চুক্তির আওতায় গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ) প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জলবায়ুবান্ধব নতুন নতুন প্রযুক্তির উপর গুরুত্বারোপ করা হয় (সারণি-১)।

ডারবানে অনুষ্ঠিত কপ ১৭-তে পক্ষগুলো জিসিএফ-কে দ্রুত কার্যকর করার ব্যাপারে একটি চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছে; কিন্তু শুধুমাত্র এর পরিচালনা পদ্ধতি, জিসিএফ সচিবালয় এবং স্বাগতিক দেশ হিসাবে দক্ষিণ কোরিয়াকে নির্ধারণের মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ন্যায্যতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় সুশীল সমাজের ভূমিকা এবং সেসাথে এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার বিষয়গুলো অনেকাংশে অমীমাংসিত রয়ে যায়। বিগত কপ১৮-তে জিসিএফ নিয়ে আলোচনা ও বিতর্কের পর নন-অ্যানেক্স ভূক্ত কয়েকটি দেশ জিসিএফ-এ যে 'যৎসামান্য' (Luke worm) তহবিল প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে তাকে বস্তুত 'শূণ্য খোলস' বলে অভিহিত করা হয়। তা সত্ত্বেও, এই প্রতিশ্রুতিগুলোকে ২০২০ সালের মধ্যে ১০০ বিলিয়ন ডলার প্রদানের প্রতিশ্রুতির সমকক্ষ বিবেচনা করা হচ্ছে। এছাড়া বনাঞ্চল উজার এবং বনভূমির ক্ষতি সাধন করে যে নির্গমন করা হয় তা হ্রাস (রেড প্লাস) করার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট অগ্রগতিসহ অভিযোজন কমিটি গঠনের ব্যাপারে পক্ষসমূহের সম্মেলনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার জন্য গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া সামাল দেয়ার উপায় অধিকতর শক্তিশালী হয়েছে।

দোহাতে অনুষ্ঠিত কপ ১৮-তে জলাবায়ু বিপন্ন দেশগুলো অ্যানেক্স ভূক্ত পক্ষগুলোকে প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় মেয়াদকালে কিয়োটো প্রটোকল চালু রাখার জন্য ক্রমাগত চাপে রাখে। দোহা জলবায়ু গেটওয়ে ডিল এই মর্মে সম্মত হয় যে, ২০১৫ সালে যখন একটি নতুন চুক্তি করা হবে তখন এমন একটি বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা রাখা হবে যাতে অর্থায়নের একটি কার্যকর কৌশলের পাশাপাশি কার্বন নির্গমনের ব্যাপারেও সকল দেশকে জবাবদিহিতার মধ্যে রাখা যায়। তবে অ্যানেক্স-১ ভূক্ত দেশগুলো বাস্তবে কী পদক্ষেপ নেয় সে ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা যথেষ্ট সন্দিহান।

প্রবাহ চিত্র ১: বিশ্ব জলবায়ু তহবিলের প্রবাহ কাঠামো

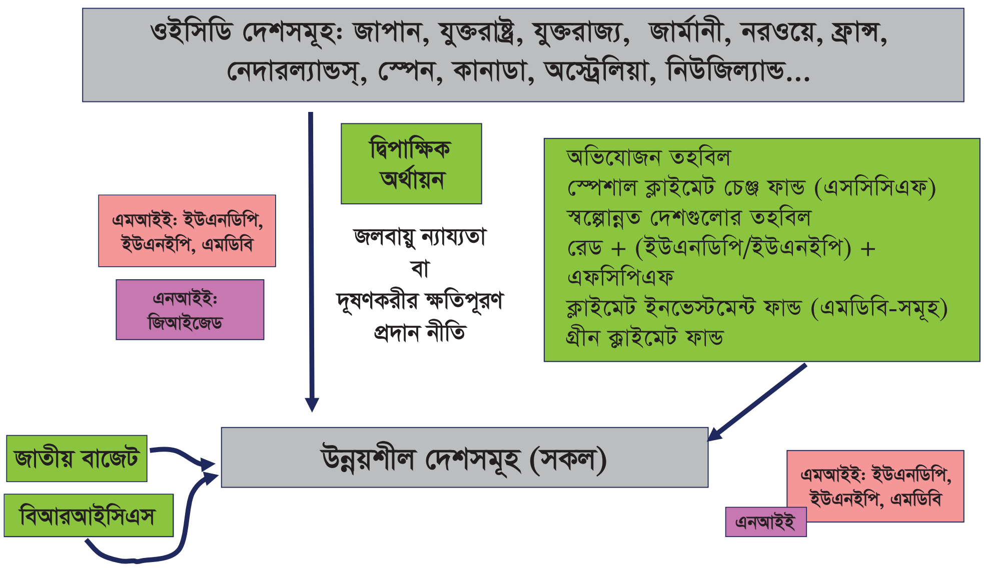

উৎস: সিজিআইপি, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল সচিবালয়, অক্টোবর ২০১২ থেকে সংগৃহীত

১৯৯০ সাল থেকে ক্রমাগত আলাপ-আলোচনা, সিদ্ধান্ত ও সমঝোতার পর ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে জলবায়ু অর্থায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এর পর থেকে উন্নয়নশীল, জলবায়ু বিপন্ন ও ছোট দ্বীপদেশগুলোতে সামান্য হলেও জলবায়ু তহবিল যেতে শুরু করে (প্রবাহ চিত্র-১)। যদিও বিশ্ব-জলবায়ু অর্থায়নের উৎসসমূহ ও পরিমাণের হিসাব-নিকাশ, অনুমোদন ও তহবিল ছাড়ের হিসাব-নিকাশ ও সময়কাল ইত্যাদি এখনও দুর্বোধ্য এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্বৈত গণনার অভিযোগ বিদ্যমান, তথাপি দেখা গেছে যে, এর প্রধান উৎসগুলো হচ্ছে সরকারি, বেসরকারি, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ব্যাংকসমূহ এবং স্বেচ্ছসেবী/জনকল্যাণমূলক অনুদান (বানচার, বারবারা; ফ্যালকোনের, এ্যাঞ্জেলা; হার্ব-মিগনুসি, মরগান; ট্রাবাকচি, চিয়ারা, ২০১২)।

জলবায়ু অর্থায়নের নীতিমালা

'সাধারণ কিন্তু পৃথকীকৃত দায়িত্বের' নীতি অনুযায়ী উন্নত রাষ্ট্রপক্ষগুলো (অ্যানেক্স ভূক্ত পক্ষগুলো) ইউএনএফসিসিসি-র উদ্দেশ্য পূরণের জন্য উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক সহায়তা দিতে বাধ্য। উন্নয়ন-শীল দেশগুলোর জন্য নতুন অর্থায়নের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ার সাথে সাথে অর্থ প্রাপ্তির বিপরীতে অর্থব্যবস্থা ও নিয়মানুবর্তিতা যাচাই করার জন্য কতগুলো সমন্বিত নীতি ঠিক করে নেয়া প্রয়োজন। অর্থায়নের উৎস ও নীতিমালা সম্পর্কে সরকারগুলো এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো যাতে স্পষ্ট ধারণা রাখে ইউএনএফসিসিসি সে ব্যাপারে বেশ গুরুত্বারোপ করে থাকে।

অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরবরাহকৃত অর্থসম্পদ আগাম অনুমানযোগ্য, টেকসই এবং ব্যবহারের জন্য কোনো ধরনের সমস্যা ছাড়াই সহজে সরাসরি প্রাপ্তিযোগ্য। উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রশমন ও অভিযোজন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যে পদ্ধতিতে অর্থ ব্যয় করে তাতে যেন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদন্ড বজায় থাকে সে ব্যাপারেও ইউএনএফসিসিসি জোর দিয়ে থাকে (ইউএনএফসিসিসি, ২০১৩)। যদিও ইউএনএফসিসিসি জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে কতগুলো নীতি অনুসরণের উপর গুরুত্বারোপ করে, তা সত্ত্বেও আইনী বাধ্যবাধকতা হিসাবে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ক্ষেত্রে এখনও অস্পষ্টতা বিদ্যমান (ওডিআই, ২০১০)। কাজেই, জলবায়ু অর্থায়নের নীতিমালার উপর গুরুত্বারোপের প্রেক্ষাপটে বিশেষজ্ঞ এবং অর্থায়নের সাথে সংশ্লিষ্টরা বর্তমানে জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ নীতি প্রস্তাব করছে। এই নীতিগুলো হচ্ছেঃ উন্নয়নশীল দেশগুলোকে যাতে প্রশমন, অভিযোজন, প্রযুক্তি উন্নয়ন ও হস্তান্তর, গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা যায় সে জন্য তহবিল হতে হবে নতুন, অতিরিক্ত, পর্যাপ্ত ও আগাম অনুমানযোগ্য এবং নন-অ্যানেক্স ভূক্ত দেশগুলোর জন্য তহবিল সরাসরি প্রাপ্তিযোগ্য (লিয়ান, বোল, ও বার্ড, ২০১১)। এই নীতিগুলোতে কয়েকটি ধাপকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে, যথা- তহবিল সংগ্রহ, তহবিল ব্যবস্থাপনা/পরিচালনা, তহবিল ছাড়/হস্তান্তর, তহবিল ব্যবহার এবং স্থানীয় গ্রহীতা সংগঠন কর্তৃক তহবিল তদারকি রিপোর্টিং এবং পরিবীক্ষণ (এমআরভি)।

সারণি ২ঃ জলবায়ু অর্থায়নের নৈতিক বিধিবিধান

অর্থায়নের পর্যায়	নীতি	মানদন্ড
উন্নয়নশীল দেশগুলো কর্তৃক তহবিল সংগ্রহ	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	যেকোন সংস্থাকে দেয়া আর্থিক অনুদান এবং তার উৎস জনসমক্ষে প্রকাশ করা; তহবিলের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
	দূষণকারী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ	আর্থিক অনুদান হবে ঐতিহাসিকভাবে সংঘটিত নির্গমনের পরিমাণ সাপেক্ষে।
	সংশ্লিষ্ট সক্ষমতা	আর্থিক অনুদান হবে জাতীয় উন্নয়ন চাহিদার সাথে সহ-সম্বন্ধযুক্ত।
	অতিরিক্ত হওয়া	প্রদত্ত তহবিল বিদ্যমান অফিসিয়াল উন্নয়ন সহায়তা (ওডিএ)-এর চেয়ে বেশি হবে এবং তা বিদ্যমান ওডিএ-এর প্রতিশ্রুতির সাথে মিলিয়ে হিসাব করা হবে না।
	পর্যাপ্ততা ও পূর্বসতর্কতা	বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কম রাখার জন্য যেসব কাজ করা প্রয়োজন তহবিলের পরিমাণ সেগুলো করার জন্য পর্যাপ্ত হতে হবে।
	পূর্বানুমান যোগ্যতা	বেশ কয়েক বছরের জন্য তহবিলের নিশ্চয়তা সম্পর্কে অবগত থাকা।
তহবিল প্রশাসন ও পরিচালনা	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	তহবিল ব্যবস্থাপনা, বোর্ডের সদস্য-কাঠামো, চুক্তি সম্পর্কিত তথ্য, আর্থিক তথ্য-উপাত্ত, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া এবং অর্থায়নের প্রকৃত সিদ্ধান্ত যথাসময়ে প্রকাশ করা।
	সুষম প্রতিনিধিত্ব	তহবিল ও তহবিল ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতিনিধিত্ব।

অর্থায়নের পর্যায়	নীতি	মানদন্ড
তহবিল ছাড় ও হস্তান্তর	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	জনসমক্ষে প্রকাশিত মানদন্ড ও দিকনির্দেশনা অনুযায়ী অর্থায়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রকাশ, অর্থায়নের নিয়মিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
	ভর্তুকী ও জাতীয়/ স্থানীয় মালিকানাবোধ	রাজনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক স্তরসমূহের যতটা নীচের স্তরে সম্ভব ও সমীচিন সে স্তরেই অর্থায়ন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া।
	পূর্ব সতর্কতা ও সময়ানুবর্তিতা	প্রয়োজনের সময় দ্রুত ও তাৎক্ষণিক তহবিল ছাড়।
	যথার্থতা	অর্থায়ন পদ্ধতি এমন হওয়া উচিত নয় যা গ্রহীতা দেশের উপর কোনো অতিরিক্ত বোঝা বা অন্যায় কোনো কিছু চাপিয়ে দেয়।
	ক্ষতি না করা	জলবায়ু অর্থায়ন এমন হওয়া সমীচিন নয় যা কোনো দেশের টেকসই উন্নয়নকে ব্যাহত করে বা মৌলিক মানবাধিকার লঙ্ঘন করে।
	সরাসরি অভিগম্যতা ও বিপন্নতা কেন্দ্রিক	অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা বৃদ্ধির সহযোগিতা আন্তর্জাতিকভাবে সবচেয়ে বিপন্ন দেশগুলোর জন্য প্রাপ্তিযোগ্য হতে হবে।
	জেন্ডার সমতা	জলবায়ু অর্থায়ন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে জেন্ডারকে মূলধারার সাথে সমন্বিত রাখতে হবে এবং নারীর প্রতি মনোযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।
তহবিল প্রশাসন ও পরিচালনা	স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা	প্রকল্প/কর্মসূচির ডকুমেন্ট অনুযায়ী তহবিলের ব্যবহার এবং ক্রয়নীতি অনুসরণ।
	দৃশ্যমান ফলাফল/ পরিমাপ যোগ্যতা	জলবায়ু অর্থায়ন বিনিয়োগ কর্মসূচি/প্রকল্পে দৃশ্যমান ও অর্থবহ ফলাফল চিহ্নিত করা।

উৎস: লিয়ান, বল ও বার্ড. ২০১১

বাংলাদেশ ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স ও অভিযোজন তহবিল (এএফ) থেকে অর্থ পাওয়ার কথা। ইতোমধ্যে অবশ্য গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ), স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তহবিল (এলডিসিএফ) এবং পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স (পিপিসিআর) থেকে সামান্য কিছু অর্থ পেয়েছে। একটি গ্রহীতা দেশ হিসাবে বাংলাদেশের জন্য উপরোক্ত নীতিগুলোর অনুসরণ হলে জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি করবে। সাম্প্রতিকালে বিপন্ন দেশগুলোর ফোরাম (সিভিএফ) জোর দিয়ে বলেছে যে, উন্নত দেশগুলোর প্রদত্ত অর্থ হতে হবে নতুন এবং উন্নয়ন সহায়তা প্রতিশ্রুতির অতিরিক্ত। অর্থায়ন হতে হবে পর্যাপ্ত, আগাম অনুমানযোগ্য, উপযুক্ত প্রতিবেদন ব্যবস্থাসহ স্বচ্ছ এবং ইউএনএফসিসিসি'র অনুযায়ী পক্ষসমূহের কাছে সহজে ও সরাসরি অভিগম্য এবং অর্থায়নের নতুন সব উৎসের উপস্থিতি সম্পন্ন। জলবায়ু অর্থায়নের দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য বিশাল, অনেকটা বর্তমান উন্নয়ন সহায়তার সমান। তারপরও, একে এখনও পর্যাপ্তও বলা যাচ্ছে না, যথার্থও বলা যাচ্ছে না। বৈজ্ঞানিক সমীক্ষায় প্রাপ্ত হিসাব থেকে এ ঈঙ্গিত পাওয়া যায় যে, প্রতিবছর ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যয়ের অংশমাত্র নির্বাহ করা সম্ভব, প্রকৃতপক্ষে এই ব্যয় বার্ষিক ৩০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে হতে পারে (পেরি প্রমুখ, ২০০৮)।

ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স হিসাবে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিশ্রুতি স্পষ্টতই অপর্যাপ্ত ছিল, তারপরও সেটা রক্ষা করা হয়নি। অন্যদিকে ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্সে মাত্র ২.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ হয়। এই কারণে, ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স সমাপ্তি এবং ২০২০ সালে দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়নের সূচনা হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে অর্থায়নের যে শুন্যতা দেখা দিয়েছে তা পূরণ করা হবে কিনা তা নিয়ে বাংলাদেশের সরকার এবং নাগরিক সমাজ সংগঠনগুলো উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের মত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোর কাছে ২০১৩-২০২০ সাল পর্যন্ত নতুন এবং অতিরিক্ত অর্থ কিংবা তাদের ভাষায় "মধ্যমেয়াদী অর্থায়ন"-এর প্রতিশ্রুতি দাবি করে আসছে, কিন্তু নতুন এবং অতিরিক্ত বলতে কি বোঝায় সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণারও অভাব রয়েছে। দোহাতে (কপ১৮) মধ্য মেয়াদী অর্থায়নের কোনো প্রতিশ্রুতি ছিলনা। টাকার অঙ্ক পর্যাপ্ত ও যথার্থ কিনা সে বিতর্ক আপাতত একপাশে সরিয়ে রাখা যায়, কারণ উন্নত দেশগুলো তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিটুকু আদৌ পূরণ করবে কিনা সেটাই এখন সবচেয়ে বড় উদ্বেগের বিষয়। কাজেই জলবায়ু অর্থায়নে উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতির বিপরীতে কোনো আইনী বাধ্যবাধকতা না থাকাতেই এই বিষয়ে সমস্যার উদ্ভব ঘটেছে। বাংলাদেশকে যে তহবিল প্রদান করা হচ্ছে তা যে কেবল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে অপর্যাপ্ত তাই নয়, আসলে এটি কতখানি নতুন কিংবা অতিরিক্ত তাও স্পষ্ট নয়। আর তহবিলগুলো আগাম অনুমানযোগ্যও নয়। অন্যদিকে, ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর এনভাইরনমেন্ট এন্ড ডেভেপলপমেন্ট (আইআইইডি)-এর সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, উপরোল্লিখিত নীতিমালাও পুরোপুরি মেনে চলা হয়নি (ফোরসটাটার, মায়া, র‍্যাঙ্ক, রাসেল ২০১২)।

ম্যাপিং-এর যৌক্তিকতা

জলবায়ু তহবিল জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলোর জন্য নতুন ধরনের অর্থায়ন বিধায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির জন্য বিনিয়োগের সমন্বিত কোনো প্রক্রিয়া গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশ সরকারের পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এমওইএফ) জলবায়ু অর্থায়ন পরিচালনার জন্য আইন ও নীতি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত। কিন্তু, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অপর্যাপ্ত তথ্য প্রকাশ, সরকারি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও-গুলো কর্তৃক তহবিলের ব্যবহার, প্রকল্প অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রিতা এবং বিসিসিআরএফ-এর[৩] তহবিল রক্ষণাবেক্ষণ এবং অন্তবর্তী সচিবালয়ের দায়িত্ব পালনের বিপরীতে সার্ভিস চার্জ হিসাবে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক তহবিল কর্তন সুশীল সমাজ ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে (টিআইবি, ২০১২)। বর্তমানে বাংলাদেশ দূষণকারী দেশসমূহের কোষাগার হতে প্রদত্ত জলবায়ু তহবিলে সরাসরি অভিগম্যতা দাবি করছে, যা উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তহবিল প্রদানের ক্ষেত্রে "সরাসরি অভিগম্যতা" (Direct Access) বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (দত্ত, মুন্সি, খান্না ও এথিয়ালি, ২০১১)।

এরকম একটি প্রেক্ষাপটে, জলবায়ু অর্থায়ন ও তার ব্যবস্থাপনা একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং একইসাথে বিতর্কের বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এক্ষেত্রে, জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থা বোঝার জন্য ভূমিকা পালনকারী বিভিন্ন পক্ষের মধ্যকার সম্পর্ক ও পরিচালনা ব্যবস্থা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের টার্মস অব রেফারেন্স (টিওআর), প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়া, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা, পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন ও সত্যতা যাচাই (এমআরভি) প্রভৃতি ইস্যু বেশ গুরুত্বপূর্ণ (টিআইবি, ২০১২)। কিন্তু, অর্থায়নের একটি নতুন ক্ষেত্র হওয়ার কারণে জলবায়ু অর্থায়নের সার্বিক পরিচালনা ব্যবস্থা সংক্রান্ত ঝুঁকি, চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা নিরুপণের জন্য গবেষণা খুবই কমই হয়েছে। আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, 'টাকা কোথা থেকে আসছে, আর কোথায় যাচ্ছে' তা বোঝাটাই জলবায়ু অর্থায়ন পরিচালনা ব্যবস্থার গতি-প্রকৃতি বোঝার ক্ষেত্রে মূখ্য ইস্যু।

[৩] অ্যানেক্স-১ ভূক্ত দেশগুলো থেকে অনুদান হিসাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে তহবিল আসে তা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিপূরণ।

কাজেই বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল পরিচালনা ব্যবস্থার অবস্থা নিরুপণের জন্য প্রয়োজন এর সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমিকা-পালনকারীবৃন্দ যারা এ সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন, তহবিল ব্যবস্থাপনা, সমন্বয়, অনুমোদন, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা ও সত্যতা যাচাই (এমআরভি)-এর দায়িত্বে নিয়োজিত তাদেরকে চিহ্নিত করা এবং জলবায়ু অর্থায়নের একটি সার্বিক চিত্র তুলে ধরা। এই ম্যাপিং-এ বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হবে এবং এতে সক্রিয় ভূমিকা-পালকারীদের সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়া হবে।

ম্যাপিং-এর পরিধি

প্রতিষ্ঠানভেদে 'জলবায়ু অর্থায়ন'-এর সংজ্ঞায় ভিন্নতা দেখা যায়। সম্প্রতিকালে, বিভিন্ন ধরনের 'জলবায়ু অর্থায়ন'-কে সমন্বিত ও শ্রেণীবিন্যস্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে (ক্রস-মরটল, ২০০৯)। এই প্রতিবেদনে, সেসব তহবিল ও কর্মসূচিগুলোকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে যেগুলো 'জলবায়ু-কেন্দ্রিক', 'জলবায়ু সম্পর্কিত' এবং বিভিন্ন জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত। এই প্রতিবেদনে জলবায়ু অর্থায়ন বলতে বিভিন্ন জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠান যেমন বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ, ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স, পিপিসিআর, জিইএফ, এলডিসিএফ প্রভৃতির মাধ্যমে প্রদত্ত তহবিলকে বোঝানো হয়েছে। বাংলাদেশে সকল তহবিলই বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে আসার কথা, যেগুলো বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকবে সরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিএসও এবং থিংক-ট্যাঙ্কসমূহ। কাজেই এই প্রতিবেদনে তহবিলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে সক্রিয় ভূমিকা-পালনকারীদের বিবেচনায় আনা হয়েছে। অন্যদিকে, বিভিন্ন বিষয়বস্তু পর্যালোচনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি) এবং জাতীয় অভিযোজন কার্যক্রম কর্মসূচি (নাপা)-কে প্রধান উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। বিসিসিএসএপি এবং নাপা হচ্ছে বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ-কর্তৃক অর্থ বরাদ্দ/বিনিয়োগের প্রধান দলিল। পাশপাশি যে ব্যবস্থাপনা, সমন্বয় ও প্রশাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশ তহবিল পেয়ে থাকে তার সাথে সম্পর্কযুক্ত ভূমিকা-পালনকারীবৃন্দ ও প্রক্রিয়া নিয়ে আলোকপাত করতে যেয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ ও কার্যক্রম চিহ্নিত করার জন্য পিপিসিআর ডকুমেন্টসমূহ, যেমন- জলবায়ু সহনীয়তা কৌশলগত কর্মসূচি (এসপিসিআর) এবং বিভিন্ন বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলের পরিচালনা ব্যবস্থাকে বিবেচনায় নেয়া হয়েছে (সিআইএফ, ২০১০)।

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের নীতি প্রণয়ন, সমন্বয় সাধন, প্রকল্প নির্বাচন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন এবং এমআরভি সংক্রান্ত কার্যক্রমের বিভিন্ন পর্যায়ে বৈশ্বিক ও স্থানীয় বিভিন্ন গোষ্ঠি, বাংলাদেশ সরকার ও এর বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এনজিও এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভূক্ত থাকে। এই ম্যাপিং অনুশীলনের জন্য জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ অর্থ গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানগুলো পর্যন্ত (অর্থ প্রবাহ) চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়ন দ্বারা পরিচালিত তহবিল ও কর্মসূচিগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থায়নের পরিমাণের ভিত্তিতে। এই ম্যাপিং-এর জন্য বিভিন্ন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের সময়কাল ছিল নভেম্বর ২০১১ থেকে জুন ২০১৩। বাংলাদেশের জলবায়ু পরিচালনা ব্যবস্থার সার্বিক অবস্থা চিত্রায়নে নিম্নলিখিত প্রধান বিষয়গুলো অনুসরণ করা হয়েছে:

- জলবায়ু অর্থায়নে নীতিমালা চিহ্নিত করা;
- নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট প্রধান ভূমিকা-পালনকারীদের চিহ্নিত করা যারা নীতি প্রণয়ন, প্রকল্পসমূহের প্রয়োজনীয়তা যাচাই এবং অনুমোদনের দায়িত্বে নিয়োজিত;
- জলবায়ু অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর সদস্য নির্বাচন প্রক্রিয়া ও শাসন কাঠামো;
- প্রকল্পের চূড়ান্ত অনুমোদন ও বাতিলের ক্ষমতা প্রাপ্তদের চিহ্নিত করা;
- জলবায়ু অর্থায়নে মূল ভূমিকা-পালনকারীবৃন্দ বিশেষত, যেসব প্রতিষ্ঠান জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসন নিশ্চিত করার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকে সেইসব প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা;
- ব্যবহৃত তহবিলের পরিবীক্ষণ, পর্যালোচনা এবং সত্যতা যাচাই (এমআরভি)-এর দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তাদের চিহ্নিত করা;
- তহবিলের উৎস, অর্থায়নের আকার, অর্থায়নের প্রক্রিয়া এবং জবাবদিহিতা নির্ধারণ করা;
- জলবায়ু অর্থায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রশাসন কাঠামো নির্দিষ্ট করা।

তথ্য সংগ্রহ পক্রিয়া

মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন পদমর্যাদার ব্যক্তিদের মুখ্য তথ্যদাতা (কেআই) হিসাবে সাক্ষাৎকার নেয়া হয়েছে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ, বিসিসিটি, বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ, বিশ্বব্যাংক, পিকেএসএফ-এর গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত কর্মকর্তাবৃন্দ, বিশেষজ্ঞবৃন্দ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে এসব সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়। জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে দায়িত্ব ও কর্তব্য, সমন্বয়, পরিচালনা ব্যবস্থা, অগ্রগতি এবং এমআরভি ছিল এসব সাক্ষাৎকারের মূল আলোচ্য বিষয়।

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় তথ্য সংগ্রহ

স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা ও তথ্যে জনগণের অভিগম্যতা নিশ্চিতের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন পাশ করে (তথ্য মন্ত্রণালয়, ২০০৯)। যেহেতু জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষগুলো কর্তৃক অবমুক্ত করা হয়নি সেহেতু গবেষক দল প্রকল্প প্রস্তাব, প্রকল্প তালিকা, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংগঠনের মধ্যে স্বাক্ষরিত টার্মস অব রেফারেন্স (টিওআর), প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন প্রভৃতি সংগ্রহের জন্য তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ প্রয়োগ করেছে। এই গবেষণার প্রাথমিক তথ্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সংগ্রহ, সমন্বিত ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে এসব প্রকল্প তালিকা, টিওআর ও প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন থেকে যেগুলো অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উৎস রূপে বিদ্যমান।

মাধ্যমিক উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন কর্মসূচির বিভিন্ন নীতিমালা, আইন, বিধিবিধান, খসড়া ধারণাপত্র, প্রকল্প প্রস্তাব ও সূচনা প্রতিবেদন, কনফারেন্স পেপার এবং প্রেজেন্টেশন পর্যালোচনা এই প্রতিবেদনের মাধ্যমিক তথ্যের উৎস। তহবিলের প্রতিশ্রুতি ও অর্থ ছাড়ের অঙ্ক সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য জলবায়ু অর্থায়ন সম্পর্কিত ওয়েবসাইট ও ওয়েব পোর্টালগুলো নিয়মিত অনুসরণ করা হয়েছে। প্রকল্পে অনুমোদিত অর্থ, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং তহবিল ছাড়ের বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্র সম্পর্কে তথ্যাদি বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ, কম্যুনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট (সিসিসিপি) ওয়েব পোর্টাল, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ক্লাইমেট ফান্ড আপডেট, বিশ্বব্যাংক, ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স, জিইএফ এবং ক্লাইমেট ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড (সিআইএফ)-এর ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ

এই প্রতিবেদনে পরিমাণগত ও গুণগত উভয় ধরনের উপাত্তই ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত গুণগত উপাত্তগুলো শ্রেণী বিন্যস্ত, সংক্ষিপ্ত এবং ভিন্ন সূত্রে যাচাইয়ের (cross check) মাধ্যমে বর্ণণামূলকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরিমাণগত উপাত্তগুলোকে এক্সেল স্প্রেডশীট ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং বিপন্ন এলাকাগুলোতে বিসিসিটিএফ প্রকল্পগুলোর বিন্যাস দেখানোর জন্য বাস্তবায়ন এলাকা ভিত্তিক উপাত্ত তৈরি এবং আর্ক-জিআইএস (ArcGIS)-এর মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের মানচিত্রে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তথ্যের যাচাই-বাছাই

প্রাপ্ত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা এবং যথার্থতা যাচাই এর জন্য খসড়া প্রতিবেদনের উপর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাস্তবায়ন, তদারকি এবং মূল্যায়ন অধিদপ্তর (আইএমইডি), মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএন্ডএজি) এবং বিসিসিআরএফ-এর তহবিল ব্যবস্থাপক হিসাবে বিশ্বব্যাংক-এর মতামত এবং পরামর্শ চাওয়া হয়। প্রদত্ত মতামত এবং তথ্য উপাত্ত যাচাই-বাছাই করে প্রতিবেদনের আওতা এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ মতামত অন্তর্ভুক্ত করে এ ম্যাপিং প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত করা হয়।

তথ্যে অভিগম্যতা লাভের অন্তরায় ও সীমাবদ্ধতাসমূহ

জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়টি একটি নতুন বাস্তবতা হওয়ায় এই খাতে বাংলাদেশে বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে যে সীমাবদ্ধতাটি সবচেয়ে বেশি মোকাবেলা করতে হয়েছে তা হচ্ছে তথ্যের অভিগম্যতা লাভ করা। এর পেছনে অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান যেমন জলবায়ু অর্থায়নকে অন্য যেকোন খাতের মতই একটি সাধারণ অর্থায়ন হিসাবে বিবেচনা করা, প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উন্মুক্ত না করা। অধিকন্তু তথ্য প্রকাশ না করার যে সাধারণ একটি প্রবণতা রয়েছে জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান তারই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে চলেছে (টিআইবি, ২০১২)। ফলে, জলবায়ু খাতে স্বচ্ছতার মৌলিক সূচকগুলোর অনেকগুলো অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, প্রকল্প নির্বাচন/বাতিল সংক্রান্ত তথ্য, প্রকল্পের অনুমোদিত নথিপত্র, অর্থায়ন, ব্যয় ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত এবং এমআরভি প্রতিবেদনগুলো জনগণের নাগালের বাইরে। এ কারণে গবেষক দলটিকে মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার, মাঠ পরিদর্শন এবং তথ্য অধিকার আইন প্রয়োগ করে প্রাপ্ত তথ্যের উপরই নির্ভর করতে হয়েছে।

অধিকন্তু, তথ্য সংগ্রহের এই প্রক্রিয়াটি ছিল সময় সাপেক্ষ ও কঠিন। দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক তহবিল ব্যবস্থাপনার দায়িত্বরত সংস্থাগুলোও তহবিলের অঙ্ক ও উৎস সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে খুব একটা ব্যতিক্রম নয়। অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কিংবা ফোকাল পয়েন্টের অনুমতি ছাড়া হাল নাগাদ তথ্য দিতে রাজি হয়নি। প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের অনুরোধ জানানো হলে দায়িত্বরত প্রতিষ্ঠানগুলো হয় দীর্ঘ সময়ক্ষেপনের পর তথ্য প্রদান করেছে, না হয় একেবারেই সাড়া দেয়নি। এই প্রতিবেদনের একটি সীমাবদ্ধতা হচ্ছে এতে বিভিন্ন দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক দাতা সংস্থা কর্তৃক বিভিন্ন এনজিও এবং থিঙ্ক ট্যাংক-কে যে সরাসরি অর্থ দেয়া হচ্ছে সেগুলোর কোনো আলোচনা নেই। এর কারণ এসব তহবিল/প্রকল্পগুলো অনুমোদিত হয়ে থাকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর মাধ্যমে এবং তহবিল/প্রকল্প ও অর্থ প্রবাহের কোনো তালিকা সাধারণের জ্ঞাতার্থে উন্মুক্ত করা হয়না। পরিশেষে বলা যায়, সীমিত তথ্য এবং ক্ষেত্রবিশেষে, তথ্যের গোপনীয়তা জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা আনয়ন এবং এর বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত কুশীলবদের অবস্থা চিত্রায়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়গুলোর একটি।

[৩] সংযুক্তি-১ ভুক্ত দেশগুলো থেকে অনুদান হিসাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যে তহবিল আসে তা প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিপূরণ।

জলবায়ু অর্থায়নের প্রকারভেদ অনুসারে বাংলাদেশে তিন ধরনের অর্থায়ন পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো হলো অনুদান, ঋণ, এবং অনুদান এবং ঋণের সংমিশ্রণ। অন্যদিকে উৎসের ভিত্তিতে তিন ধরণের তহবিল বাংলাদেশে বিদ্যমান। সেগুলো হলোঃ

১. জাতীয় জলবায়ু তহবিল- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড;
২. দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু তহবিল- ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স;
৩. বহুপাক্ষিক জলবায়ু তহবিল- বিসিসিআরএফ, পিপিসিআর, জিইএফ এবং এলডিসিএফ।[৪]

সারণি ৩ঃ বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিলের প্রকৃতি

তহবিলের নাম	তহবিলের নাম	তহবিলের প্রকৃতি
বংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ)	জাতীয়	অনুদান
বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ)	বহুপাক্ষিক	অনুদান
ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স (এফএসএফ)	দ্বিপাক্ষিক	অনুদান
পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স (পিপিসিআর), এডাপটেশন ফান্ড (এএফ), জিইএফ, এলডিসিএফ	বহুপাক্ষিক	অনুদান ও ঋণ

উৎসঃ লেখকবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, জুন ২০১৩

জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম আঞ্জাম দেয়ার এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত মূল সরকারি প্রতিষ্ঠান হচ্ছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআর-এর প্রধান হিসাবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ই জলবায়ু অর্থায়নে সততা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য আইন প্রণয়ন এবং নীতি ও কৌশল বস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত। পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান এবং সংশ্লিষ্ট ভুক্তভোগীদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন করার দায়িত্বও এই সংস্থাটির উপরই ন্যাস্ত। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২০১১ সালে বিসিসি-টিএফ এবং বিসিসিআরএফ থেকে এনজিও, সিএসও এবং থিঙ্ক-ট্যাংকগুলোকে তহবিল প্রদানের গাইডলাইন তৈরি করেছে। পাশাপাশি, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ (এপিপিজিসিসি) এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলো নীতি ও কৌশল প্রণয়নকে প্রভাবিত করে থাকে এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি জলবায়ু অর্থায়ন নজরদারি করে থাকে (প্রবাহচিত্র-২)। জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা এবং ইউএনএফসিসি-এর অধীনে গৃহীত বৈশ্বিক উদ্যোগসমূহ অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য স্থানীয় ও বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিলসমূহ ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে বংলাদেশ সরকার নিম্নলিখিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত নীতিপত্র এবং কৌশলপত্রগুলো প্রণয়ন করেছেঃ

- জাতীয় অভিযোজন কার্যক্রম কর্মসূচি (নাপা ২০০৫);
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (বিসিসিএসএপি ২০০৫; পরবর্তীতে ২০০৯ সালে পরিমার্জিত);

[৪] বর্তমানে বাংলাদেশ সরকার রিডিউসিং ইমিশন ফ্রম ডিফরেস্টেশন এন্ড ফরেস্ট ডিগ্রেডেশেন (রেড) প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে। রেড প্লাস-এর প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে বাংলাদেশ মে ২০১০-এ ইউএন-আরইডিডি কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার অনুরোধ করেছিল এবং আগস্ট ২০১০-এ আনুষ্ঠিকভাবে কর্মসূচিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। বাংলাদেশ সরকারকে সহায়তা করার জন্য ইউএনডিপি ২০১২ সালে "বাংলাদেশ রেড প্লাস রোডম্যাপ অপারেশনাল প্ল্যান" তৈরি করেছে।

- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ) আইন ২০১০; জাতীয় বাজেটের থোক বরাদ্দ থেকে তহবিল সংগ্রহের নিমিত্তে এটি পাস হয়। জলবায়ু বিপন্ন কোনো দেশে এ ধরনের তহবিল সৃষ্টি এটাই প্রথম;
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতি ২০১০ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি অনুমোদন লাভ করে;
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে এনজিও/বেসরকারি সংস্থা নির্বাচন এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন দিক নির্দেশিকা (৯ মার্চ ২০১০);
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অধীনে প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি, অনুমোদন, সংশোধন, বাস্তবায়ন, তহবিল ছাড় এবং সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তহবিল ব্যবহারের দিক নির্দেশিকা (২৭ মার্চ ২০১২);
- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৩ (২৪ জানুয়ারি ২০১৩)।
- বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ রেজিলিয়েন্স ফান্ড (বিসিসিআরএফ) প্রতিষ্ঠার জন্য ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয় এবং ২০১০ সালেই বিসিসিআরএফ তহবিল গঠিত হয়। এই তহবিলটি উন্নত দেশগুলোর অর্থায়নে পরিচালিত বহু-দাতা সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত ট্রাস্ট ফান্ড;

বাংলাদেশ সরকারের জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এমওইএফ) নাপা এবং বিসিসিএসএপি প্রণয়ন করে। পরিবর্তীতে ২০০৯ সালে বিসিসিএসএপিকে এতে বর্ণিত বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলোর আলোকে পুনঃমার্জন করা হয়। বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ-সহ অন্যান্য জলবায়ু অর্থায়নের আওতায় প্রকল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটাকে বাইবেল হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বিসিসিএসএপি-তে প্রকল্প ও কর্মসূচিতে অর্থায়নের জন্য ছয়টি বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্র (thematic area) বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো হলো: ১) খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য; ২) সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; ৩) অবকাঠামো; ৪) গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা; ৫) প্রশমন ও কার্বন উৎপাদন হ্রাস; ৬) সক্ষমতা তৈরি এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি (বিসিসিএসএপি, ২০০৯)। বিসিসিএসএপি প্রণয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠি যেমন, রাজনৈতিক দল, বেসামরিক আমলাতন্ত্র, নাগরিক সমাজ সংগঠনসমূহ, এনজিও-সমূহ, আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া অন্তর্ভূক্ত ছিল (খুরশীদ, ২০১১)। তারপরও দেখা গেছে যে, বিসিসিএসএপি প্রণয়ন কালে এতে প্রস্তাবিত কার্যক্রম চিহ্নিত করার জন্য দুর্গত জনগোষ্ঠির সাথে যথেষ্ট আলাপ-আলোচনা করা হয়নি। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে বিসিসিএসএপি-কে একটি সংশোধনযোগ্য দলিল (living document) হিসাবে বিবেচনা করে ক্রমবিকাশমান বিপন্নতা এবং অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পরিমার্জন করা হবে। অথচ ইতোমধ্যে নতুন ধরনের জলবায়ু বিপন্নতার সন্ধান মেলার পরও সে আলোকে বিসিসিএসএপি পরিমার্জনের কোনো উদ্যোগ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এ অবধি নেয়া হয়নি (হেজার, লি, ইসলাম, খোন্দকার ও রহমান, ২০১২)।

জলবায়ু পরিবর্তনকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে অনুধাবন করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নাপা ২০০৫ প্রণয়নের জন্য ইউএনডিপি-র অর্থায়নে ছয়টি খাত-ভিত্তিক ওয়ার্কিং গ্রুপ নিয়োগ করেছিল। সংস্থাগুলো হলো: বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি), আন্তর্জাতিক প্রকৃতি সংরক্ষণ ইউনিয়ন (আইইউসিএন) বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো), বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই) এবং বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্স স্টাডিজ (বিসিএএস)। অধিকন্তু জলবায়ু অর্থায়নকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এ সংক্রান্ত বিভিন্ন কর্মসূচিকে দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র এবং ষষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার মত কৌশলগত ডকুমেন্টেও অন্তর্ভূক্ত করেছে। অন্যদিকে পিপিসিআর-এর জন্য বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংক জলবায়ু সহনীয়তা কৌশলগত কর্মসূচি (এসপিসিআর) প্রণয়ন করেছে।

এতে জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার দেশের সহনীয়তা বৃদ্ধি এবং পিপিসিআর-এর আওতায় বিনিয়োগের জন্য কয়েকটি অগ্রাধিকারের ক্ষেত্র নির্ধারণ করার মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী লক্ষ্য তুলে ধরা হয়েছে।

বিসিসিটিএফ: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে একটি জাতীয় 'ফান্ডিং উইন্ডো' হিসাবে বিসিসিটিএফ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এর অর্থ বরাদ্দ হয় সরকারের রাজস্ব বাজেটের 'থোক বাজেট বরাদ্দ' থেকে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক এবং সিএসও কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য এই তহবিলটি সৃষ্টি করা হয়েছে। দেশব্যাপি বহুসংখ্যক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে অভিযোজনের সক্ষমতা বৃদ্ধিই বিসিসি-টিএফ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। বিসিসিটিএফ পরিচালনা এবং পরিবেশগত বিষয় নিয়ে কাজ করার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি)[৫] প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর কাছে তহবিল পৌঁছানো হয়। বিসিসিএসএপি-কে মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী এই দুইভাগে ভাগ করা যায়। তবে এর প্রকল্পের মেয়াদ এবং প্রতিটি প্রকল্পের বাজেট যথাক্রমে তিন বছর এবং ৩.২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য ট্রাস্টি বোর্ডের এখতিয়ার রয়েছে বিশেষ ক্ষেত্রে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করার। সম্প্রতি বিসিসিটিএফ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ পরিবেশ সুরক্ষা আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিবেশগত অনাপত্তি থাকা বাধ্যতামূলক করেছে। সেই সাথে ক্ষেত্রবিশেষে প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে প্রাথমিক পরিবেশগত সমীক্ষা এবং ইআইএ প্রতিবেদন সংযুক্ত করাও আবশ্যক করা হয়েছে। ইআইএ ছাড়াই বিডব্লিওডিবি'র প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কে টিআইবি এবং গণমাধ্যমসমূহ উদ্বেগ প্রকাশ করার পরিপ্রেক্ষিতে এই পরিবর্তনটি আনা হয়। কোনো প্রস্তাবিত অবকাঠামো নির্মাণ কাজের জন্য প্রকল্প প্রস্তাবের সাথে পরিকল্পনা (নকশা) এবং প্রাক্কলনসমূহ সংযুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক। বিসিসিটিএফ-এর প্রকল্পগুলো হতে অফিস ভাড়া এবং পরিবহন ব্যয় নির্বাহের জন্য কোনো ধরনের আর্থিক সহযোগিতা প্রদান অনুমোদিত নয়। তবে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের পরিবহন শাখার পরিপত্র অনুযায়ী বিশেষ পরিস্থিতিতে গাড়ি ক্রয় কিংবা যানবাহন বরাদ্দের জন্য সহযোগিতা প্রদান করা যেতে পারে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১২)।

এতদ্‌সত্ত্বেও, অগ্রাধিকার নির্ধারণের সুনির্দিষ্ট কোনো দিকনির্দেশনা না থাকার কারণে স্বল্প মেয়াদী অভিযোজন প্রকল্পগুলোই তুলনামূলকভাবে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে (বিসিসিটি কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার, ২০১২)। বিসিসিটিএফ-এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো অনুযায়ী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে দু'টি প্রধান কমিটি জড়িত রয়েছে; সেগুলো হলো বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড (বিসিসিটিবি) এবং কারিগরি কমিটি। কারিগরি কমিটি বিসিসিটিবি কে তার দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে থাকে। আর বিসিসিটি প্রকল্প নির্বাচন, অনুমোদন, প্রত্যাখান, তহবিল ব্যবস্থাপনা ও ছাড় সম্পর্কিত নতুন নীতিমালা প্রণয়ন এবং পুরনো নীতিমালা সংশোধনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রকল্প ও কর্মসূচি নির্বাচনে বিসিসিটি'র কর্মকর্তাগণ ২০১০ সালের বিসিসিটিএফ আইন এবং নীতিতে প্রদত্ত দিক নির্দেশনা অনুসরণ করে থাকেন। বিসিসিটি কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তর কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাবগুলো পরীক্ষা করেন। তারা প্রস্তাবগুলো বিসিসিএ-সএপি ২০০৯-এর বিষয়বস্তু (theme) এবং কর্মসূচিগুলোর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পেশ করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করে দেখেন। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সঠিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পেশকৃত প্রস্তাবগুলো কারিগরি কমিটির নিকট পেশ করা হয়। কারিগরি কমিটি প্রকল্পগুলো পরীক্ষা করে এবং অনুমোদনের জন্য ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে প্রেরণ করে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রী ১৫ সদস্যবিশিষ্ট বিসিসিটিবির সভাপতির দায়িত্ব পালন করে থাকেন (সদস্য তালিকা, পরিশিষ্ট-৩)। বিসিসিটিবির সার্বিক দায়িত্বগুলো নিম্নরূপ:

- বিসিসিটিএফ-এর ব্যবস্থাপনা ও সদ্ব্যবহার তদারকি এবং তহবিলটির উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা;
- ট্রাস্ট ফান্ডের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৬৬ শতাংশ তহবিলের বিপরীতে প্রকল্প ও কর্মসূচি অনুমোদন এবং

[৫] বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, Bangladesh Climate Change Trust Unit (BCCT), পৃষ্ঠা ৫০।

অবশিষ্ট ৩৪ শতাংশ তহবিলের উপর প্রাপ্ত সুদসহ উক্ত ৬৬ শতাংশ তহবিল থেকে অর্থ ছাড় দেয়া;

- বিসিসিটিএফ-এর ৩৪ শতাংশ তহবিল বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- বিসিসিটিএফ-এর আওতায় প্রকল্প প্রণয়নে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া;
- দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ও কর্মসূচি তৈরি;
- কর্ম-সহায়ক গবেষণা (action-research) পরিচালনার জন্য কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুমোদন;
- তহবিল সংগ্রহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ এবং বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত;
- সরকারি বাজেট বহির্ভূত বিভিন্ন উৎসের সাথে যোগাযোগ এবং তহবিল সংগ্রহ;
- গৃহীত প্রকল্পগুলোর জন্য নীতিমালা প্রণয়ন এবং সেগুলো বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১০)।

বিসিসিআরএফ: যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টান্যাশনাল ডেভলপমেন্ট (ডিএফআইডি)-সহ দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগীরা ২০০৮ সাল থেকে বাংলাদেশে একটি মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড (এমডিটিএফ) প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছে। বস্তুত, যুক্তরাজ্যের প্রস্তাব হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত একটি স্বাধীন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অধীন জাতীয় পর্যায়ে একটি একক ও সুসংহত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা। অবশেষে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (বিডিএফ)-এর উন্নয়ন সহযোগীরা বিসিসিআরএফ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছে এবং ২০১০ সালে বাংলাদেশ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে তহবিলটি 'মাল্টি ডোনার ট্রাস্ট ফান্ড' বা এমডিটিএফ নামে আত্মপ্রকাশ করে। বিশ্বব্যাংক বিসিসিআরএফ-কে 'তহবিলের ব্যবস্থাপক' হিসাবে সহযোগিতা প্রদান করছে। এই ব্যবস্থাপনা ২০১৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের কাছে হস্তান্তরের কথা ছিল। কিন্তু সম্প্রতি জানা গেছে যে, বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যকার চুক্তির মেয়াদ ২০১৪ থেকে ২০১৭ সময়কালের জন্য বাড়ানো হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত সুশীল সমাজের মধ্যে বিরাজমান উদ্বেগকে গভীরতর করেছে। তবে, বিশ্বব্যাংকের দায়িত্বের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তটি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়নি।

বিসিসিআরএফ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে সহনীয়তা গড়ে তোলার জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের প্রদত্ত অনুদান সংগ্রহে বাংলাদেশ সরকারকে সক্ষম করে তুলছে। প্রাথমিক পর্যায়ে যেসব উন্নয়ন সহযোগী বিসিসিআরএফ-এ আর্থিক সহযোগিতা দিতে শুরু করেছে সেগুলো হলো ডেনমার্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন, সুইজরাল্যান্ড এবং যুক্তরাজ্য। পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়াও আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে এর সাথে যুক্ত হয়েছে।

বিসিসিআরএফ-এর সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে এর পরিচালনা কাউন্সিল (জিসি)। পরিচালনা কাউন্সিলের সভাপতি হচ্ছেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রী। ছয়জন মন্ত্রী এবং তহবিল প্রদানকারী উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্য থেকে দু'জন প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি গঠিত। সুশীল সমাজের দু'জন প্রতিনিধি এবং বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর পর্যবেক্ষক হিসাবে কমিটিতে রয়েছেন (সংযুক্ত)। এই কমিটি সার্বিক কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে, যাতে তহবিল বরাদ্দ বিসিসিএসএপি-এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। পরিচালনা কাউন্সিলের মূখ্য দায়িত্বগুলো হলো:

- বিসিসিআরএফ-এর সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহার তদারকি;
- বিসিসিআরএফ কর্তৃক অর্থায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রোপোজাল (ডিপিপি) অনুমোদন;
- বিসিসিআরএফ যেসব ফলাফল প্রত্যাশা করেছিল তার অর্জন পর্যালোচনা;
- এ্যাডভোকেসি সহযোগিতা প্রদান;
- সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত পরিচালনা কাউন্সিলের সভার কার্যবিবরণী ইস্যু করা।

বিশ্বব্যাংক: বিসিসিআরএফ-এর সচিবালয় না থাকার কারণে এর ব্যবস্থাপনা ও কৌশলগত পরিকল্পনায় বিশ্বব্যাংক একটি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার, তহবিল প্রদানকারী উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ এবং বিশ্বব্যাংক যৌথভাবে বিসিসিআরএফ বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল ২০১০ প্রণয়ন করেছে। বিশ্বব্যাংকের টিম প্রকল্প বাছাই ও নির্বাচনে সহায়তা করে, তহবিল ব্যবস্থাপনায় (fiduciary management) সহযোগিতা ও বিভিন্ন কারিগরি সহযোগিতা দিয়ে থাকে এবং প্রকল্প তদারকি করে থাকে। বিশ্বব্যাংকের দেয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এটি তহবিল সংরক্ষণের সার্বিক ব্যবস্থাপনা, কারিগরি সহযোগিতা প্রদান এবং পরিচালনা ব্যয় বাবদ সর্বমোট ৩.৪ শতাংশ চার্জ আদায় করছে (বিসিসিআরএফ, ২০১০, পৃষ্ঠা ৩৮)।

বস্তুত, বিসিসিআরএফ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়েই অবস্থিত হওয়ার কথা। সেক্ষেত্রে, বিশ্বব্যাংক একটি ট্রাস্টি হিসাবে সচিবালয়ের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে চলবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে সচিবালয়টি চালু হয়নি বিধায় বিশ্বব্যাংকের একটি টিম সচিবালয়ের কার্যক্রম চালিয়ে নিচ্ছে। বিসিসিআরএফ-এ অর্থায়ন পরিচালনার জন্য দু'টি উইন্ডো রয়েছে; এর ৯০ ভাগ তহবিল রয়েছে 'বাজেটভূক্ত' (On-Budget) উইন্ডোতে সরকারি খাতের প্রকল্পগুলোর জন্য, আর ১০ ভাগ তহবিল ব্যবহৃত হয় 'বাজেট বহির্ভূত' (Off-Budget) উইন্ডো দ্বারা এনজিও এবং বেসরকারি খাতের প্রকল্পগুলোতে ব্যবহারের জন্য। অফ-বাজেট উইন্ডোটি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে রয়েছে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)।

বিসিসিআরএফ-এ সর্বশেষ প্রতিশ্রুত তহবিলের পরিমাণ প্রায় ১৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অথচ প্রতিশ্রুতি পূরণ ও তহবিল ছাড়ের ক্ষেত্রে এর বিপরীত চিত্র লক্ষ্যনীয়। কারণ, বাস্তবায়নের জন্য এ পর্যন্ত যে তহবিল ছাড় দেয়া হয়েছে তা সন্তোষজনক নয়। প্রকল্প নির্বাচন থেকে তহবিল ছাড় পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক যে দীর্ঘ ও সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করছে তা নিয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ছাড়াও সিএসও-সমূহ, বিশেষজ্ঞ মহল এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মহল বেশ উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে। সরকারি সংস্থা ও সিএসও-গুলোর মধ্য থেকে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত এবং প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতা বিচার সহ অনুদানের যেসব মানদন্ড রয়েছে সেগুলো নির্ধারণ ও প্রয়োগের সিদ্ধান্ত আসলে কে গ্রহণ করছে এবং কীভাবে গ্রহণ করছে তাও স্পষ্ট নয়।

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ): কর্ম সংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের ব্রত নিয়ে ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ক্ষুদ্র-ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী শীর্ষ প্রতিষ্ঠান হিসাবে পিকেএসএফ প্রতিষ্ঠিত হয় (পিকেএসএফ, ২০১২)। বিসিসিটিএফ সংক্রান্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য এনজিও, সিবিও এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের দায়িত্ব পিকেএসএফ-এর উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। বিসিসিটিবি কর্তৃক ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে পিকেএসএফ এনজিও, সিএসও এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলোর জন্য বিভিন্ন উপ-প্রকল্প পরিচালনার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। যদিও পিকেএসএফ-এর নিযুক্তির বিষয়টি এখন বিসিসিটিএফ-এর ট্রাস্ট্রি বোর্ড কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়নি, তথাপি এনজিও এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলোর দ্বারা বাস্তাবায়নের জন্য বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি বোর্ড অনুমোদিত বাজেটের অতিরিক্ত কোনো ব্যয়ভার বহন না করার শর্তে যেসব প্রকল্প অনুমোদন করে থাকে পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে সেগুলোতে বর্তমানে প্রায় ৩.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ তহবিল যাচ্ছে। এনজিওদের যে তহবিল দেয়া হয় সেগুলোতে বাড়ি ভাড়া, পরিবহন অথবা অন্য ধরনের লজিস্টিক সাপোর্টের জন্য বাজেট রাখা নীতিগতভাবে অনুমোদিত নয়। এ কারণে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে খরচ মিটাতে নিজস্ব মূলধনী সম্পদ ব্যবহার করতে হয় (বিসিসিটি, ২০১২)। এছাড়াও, পিকেএসএফ এনজিও/থিংঙ্ক ট্যাংক/ বেসরকারি খাতের প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা ও নির্বাচন এবং পরবর্তীতে তহবিল ছাড়ের দায়িত্ব নিয়ে বিসিসিআরএফ-এর মোট তহবিলের ১০ শতাংশ অর্থ ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১৩)।

পিপিসিআর, জিইএফ এবং এলডিসিএফ: পিপিসিআর জলবায়ু বিনিয়োগ ফান্ড (সিআইএফ)-এর একটি অংশ হিসাবে পরিচালিত হয়, যা কৌশলগত জলবায়ু তহবিল (এসসিএফ) থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পিপিসিআর

কর্মসূচিতে অর্থ যোগানকারী দেশগুলো হচ্ছে আস্ট্রেলিয়া, কানাডা, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, জার্মানী, জাপান, কোরিয়া, নেদারল্যান্ডস্, নরওয়ে, স্পেন, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বব্যাংক পিপিসিআর-এর ট্রাস্টি এবং প্রশাসনিক ইউনিট হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে এবং স্বল্প মেয়াদী অর্থ সহযোগিতা দিয়ে থাকে। প্রকল্প অনুমোদন এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে এটি যেসব বিষয়ের প্রতি মনোনিবেশ করে সেগুলো হলো উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনায় জলবায়ু ঝুঁকি ও সহনীয়তাকে অন্তর্ভূক্তকরন, জাতীয় পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ু সহনীয়তার জন্য বিনিয়োগকে বর্ধিত ও সুবিধাজনক করা, 'করতে করতে শেখা'র (learning-by-doing) অনুকূল পরিবেশ তৈরি এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন বহুজাতিক উন্নয়ন ব্যাংক (এমডিবি) থেকে ঋণ ও অনুদান (সারণি-৩) দু'টোই নেয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, জাতিসংঘ ও অন্যান্য দ্বিপাক্ষিক সংস্থার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশে পিপিসিআর নিয়ে কাজ করার জন্য গাইডলাইন প্রণয়ন এবং কৌশলগত দিক নির্দেশনা প্রদানে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বিশ্বব্যাংক। বাংলাদেশে পিপিসিআর-এর সব কর্মসূচিই অভিযোজনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

পিপিসিআর ছাড়াও বাংলাদেশ বহুপক্ষীয় জলবায়ু তহবিল হিসাবে জিইএফ, এলডিসিএফ-এর অনুদান পেয়ে থাকে। এছাড়াও দেশটি অভিযোজন তহবিল (এএফ) লাভের অনুমোদন প্রাপ্ত। আর উল্লেখিত সব ক'টি ইউন্ডোর বেলাতেই বিশ্বব্যাংক ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। জিইএফ এলডিসিএফ-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনাকারী সংস্থা। ইউএনএফসিসি'র নীতিমালা ও সিদ্ধান্তসমূহ অনুসরণ করে জিইএফ জীববৈচিত্র্য এবং জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রকল্পে অর্থায়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে, বাংলাদেশ তার নাপা এবং বিসিসিএসএপি-তে বর্ণিত বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলো অনুসরণ করে এবং সেইসাথে জিইএফ এবং অন্যান্য বহুপাক্ষিক তহবিল/প্রকল্প কর্তৃক নির্ধারিত নীতিমালা ও কৌশলসমূহও মেনে চলে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এ ইউন্ডোগুলোর ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে এবং উক্ত মন্ত্রণালয়ের একজন সচিব অভিযোজন তহবিলের ফোকাল পার্সন হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিশেষত জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোতে সুনির্দিষ্ট অভিযোজন প্রকল্প বা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য যে অভিযোজন তহবিল গঠন করা হয়েছে কিয়োটো প্রটোকল অনুযায়ী বাংলাদেশের এই তহবিল থেকে অর্থ সংগ্রহের অধিকার রয়েছে (এএফ, ২০১১)। অন্যদিকে বাংলাদেশে যেসব বহুপাক্ষিক জলবায়ু তহবিল আসে সেগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কিছু অনুদান সহ শর্তযুক্ত ঋণ হিসাবে এসে থাকে। এক্ষেত্রে অনুদানে পরিচালিত প্রকল্পের সাথে ঋণকে অতিরিক্ত অর্থ হিসাবে যুক্ত করা হয়।

দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু তহবিল (জাপানের এফএসএফ): জলবায়ু অর্থায়নে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা ও উদ্যোগসমূহ উন্নয়ন সহযোগীদের নিজস্ব জাতীয় নীতিমালা দ্বারা নির্ধারিত হয়। জলবায়ু তহবিলের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বহু দাতা সংস্থার যৌথ তহবিলের চেয়ে দ্বিপাক্ষিকভাবে তহবিল পেতেই বেশি আগ্রহী।[৬] কেননা, দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠাগুলোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন এমডিবিসহ বহু পাক্ষিক দাতা সংস্থাগুলোর চেয়ে অনেক দ্রুত সম্পন্ন হয় (ওয়ার্ড, ২০১১)। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিপন্নতার তুলনায় বাংলাদেশের এ যাবৎ দ্বিপাক্ষিক তহবিল প্রাপ্তির পরিমাণ যৎসামান্য। এ যবাৎ দ্বিপাক্ষিক উৎসের মধ্যে বাংলাদেশ কেবল জাপান সরকারের নিকট থেকে ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স (এফএসএফ) এর তহবিল পেয়েছে (ইউএনএফসিসিসি, ২০১৩)। দ্বিপাক্ষিক তহবিল এবং সহযোগিতার প্রক্রিয়া সচরাচর দ্বিপাক্ষিক দর কষাকষি এবং মতৈক্যের দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে। দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু তহবিল পাওয়ার জন্য একটি দ্বিপাক্ষিক সমঝোতা স্মারক প্রয়োজন হয়। সেই সাথে, জলবায়ু তহবিলে পরিচালিত প্রকল্পগুলোকে বিসিসিএসএপি এবং নাপা'র মত জাতীয় কৌশলপত্রগুলোতে ঘোষিত কার্যক্রম ও কর্মসূচিগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখার এবং সেগুলো অনুসরণ করারও আবশ্যকতা রয়েছে।

[৬] http://www.daily-sun.com/details_yes_25-04-2011_Dhaka-for climate-fund-thru'-bilateral-process_200_5_1_1_5.html

প্রবাহ চিত্র ২: জলবায়ু অর্থায়নের তহবিল প্রবাহের বর্তমান কাঠামো ও প্রক্রিয়া

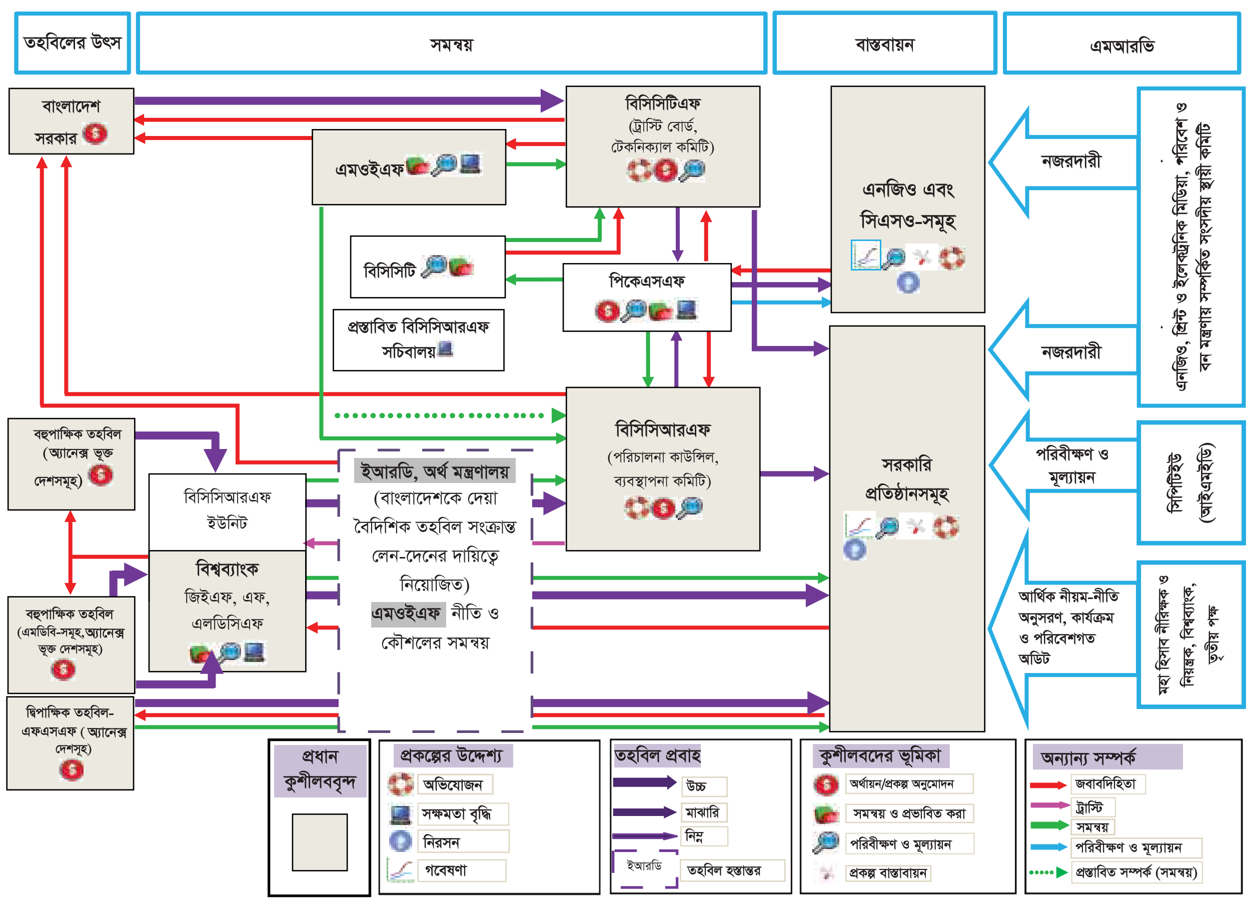

উৎস: লেখকবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, জুন ২০১৩

অধ্যায় ৩: প্রকল্প অনুমোদন ও বাতিলে ভূমিকা পালনকারীবৃন্দ

জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক উৎসসমূহ (সারণি-৪) থেকে আসা তহবিল পরিচালনার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটি গঠন করা হয়েছে; যেমন- অভিযোজন তহবিল বোর্ড, অনুমোদন প্যানেল, পিপিসিআর উপ-কমিটি ইত্যাদি। প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা ও বাছাই এবং জলবায়ু অর্থায়ন অনুমোদনে এই কমিটিগুলো ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে। বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রকল্প নির্বাচনের জন্য এসব কমিটি কৌশলগত দিক নির্দেশনাও দিয়ে থাকে। জলবায়ু তহবিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বৈশ্বিক ধাচ অনুসরণ করে জাতীয় পর্যায়ে প্রকল্প নির্বাচন ও অনুমোদনের জন্য কতগুলো অনুমোদনকারী কমিটি গঠন করেছে (যেমন, ট্রাস্টি বোর্ড, পরিচালনা কাউন্সিল ইত্যাদি)। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বিসিসিটিবি এবং বিসিসিআরএফ-জিসি উভয়টিরই প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। অধিকন্তু, বিসিসিটিএফ ও বিসিসিআরএফ-এর প্রস্তাবিত সচিবালয় উভয়টিই পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে অবস্থিত। দুটি তহবিলে সহযোগিতা করা জন্য স্বাগতিক পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব হলো জলবায়ু অর্থায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাতে প্রকল্প নির্বাচন দ্রুত ও ফলপ্রসূ হয়। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা পালনকারী এবং তাদের দায়িত্বাবলী নিচে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

বিসিসিটিএফ: বিসিসিটিএফ-এর অধীনে, কারিগরি কমিটি কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রকল্পগুলোর চূড়ান্ত নির্বাচন/বাতিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিসিসিটিবি (পরিশিষ্ট-৩)। ১৩ সদস্যবিশিষ্ট কারিগরি কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব। এ কমিটির দায়িত্ব হচ্ছে প্রকল্প প্রস্তাবগুলো পর্যালোচনা করে বিসিসিটিবি-র কাছে সুপারিশ করা। এর আগে বিসিসিটি কর্মকর্তাগণ প্রস্তাবগুলো প্রাথমিকভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখেন যে এগুলো বিসিসিএসএপি-র নির্ধারিত ছয়টি বিষয়-ভিত্তিক ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে কিনা এবং প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো সঠিকভাবে দেয়া হয়েছে নাকি বাদ পড়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সন্তোষজনক হিসাবে প্রতিয়মান প্রস্তাবগুলো কারিগরি কমিটির কাছে পাঠিয়ে দেয়া হয়। প্রকল্প পরীক্ষার জন্য কারিগরি কমিটি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত দু'টি উপ-কমিটিতে বিভক্ত। কিন্তু, কিছু কারিগরি ত্রুটি ধরা পড়ায় এসব কমিটির কার্যকরীতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। যেমন, ইআইএ ব্যাতিরেকে প্রকল্প অনুমোদন। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব, বিসিসিটি ফোকাল পয়েন্টসমূহ, পরিবেশ ও মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা শাখার একজন প্রতিনিধি, পরিকল্পনা কমিশনের জলবায়ু পরিবর্তন ফোকাল পয়েন্ট, পরিবেশ অধিদপ্তরের দুই জন বিশেষজ্ঞ (পরিচালক, টেকনিক্যাল), নাগরিক সমাজের দুই জন প্রতিনিধি, সিইজিআইএস-এর একজন প্রতিনিধি এবং বন অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে কারিগরি কমিটি গঠিত। কারিগরি কমিটির প্রধান কাজগুলো[৭] নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

- বার্ষিক প্রতিবেদন ও কর্ম-পরিকল্পনা তৈরি এবং সেগুলোকে ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট পেশ করা;
- বিসিসিটিএফ-এর আওতায় গৃহীত প্রকল্পগুলো সম্পর্কে ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা;
- চলমান প্রকল্প ও নীতিমালা বাস্তবায়নে ট্রাস্টি বোর্ডকে সহযোগিতা করা;
- প্রকল্প প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে সেগুলো সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করা;
- প্রয়োজনবোধে প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নির্বাচন করার জন্য উপ-কারিগরি কমিটি গঠন করা;
- ট্রাস্টি বোর্ডকে কারিগরি সহযোগিতা ও বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরামর্শ দেয়া;

মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরগুলো কর্তৃক বিসিসিটি-তে প্রকল্প প্রস্তাব দাখিল হওয়ার পর কারিগরি কমিটি ৯০ দিনের মধ্যে সুপারিশসহ সেগুলো ট্রাস্টি বোর্ডে পাঠিয়ে থাকে। প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর করিগরি কমিটি বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষগুলোকে প্রকল্প প্রস্তাবের উপর তাদের সামনে প্রেজেন্টেশন করার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। প্রেজেন্টেশনের পর কারিগরি কমিটি প্রকল্পগুলোর উপকারিতা, প্রকল্প ব্যয় এবং প্রকল্পটি যে বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রে পড়ে তা বিবেচনা করে প্রকল্পটি পর্যালোচনা করে থাকে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, কারিগরি কমিটি সেই সব প্রকল্পই সুপারিশ

৭ বিসিটিএফ নীতিমালা, ২০১০।

করে থাকে যেগুলোর প্রস্তাবিত বাজেটে ওভারহেড ব্যয় (overhead cost) বাবদ বরাদ্দের চেয়ে মূলধনী ব্যয় বাবদ বরাদ্দ বেশি (প্রায় ৯০ শতাংশ)। বাস্তবায়নকারী সংস্থার করা প্রেজেন্টেশনের এক সপ্তাহের মধ্যে কারিগরি কমিটি প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রকল্পগুলো ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট পাঠিয়ে থাকে। প্রস্তাব পেশকারী সংস্থা বিসিসিটিবি-র সামনে পুনরায় প্রেজেন্টেশন করে থাকে। প্রেজেন্টেশনের পর বিসিসিটিবি বিদ্যমান সাপোর্টিং ডকুমেন্টগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রকল্পটি অনুমোদন বা বাতিল করে থাকে। বিসিসিটিবি কখনও কখনও প্রকল্প প্রস্তাবটি সংশোধন করে বিসিসিটি-তে জমা দেয়ার সুপারিশও করে থাকে এবং সে ক্ষেত্রে সভার কার্যবিবরণী প্রকাশিত হওয়ার পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে সংশোধিত প্রস্তাব জমা দিতে হয়। বিসিসিটিবি-র সভাগুলোতে প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদান করার জন্য বিসিসিটি-র কর্মকর্তারাও বোর্ড মিটিং-এ উপস্থিত থাকেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, কারিগরি কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন জনগণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রকল্প পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নির্বাচন করার তথ্য পাওয়া গেছে (টিআইবি, ২০১২)। উল্লেখ্য, এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে যে, বিসিসিআরএফ এ দাখিলকৃত প্রকল্প প্রস্তাব কারিগরি কমিটির মূল্যায়নে অযোগ্য বিবেচিত হলেও বিসিসিটিএফ হতে একই প্রস্তাব অনুমোদন পেতে সক্ষম হয়েছে। এটা যে বাস্তবে সম্ভব তার কারণ হলো, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সরকারি বা বেসরকারি একই প্রতিষ্ঠান বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ উভয় তহবিল হতে বরাদ্দ পেতে প্রকল্প প্রস্তাব জমা দিলেও উভয় প্রতিষ্ঠানের যৌথ মূল্যায়ন ব্যবস্থা না থাকায় এবং বাস্তবে কোনো ধরনের সমন্বয় না থাকায় রাজনৈতিক বা অন্য কোনো বিবেচনায় পুনঃতহবিল বরাদ্দের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

বিসিসিআরএফ: বিসিসিআরএফ-এর ক্ষেত্রে প্রকল্প বাছাই, অনুমোদন ও বাতিলে ভূমিকা পালনকারীরা বিসিসিটিএফ-এর ক্ষেত্রে ভূমিকা পালনকারীদের থেকে আংশিক পৃথক। এই তহবিলটির ক্ষেত্রে তহবিল প্রদানকারী অ্যানেক্স-১ ভূক্ত দেশগুলো জিম্মাদারি ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা এবং প্রকল্প বাস্তবয়নে কারিগরি সহায়তা দেয়ার জন্য বিশ্বব্যাংক-কে নিযুক্ত করেছে যাতে তহবিলটি স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও কার্যকারিতা বজায় রেখে পরিচালিত হতে পারে। অধিকন্তু, এডভোকেসি এবং জ্ঞান বিস্তারের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় রক্ষা করার জন্য বিসিসিআরএফ সচিবালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে বিশ্বব্যাংকের যৌথভাবে কাজ করার কথা। এর ফলে যদি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে বিসিসিআরএফ-এর সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তবে, বিশ্বব্যাংকের তিনটি প্রধান দায়িত্বের পরিসমাপ্তি ঘটবে। দায়িত্বগুলো হলো- ব্যবস্থাপনা কমিটি ও পরিচালনা কাউন্সিলকে দৈনন্দিন কার্যক্রমে সহযোগিতা করা; এডভোকেসি, যোগাযোগ ও সমন্বয় কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং বিসিসিআরএফ-এর আর্থিক ব্যবস্থাপনা সরকারের কাছে হস্তান্তর করা (বিসিসিআরএফ, ২০১২)। বিসিসিআরএফ বস্তুত একটি দ্বিস্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত হয় যাতে রয়েছে পরিচালনা কাউন্সিল (জিসি) এবং ব্যবস্থাপনা কমিটি (এমসি)। বিশ্বব্যাংক বিসিসিআরএফ-এর ট্রাস্টি এবং অন্তবর্তীকালীন সচিবালয় হিসাবে কাজ করে থাকে। বিসিসিএসএপি কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত বিষয় ভিত্তিক কর্মসূচি/প্রকল্পের আওতায় প্রস্তুতকৃত কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবগুলোর (টিপিপি) মধ্যে যেগুলো প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয় সেগুলো অনুমোদন বা বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ হচ্ছে পরিচালনা কাউন্সিল (পরিশিষ্ট-৫)। অন্যদিকে, ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব হলো প্রাথমিক বাছাই তালিকায় অন্তর্ভূক্ত প্রকল্পগুলো পর্যালোচনা, কারিগরি প্রকল্প প্রস্তাবগুলো প্রাথমিক অনুমোদন এবং তহবিল বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা (বিশ্বব্যাংক, ২০১২)।

প্রাথমিকভাবে প্রকল্প যাচাই-বাছাই এবং পর্যালোচনার দায়িত্ব হলো ব্যবস্থাপনা কমিটির। এটি সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কারিগরি কমিটি যার সভাপতির দায়িত্বে থাকেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সচিব। কমিটি সদস্য হিসাবে থাকেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দু'জন প্রতিনিধি, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ প্রতিনিধি (অতিরিক্ত সচিব), পরিকল্পনা কমিশনের একজন প্রতিনিধি

(সদস্য, সাধারণ অর্থনৈতিক বিভাগ), অর্থায়নকারী উন্নয়ন সহযোগীদের দু'জন প্রতিনিধি, বিশ্বব্যাংকের একজন প্রতিনিধি এবং নাগরিক সমাজের একজন প্রতিনিধি। ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে এবং তহবিলের ব্যবহার যাতে সম্মত বাস্তবায়ন ম্যানুয়েল অনুযায়ী হয় তা নিশ্চিত করে থাকে। এই কমিটি যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা দিয়ে থাকে সেগুলো হলো-

- বাস্তবায়ন ম্যানুয়াল ও বাজেট বরাদ্দ পর্যালোচনা এবং সম্মতি প্রদান;
- সচিবালয় কর্তৃক পেশকৃত অনুদানের অনুরোধগুলোর বিস্তারিত পর্যালোচনা এবং সম্মতি প্রদান;
- প্রকল্প প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করা;
- অনুদানের অনুরোধগুলো বাস্তবায়ন ম্যানুয়ালের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কিনা তা নিশ্চিত করা;
- পরিচালনা কাউন্সিলের নিকট পেশ এবং জন সমক্ষে প্রকাশের জন্য বিসিসিআরএফ কর্তৃক প্রণয়নকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা এবং অনুমোদন করা (বিসিসিআরএফ, ২০১০)।

এনজিও/সিবিও ও থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক-দের অর্থায়ন

বিসিসিটিএফ থেকে পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে তহবিল প্রদান: এনজিও/থিঙ্ক-ট্যাঙ্কদের দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা, অনুমোদন বা বাতিল এবং তহবিল প্রদানের নিমিত্তে বিসিসিটিবি ২০১১ সালে পিকেএসএফ-কে নিযুক্ত করে। তবে, পিকেএসএফ কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত প্রকল্পগুলোর চূড়ান্ত অনুমোদনের কর্তৃত্ব বিসিসিটিবি-র হাতেই থাকে।

পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে বিসিসিআরএফ হতে তহবিল প্রদান: ২০১১ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বিসিসিআরএফ-এর ব্যবস্থাপনা কমিটি এনজিও, সিএসও এবং থিঙ্ক-ট্যাঙ্কগুলোর প্রস্তাব পর্যালোচনা, প্রস্তাব ও বাজেট অনুমোদন/বাতিল, তহবিল ছাড়, আর্থিক নিয়ামানুবর্তিতা ও তহবিলের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের 'বাজেট বহির্ভূত উইন্ডো' হিসাবে পিসেএফএফ-কে নিয়োগের সুপারিশ করে। ১০ শতাংশ তহবিল ব্যবস্থাপনার জন্য বিসিসিআরএফ-এর সাথে পিকেএসএফ নিযুক্তির পূর্বে বিশ্বব্যাংক অক্টোবর ২০১০-এ প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত চারটি সংস্থাকে তুলনামূলকভাবে যাচাই করে। সংস্থাগুলো ছিল: পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), আন্তর্জাতি পরিবেশ সংরক্ষণ ইউনিয়ন (আইইউসিএন) এবং সোশ্যাল ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (এসডিএফ)। প্রতিটি সংস্থাগুলোর সবল ও দুর্বল দিকসমূহ যাচাই করার জন্য নিম্নলিখিত মানদন্ডগুলো ব্যবহার করা হয়:

- অর্থায়ন কার্যক্রম পরিচালনার পূর্ব অভিজ্ঞতা (৫ বৎসরের উর্ধ্বে);
- বড় অঙ্কের তহবিল ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা (৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি);
- জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন সম্পর্কে জ্ঞান;
- মাঠ পর্যায়ে উপস্থিতির ব্যাপকতা;
- অর্থায়ন, তদারকি ও পরিবীক্ষনের বিদ্যমান ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া;
- অর্থায়ন ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান অপারেশন ম্যানুয়াল;
- ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের জিম্মাদারি প্রক্রিয়া সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা;
- সুশীল সমাজকে অর্থায়নের একটি কর্মসূচি পরিচালনা করার মত পর্যাপ্ত জনবলের উপস্থিতি;
- যদি না থাকে, তবে বিসিসিএসএপি ব্যবস্থাপনার জন্য বিদ্যমান কর্মসূচির বাইরে অতিরিক্ত সক্ষমতা ও লোকবলের প্রয়োজনীয়তা;
- ওভারহেড চার্জ-এর প্রয়োজনীয়তা (বিশ্বব্যাংক, ২০১২)।

উপরোক্ত মানদন্ডগুলোর ভিত্তিতে যাচাই ও মূল্যায়নের পর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বাধীন ব্যবস্থাপনা কমিটি পিকেএসএফ-কে এনজিওদের অর্থায়নের ব্যবস্থাপক হিসাবে সুপারিশ করে এবং পরিচালনা কাউন্সিল পিকেএসএফ-কে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করে। যাচাই-এর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিষ্ট নীতিমালা এবং বিশ্বব্যাংকের কার্যক্রম পরিচালনা নীতিসমূহ অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের সামর্থকেও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। কিন্তু, অন্যান্য বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন- স্বার্থের দ্বন্দ্ব (conflict of interest) এবং মাঠ পর্যায়ের যেসব কর্মী সংশ্লিষ্ট এনজিও কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প দেখভাল করার দায়িত্বে থাকে তাদের জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন ও প্রশমন বিষয়ে সক্ষমতা, অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ইত্যাদিকেও বিবেচনায় রাখা হয়নি।

পিপিসিআর, জিইএফ, সিডিএম এবং এলডিসিএফ: সিআইএফ-এর প্রশাসনিক ইউনিট বিভিন্ন বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় দেশগুলোকে পিপিসিআর প্রকল্পের ব্যাপারে অবহিত করে এবং আগ্রহপত্র (expression of interest) আহ্বান করে। পিপিসিআর বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী, ইআরডি এবং বাস্তবায়নকারীদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করে বিশ্বব্যাংক। সরকারি সংস্থাগুলো প্রকল্পের পূর্বশর্ত অনুসরণ করে প্রকল্প প্রস্তাব পেশ করে। পিপিসিআর-এর প্রশাসনিক ইউনিট ওয়াশিংটন ডিসি-তে অবস্থিত এবং বিশ্বব্যাংকের কর্মীরা এতে কাজ করে থাকেন। এই ইউনিট পিপিসিআর উপকমিটির সচিবালয় হিসাবে কাজ করে। উপকমিটির কাজ হচ্ছে প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা, কর্মসূচির অগ্রাধিকার, কার্য পরিচালনার মানদন্ড ও অর্থায়ন প্রক্রিয়া অনুমোদন, এমডিবি-দের পূর্বসম্মতি সাপেক্ষে চূড়ান্তভাবে প্রকল্প নির্বাচন এবং অনুমোদন করা। পিপিসিআর উপকমিটিতে বাংলাদেশের জন্য দু'জন ফোকাল পয়েন্ট রয়েছেন। তারা হচ্ছেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)-এর অতিরিক্ত সচিব এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব। বিশেষজ্ঞ দলের দায়িত্ব পালনের স্বার্থে এবং প্রকল্প ও কর্মসূচির প্রয়োজনে যেসব দিকনির্দেশনা ও তথ্য আবশ্যক তারা উভয়েই তা প্রদান করে থাকেন (সিআইএফ, ২০১২)। অন্যদিকে, সিডিএম প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার বিগত ২০০৩ সালের অক্টোবরে দ্বিস্তরবিশিষ্ট একটি 'দায়িত্বপ্রাপ্ত জাতীয় কর্তৃপক্ষ' বা ডিএনএ গঠন করেছে। এর নিম্ন স্তরটি পরিচালনা করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এমওইএফ), আর উচ্চ স্তরটি পরিচালনা করে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বাধীন জাতীয় সিডিএম বোর্ড। সিডিএম প্রকল্পকে ডিএনএ স্বাগতিক রাষ্ট্রীয় অনুমোদন (হোম কান্ট্রি এ্যাপ্রোভাল) প্রদান করে থাকে। তবে তার পূর্বে এই মর্মে নিশ্চিত হয়ে নেয় যে, প্রকল্পটি স্বেচ্ছা-প্রণোদিত এবং তা টেকসই উন্নয়নে সহায়ক হবে।

অন্যদিকে, জিইএফ ও এলডিসিএফ প্রকল্পসমূহ জাতীয় ও বৈশ্বিক পর্যায়ে বিদ্যমান পরিচালনা পদ্ধতির মধ্য দিয়েই অনুমোদিত হয়। জিইএফ কর্মসূচি/প্রকল্পসমূহ গ্রহণ ও মূল্যায়নে জিইএফ কাউন্সিলই মূল পরিচালনাকারী সংস্থা। বাংলাদেশ জিইএফ কাউন্সিলের সদস্য। বাংলাদেশে জিইএফ-এর ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা রয়েছেন। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন- ইউএনডিপি, ইউএনইপি, বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য এমডিবি বাংলাদেশে জিইএফ-এর প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে কাজ করে। এসব সংস্থার দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার এবং জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা। জিইএফ-এর কার্যক্রম পরিচালনা এবং এর কর্মসূচি/প্রকল্প যাতে নাপা ও বিসিসিএসএপি-এর মত জাতীয় অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তিক করে প্রণীত হয় তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব বাংলাদেশ সরকারের বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় এবং জিইএফ বাস্তবায়নকারী সংস্থার (জিইএফ, ২০১২)।

অন্যদিকে, জাতীয় অভিযোজন কার্যক্রম কর্মসূচি প্রণয়নের তাগিদ থেকে এলডিসিএফ অর্থায়নে ইউএনডিপি বাংলাদেশকে নাপা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য সহযোগিতা প্রদান করেছে। এলডিসিএফ জিইএফ-এর পরিচালনা নীতি অনুসরণ করে থাকে। এ কারণে, বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো জিইএফ-এর ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম-নীতি মেনে চলে এ ক্ষেত্রেও তাদেরকে সেই সব নিয়ম-নীতিই মেনে চলতে হয়।

দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু তহবিল (এফএসএফ): এফএসএফ-এর মত দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু তহবিলগুলো বিভিন্ন বাস্তাবায়নকারী সংস্থার (যেমন- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়) মাধ্যমে অনুমোদিত প্রকল্পগুলোতে পৌঁছে। এ ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) প্রধান মধ্যস্থতাকারী, সমন্বয়কারী এবং জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)-র সাথে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চুক্তি স্বাক্ষরকারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে। কাজেই, প্রকল্প যাচাই, নির্বাচন ও অনুমোদনে তহবিল প্রদানকারী সংস্থা, ইআরডি এবং জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থাই হচ্ছে মূল ভূমিকা-পালনকারী। অন্যদিকে, জাতীয় জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং বিসিসিএসএপি ও নাপা'র মত নীতিগত দলিলগুলো অর্থায়নের বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্র নির্ধারণের জন্য অনুসরণীয় কর্যক্রম ও কর্মসূচি কী হবে তা বলে দেয়।

অধ্যায় ৪: তহবিল সংগ্রহে ভূমিকা পালনকারীবৃন্দ

বাংলাদেশে জলাবায়ু তহবিল সংগ্রহে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে অর্থ মন্ত্রণালয় (এমওএফ), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এমওইএফ), বিশ্বব্যাংক, এমডিবিসমূহ, ইউএনডিপি এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি)। বিসিসিটিএফ প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মসূচির তহবিল বরাদ্দ, ছাড় ও ব্যবহারের গাইডলাইন (দফা ১৯) অনুসরণ করে থাকে (এমওইএফ, ২০১২)। বাংলাদেশ সরকারের আইনী ব্যবস্থা অনুযায়ী যে কোনো বৈদেশিক অর্থ তা দ্বিপাক্ষীয় হোক, আর বহুপক্ষীয় হোক ইআরডি এবং দাতা সংস্থার সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়নকারী সংস্থার নিকট পৌঁছে (প্রবাহ চিত্র-২)।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি): অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বৈদেশিক উৎস থেকে জলবায়ু তহবিল সংগ্রহে নিয়োজিত বাংলাদেশ সরকারে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলোর একটি। বাংলাদেশ সরকারের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে ইআরডি উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলাপ-আলোচনায় নেতৃত্ব দিয়ে থাকে এবং জলবায়ু তহবিলসহ দেশের বাহির থেকে যে কোনো সহযোগিতা দেশে আনার প্রক্রিয়ায় সমন্বয়কারী হিসাবে কাজ করে থাকে। বিসিসিআরএফ-এর পরিচালনা কাউন্সিলে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব একজন সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। ইআরডি বৈদেশিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা যাচাই, সমঝোতার কৌশল নির্ধারণ, বৈদেশিক সাহায্য সংগ্রহ, ঋণ ও অনুদানের চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সাহায্যটিকে আনুষ্ঠানিক রূপ প্রদান ও প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। এটি বহিঃসম্পদ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবয়ন করে থাকে। ইআরডি'র ভূমিকা ও কার্যাবলী নিম্নে বর্ণনা করা হলো;

- ঋণ ও অনুদান সংগ্রহের জন্য সমঝোতা সভার আয়োজন করা;
- আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুপ প্রভাব তুলে ধরা;
- গ্রীন ক্লাইমেট ফান্ড (জিইএফ), জলবায়ু বিনিয়োগ তহবিল (সিআইএফ), পিপিসিআর, জিইএফ, সিডিএম, এলডিসিএফ, অভিযোজন তহবিল প্রভৃতি আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে সম্পদ সংগ্রহ করা;
- বিভিন্ন কর্মসূচি দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বৈদেশিক কার্যালয়গুলোর মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে লিয়াজোঁ রক্ষা করা;
- বৈদেশিক সাহায্য সমীক্ষা, সংগ্রহ, সমঝোতা, পর্যালোচনা এবং পরিবীক্ষণ করা এবং উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বহিঃসম্পদ বরাদ্দ করা।

বিসিসিটিএফ: সরকারি প্রকল্পগুলোর প্রস্তাব একটি কারিগরি কমিটি দ্বারা যাচাই হওয়ার পর বিসিসিটিএফ-এর ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অতঃপর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর বিপরীতে তহবিল ছাড় প্রদানের জন্য প্রকল্পগুলোর তালিকা, বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর নাম, প্রকল্পের হিসাব এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজ-পত্রসহ অর্থ মন্ত্রণালয়ে অনুরোধ পত্র পাঠিয়ে থাকে। অর্থ মন্ত্রণালয় তখন সরকারি আদেশ (জিও) জারি করার মাধ্যমে বিসিসিটিএফ-এর ট্রাস্ট একাউন্টে অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর বিপরীতে তহবিল ছাড় দিয়ে থাকে। অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে তহবিল প্রাপ্তির পর বিসিসিটি উক্ত তহবিল প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে চার কিস্তিতে বাস্তবায়নকারী সংস্থার প্রকল্প একাউন্টে প্রেরণ করে থাকে।

সারণি ৪: বিসিসিটিএফ-কে দেয়া তহবিল

অর্থবৎসর	পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
২০০৯-২০১০	১০০
২০১০-২০১১	১০০
২০১১-২০১২	১০০
২০১২-২০১৩	৪০

উৎস: বাংলাদেশ বাজেট বক্তৃতা, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছর

বাংলাদেশ সরকার বিসিসিটিএফ আইন, ২০১০ অনুযায়ী এ তহবিলে অর্থ অনুমোদন করে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হিসাবে বিসিসিটিএফ বিগত অর্থবছরগুলোতে (২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত) বাজেট থেকে ৩৪০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে[৮] (সারণি-৪)। তহবিলের ছাড়ের নিয়ম অনুযায়ী, মোট অর্থের ৬৬ শতাংশ ব্যয় হবে সরকারি প্রকল্পগুলোর অর্থায়নে, অবশিষ্ট ৩৪ শতাংশ ভবিষ্যতের জরুরী অবস্থা মোকাবেলার জন্য ব্যাংক একাউন্টে ‘ফিক্সড ডিপোজিট’ করে রাখা হয়। ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখা এই (৩৪ শতাংশ) অর্থ থেকে প্রাপ্ত সুদ জরুরী অভিযোজন কার্যক্রম সহ কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন প্রকল্পগুলোর জন্য ব্যবহার করা হয় (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১৩)।

চিত্র ১: জলবায়ু তহবিলের প্রতিশ্রুতি ও বরাদ্দের অবস্থা

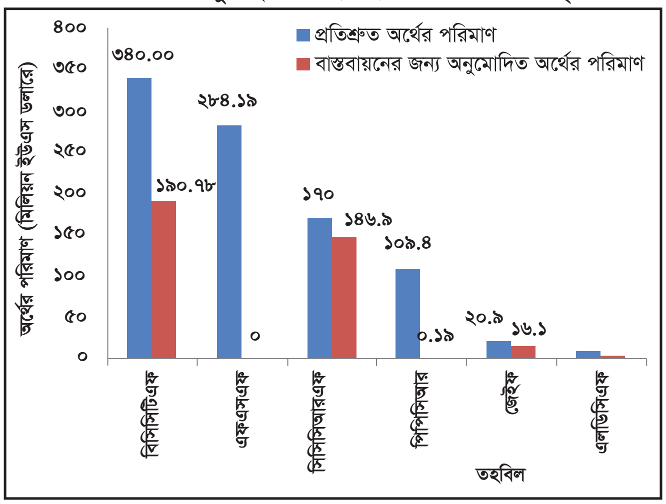

উৎস: এমওইএফ, বিসিসিআরএফ এবং ক্লাইমেট ফান্ড আপডেট থেকে সংকলিত, জুন ২০১৩

২০১৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত বিসিসিটিএফ ছয়টি বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রের অধীনে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার ১৩৯ টি প্রকল্প এবং এনজিওদের ৬৩ টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রশমন, অভিযোজন, গবেষণা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি - এই বিষয়গুলোর জন্য অনুমোদন করা হয়েছে সর্বমোট ১৯০.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।[৯] বিসিসি-টিএফ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছর হতে ২০১৬-১৭ পর্যন্ত আরো ৩৮০ মিলিয়ন ইউএস ডলারের সমপরিমাণ তহবিল বরাদ্দের পরিকল্পনা রয়েছে (পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ২০১২)।

বিসিসিআরএফ: বিসিসিআরএফ-এর অর্থায়ন ও অনুদান প্রক্রিয়ায় তিনটি ধাপ রয়েছে, সেগুলো হলো- প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন। প্রকল্প প্রণয়ন পর্বে, জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত খাতগুলোর দায়িত্বে থাকা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে অনুদানের আবেদন তৈরি এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পেশ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়। অনুদানের আবেদনগুলো পর্যালোচনার পর ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রকল্প প্রস্তুতের জন্য সুপারিশ করে এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) তৈরি করে। একই সময়ে ব্যাংক টিম অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনার জন্য একটি ধারণাপত্র তৈরি করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিশেষজ্ঞদের দ্বারা প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়ে প্রণয়ন কাজ সম্পন্ন করে এবং বিশ্বব্যাংক টিমের সাথে অনুদান পর্যালোচনার একটি তারিখ নির্ধারণ করে।

[৮] সর্বশেষ ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরে এ পর্যন্ত বিসিসিটিএফ এ সরকার প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১ ডলার = ৭৭ টাকা হিসাবে ২৭০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ) বরাদ্দ করেছে।

[৯] ৩১ নভেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত বিসিটিএফ হতে ২৭০ টি প্রকল্পের জন্য ২৫২ মিলিয়ন ইউএস ডলার (১ ডলার = ৭৭ টাকা হিসাবে ১৯৩৬.৬৭ কোটি টাকার সমপরিমাণ) বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বরাদ্দকৃত অর্থের ১৩.৩ শতাংশ অর্থ ৩৪ শতাংশ জমাকৃত ফিক্সড ডিপোজিটের সুদ হতে যোগান দেয়া হয়েছে।

এ পর্যায়ে, বিশ্বব্যাংক প্রকল্পের কারিগরি, অর্থনৈতিক, আর্থিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও পরিবেশগত সম্ভাব্যতা এবং সেই সাথে তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের বিভিন্ন দিক যাচাই করে। যাচাই প্রক্রিয়াকে নির্ঝঞ্ঝাট ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পটিকে প্রস্তুতি এবং ডিজাইনের একটি অগ্রসর স্তরে পাঠিয়ে দেয়। পরিপূর্ণভাবে প্রণয়নকৃত একটি প্রকল্পের যাচাই কাজ সচরাচর ৬০ দিনের মধ্যে সম্পন্ন হয়। প্রস্তুতকৃত প্রকল্পে যদি অনুদান নিশ্চিত হয় তখন টেকনিক্যাল প্রজেক্ট প্রোপোজাল (টিপিপি) তৈরি করে সেটি ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা অনুমোদন করিয়ে নেয়ার প্রয়োজন হয়। এরকম ক্ষেত্রে, বিসিসিআরএফ-এর তহবিল পাওয়ার জন্য ইআরডি ও বিশ্বব্যাংকের মধ্যে একটি আর্থিক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। ডিপিপি চূড়ান্ত হওয়ার পর তা অনুমোদনের জন্য পরিচালনা পরিষদের কাছে পেশ করা হয়।

একই সাথে, যাচাই কার্যক্রম সমাপ্ত হবার পর ব্যাংক টিম বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর কর্তৃক পর্যালোচনা ও সম্মতির জন্য সমঝোতা প্যাকেজ (পিএডি, খসড়া অনুদান চুক্তি, সমঝোতার জন্য আমন্ত্রণপত্র) তৈরি করে। কান্ট্রি ডিরেক্টর সমঝোতা প্যাকেজে অনাপত্তি প্রদান করলে এবং পরিচালনা পরিষদ ডিপিপি অনুমোদন করলে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ইআরডি'র সাথে বিশ্বব্যাংকের সমঝোতা চুক্তি হয়। গ্রহীতা সরকারি সংস্থাটিও এই প্রক্রিয়ার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমন্বয়কারী মন্ত্রণালয় হিসাবে অর্থ মন্ত্রণালয়কেও সমঝোতা প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। সমঝোতায় উপনীত হওয়া অনুদানের চুক্তি বিশ্বব্যাংকের আঞ্চলিক ভাইস প্রেসিডেন্টের (আরভিপি) নিকট পেশ করা হয়। প্রতিটি প্রকল্পের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা এবং বিশ্বব্যাংকের পক্ষে কান্ট্রি ডিরেক্টর কর্তৃক একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অনুদান কার্যকর হিসাবে ঘোষিত হলে প্রকল্প সম্পর্কিত কাগজপত্রগুলো সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশযোগ্য তথ্যে পরিণত হয়। এসময় ঋণ বিভাগ অর্থ উত্তোলনের আবেদনপত্র গ্রহণ করে এবং গ্রহীতা সংস্থার ব্যাংক একাউন্টে তহবিল প্রেরণ করে (বিশ্বব্যাংক, ২০১৩)।

২০১২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত উন্নয়ন সহযোগীরা বিসিসিআরএফ-এর জন্য ১৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এসব অ্যানেক্স-১ ভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে যুক্তরাজ্য সর্বাধিক ৯৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদান করেছে। সহযোগিতা প্রদানকারী অন্যান্যরা হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন (৩৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), সুইডেন (১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), সুইজারল্যান্ড (৩.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), ডেনমার্ক (১.২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার), যুক্তরাষ্ট্র (১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) এবং অস্ট্রেলিয়া (৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এই অর্থ থেকে বিসিসিআরএফ সর্বমোট ১০টি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। কর্মসূচি ব্যয় ৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাদ দিয়ে এসব প্রকল্পের মোট বাজেটের পরিমাণ ১৪৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিসিসিআরএফ, ২০১২)। তবে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী অ্যানেক্স-১ ভুক্ত দেশগুলো এ পর্যন্ত ১৮৮.২ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করেছে এবং এর মধ্যে ১৫৮.৮ মিলিয়ন ডলারের তহবিল প্রকল্প বাবদ এবং বিশ্বব্যাংকের পরিচালনা বাবদ ৫.৫ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, বিসিসিআরএফ এর সচিবালয় প্রতিষ্ঠা বাবদ ০.২ মিলিয়ন ইউএস ডলার পরিবেশ এবং বন মন্ত্রণালয়কে বরাদ্দ দেয়া হলেও তা এখন বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে।[১০]

এনজিও এবং থিঙ্ক ট্যাঙ্কসমূহকে অর্থায়ন

পিকেএসএফ: বিসিসিটিএফ-এর সহায়তাকে ব্যবহার করে অর্থ মন্ত্রণালয় বিসিসিটিএফ হতে অর্থ প্রদানের জন্য পিকেএসএফ-এর সাথে সমন্বয় রক্ষা করে (প্রবাহ চিত্র-২)। ২০১৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ৬৩টি

[১০] http://www.bccrf-bd.org//Documents/pdf/Intoduction%20to%20BCCRF%20%28CCTA%29PPt.pdf

প্রকল্পের জন্য বিসিসিটিএফ হতে মোটামুটি হিসাবে ৩.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে। সবগুলো প্রকল্পই চলমান, তবে কী পরিমাণ তহবিল ছাড় দেয়া হয়েছে তা অজ্ঞাত (অর্থ মন্ত্রণালয়, ২০১৩)। বস্তুত, বিসিসিটিএফ কর্তৃক এনজিও ও থিংক ট্যাংকের জন্য অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে সাধারণের জ্ঞাতার্থে উন্মুক্ত তথ্য খুবই সীমিত। ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত সিএসও ও এনজিওদের অর্থায়নের জন্য "কম্যুনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্প"-এর আওতায় বিসিসিআরএফ থেকে পিকেএসএফ-কে প্রায় ১২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

পিপিসিআর, জিইএফ, সিডিএম এবং এলডিসিএফ: পিপিসিআর, জিইএফ, সিডিএম এবং এলডিসিএফ হতে তহবিল সংগ্রহের জন্য আলাদা আলাদা ফোকাল পয়েন্ট রয়েছে। বাংলাদেশে পিপিসিআর-এর জন্য ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করে বিশ্বব্যাংক ও অর্থ মন্ত্রণালয় (সিআইএফ, ২০১৩)। ইআরডি বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর (যেমন- স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, কৃষি মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়) সাথে সমন্বয় রক্ষা করে থাকে, আর বিশ্বব্যাংক তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। অন্যদিকে, জিইএফ ও সিডিএম-এর বেলায় সম্পদ সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাজ করে ইউএনডিপি। এক্ষেত্রে ইআরডি এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো (যেমন- বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বেসরকারি খাত) উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচিগুলোর জন্য তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে সিডিএম, জিইএফ-এর এজেন্সীসমূহ এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে।

দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু তহবিল (জাপানী এফএসএফ): দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু তহবিলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সহযোগী ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান/দেশের নিকট থেকে সম্পদ ও সহযোগিতা গ্রহণ করার দায়িত্ব ইআরডি'র উপর ন্যাস্ত। জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় এফএসএফ থেকে বহিঃঋণ ও অনুদানের প্রতিশ্রুতি এবং তহবিল ছাড় পাওয়ার জন্য যারা কাজ করে তাদের মধ্যে ইআরডি অন্যতম। ইআরডি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে এডভোকেসি করে আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিলগুলো থেকে সম্পদ আহরণের কাজও করে থাকে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাগুলো প্রধানত বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ, পিপিসিআর, এলডিসিএফ ও এফএসএফ থেকে জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক তহবিল পেয়ে থাকে। বিসিসিএসএপি অনুযায়ী, সকল জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক প্রকল্প বাস্তবায়নে উপকূলীয় জেলাগুলোতে জোড় দেয়া হয়েছে এবং এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অভিযোজন এবং প্রশমনের খাতগুলো প্রাধান্য পাবে।

বিসিসিটিএফ: বিসিসিএসএপি-এর বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রসমূহ এবং এর বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বেশিরভাগ প্রকল্পই অনুমোদন করা হয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং তার অধীনস্ত বিভাগসমূহ বিশেষত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডব্লুডিবি) এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত বন অধিদপ্তরের জন্য। এছাড়া, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ও তহবিল প্রাপ্তির দিক থেকে এগিয়ে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় মূলত অবকাঠামো নির্মাণ এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সামাজিক বানায়ন ও প্রশমন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তহবিল পেয়েছে। ২০১৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত ১৩৯ প্রকল্পে অর্থায়ন করা হয়েছে। বিসিসিটিএফ থেকে প্রাপ্ত এই তহবিলের সর্বোচ্চ ৪২.৫ শতাংশ পেয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। এরপর রয়েছে যথাক্রমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ১৬.১৪ শতাংশ; স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় ১২.৯৮ শতাংশ; দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ৭.৩১ শতাংশ এবং কৃষি মন্ত্রণালয় ৫.২৫ শাতংশ (চিত্র-২)।

চিত্র ২: মন্ত্রণালয়/ সংস্থা ভিত্তিক বরাদ্দকৃত তহবিল

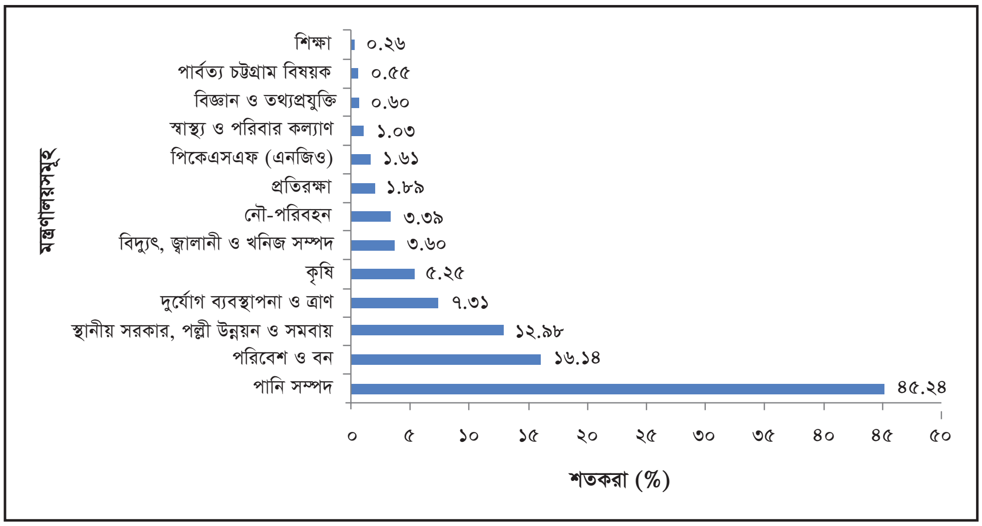

উৎস: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, এপ্রিল ২০১৩

তহবিল প্রাপ্ত আন্যান্য সংস্থা হচ্ছে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ৩.৬০ শতাংশ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ৩.৩৯ শতাংশ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ১.১৮ শতাংশ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ১.০৩ শতাংশ। এনজিও অর্থায়ন উইন্ডোর মাধ্যমে পিকেএসএফ পেয়েছে সর্বমোট অনুমোদিত তহবিলের ১.৬১ শতাংশ।

গবেষণা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত খাতে প্রতিষ্ঠানগুলো খুব কম পরিমাণ তহবিলই পেয়েছে (চিত্র-২)। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিভিন্ন খাতে পরিলক্ষিত হলেও গবেষণায় দেখা গেছে যে, নারী ও শিশুরা বিশেষভাবে ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠি যারা যে কোনো দুর্যোগের সময় এবং দুর্যোগ পরবর্তী কালে ভীষণভাবে দুর্ভোগের শিকার হয় (সিসিসি, ২০০৯)। কিন্তু বিপদাপন্ন এই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠিটির জন্য বিসিসিটিএফ থেকে খুব সামান্য অর্থই অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি জলবায়ু বিপন্ন এলাকা হচ্ছে উপকূলীয় এলাকা যেখানে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত দুর্ভোগ ও ক্ষয়-ক্ষতির হাত থেকে মানুষ ও তাদের জীবিকার সুরক্ষার জন্য বেড়িবাঁধ ও হালটগুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হলে কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিডব্লুডিবি বাঁধ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত। বিসিসিটিএফ-এর আওতায় বিডব্লুডিবি যে ৫৮টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে তার ৩৪টি-ই উপকূলবর্তী অঞ্চলে। তবে বেড়িবাঁধ ও ড্যাম নির্মাণ করতে যেয়ে সংরক্ষিত বন ধ্বংস ও নদীর প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে বিডব্লুডিবি এবং বন বিভাগের মধ্যে বিবাদের কারণে তিনটি প্রকল্পকে সমস্যাযুক্ত হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।[১১] পরবর্তীতে গণমাধ্যম ও বিশেষজ্ঞমহলের উদ্বেগের কারণে বিসিসিটিএফ কর্তৃপক্ষ এই তিনটি প্রকল্পের মধ্যে একটি স্থগিত করেছে।

অন্যদিকে, বিসিসিটিএফ থেকে প্রাপ্ত বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্র অনুযায়ী তহবিল বরাদ্দ থেকে দেখা যায় সর্বমোট বরাদ্দের সর্বাধিক ৫৪.৫৪ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে অবকাঠামো নির্মাণের জন্য, যার অধিকাংশই বাস্তবায়ন করছে বিডব্লুডিবি। বনায়নের মাধ্যমে প্রশমন, অভিযোজন ও কার্বনের পরিমাণ হ্রাসের জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ১৭. ৯৪ শতাংশ (চিত্র-৩)। পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ১০.৪৩ শতাংশ, আর সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জন্য দেয়া হয়েছে মোট বরাদ্দের ৭.৫৯ শতাংশ।

চিত্র ৩: বিসিসিটিএফ কর্তৃক বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্র অনুসারে তহবিল বরাদ্দ

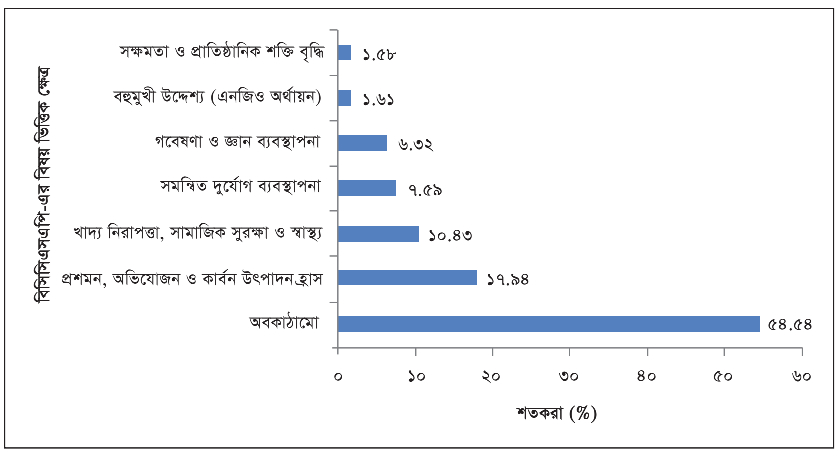

উৎস: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জুন ২০১৩

[১১]www.prothom-alo.com/detail/news/217417 এবং জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্পের গবেষণা দল কর্তৃক মাঠ পরিদর্শন এবং মুখ্য তথ্যদাতা সাক্ষাৎকার।

বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্রগুলো অনুসারে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে তহবিল ব্যবহারের দু'টি মূল ক্ষেত্র হচ্ছে অভিযোজন এবং প্রশমন। বিসিসিটিএফ-এর তহবিলের প্রায় ৭০ শতাংশ অভিযোজন কার্যক্রমের জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়েছে, আর প্রশমনে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে প্রায় ২২ শতাংশ। অবশিষ্ট ৮ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে গবেষণা, জ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা, সক্ষমতা ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমে (চিত্র-৩)। বিসিসিটিএফ-এর প্রকল্পগুলো খুব বেশিমাত্রায় অবকাঠামোগত অভিযোজন কেন্দ্রিক। কিন্তু, উপকূলবর্তী ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠির জীবিকার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য খাদ্য নিরাপত্তা এবং সামাজিক সুরক্ষা কেন্দ্রিক অভিযোজনের উপর যে পরিমাণ গুরুত্ব দেয়া উচিত ছিল বাস্তবে তা দেয়া হয়নি। ফলে অনেক মানুষ গৃহ ও কর্মসংস্থানহীন অবস্থায় নদীর তীরবর্তী বাঁধের উপর এখনো বসবাস করছে।[১২] বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা ও প্রতিরোধের জন্য গবেষণা পরিচালনা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি আবশ্যক যাতে করে নতুন ও উদ্ভাবনমূলক প্রকল্প হাতে নেয়া ও বাস্তবায়ন করা যায়। তা সত্ত্বেও, গবেষণা ও সক্ষমতাবৃদ্ধি -এই খাত দু'টি বিসিসিটিএফ-এর অধীনে তুলনামূলকভাবে কম গুরুত্ব পেয়েছে।

কর্মসূচি ভিত্তিক তহবিল বন্টন থেকে বিসিসিটিএফ-এর আওতায় অর্থায়নের অগ্রাধিকারগুলোর একটি চিত্র পাওয়া যায় (চিত্র ৪)। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে থেকে দেখা যায় নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত ৪৫ টি প্রকল্পে মোট তহবিলের সর্বোচ্চ ৩৫.২৬ শতাংশ (৬৭.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার) বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। বনায়ন ও পুনঃবনায়ন সংক্রান্ত প্রকল্পে দেয়া হয়েছে মোট বরাদ্দের ১০.০১ শতাংশ। অন্যদিকে বিসিসিআরএফ তার বরাদ্দের সর্বোচ্চ ৪০.৯৮ শতাংশ বরাদ্দ করেছে প্রশমন ও কার্বন হ্রাস (জ্বালানী ও বনায়ন) সংক্রান্ত প্রকল্পে (পরিশিষ্ট-১৯)। যেহেতু বাংলাদেশের অগ্রাধিকার হচ্ছে জলবায়ু অভিযোজনের জন্য বিনিয়োগ, সেহেতু এই বরাদ্দ বংলাদেশের জলবায়ু খাতে অগ্রাধিকারের সাথে সাংঘর্ষিক। অধিকন্তু, নদী ও খাল খনন ও পুনরুদ্ধার সংক্রান্ত অনুমোদিত ১২টি প্রকল্পে বিসিসিটিএফ থেকে তৃতীয় সর্বোচ্চ ৯.৫৫ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যার অর্থমূল্য প্রায় ১৮.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (চিত্র-৪, পরিশিষ্ট-৯)।

চিত্র ৪: বিসিসিটিএফ কর্তৃক কর্মসূচি ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ

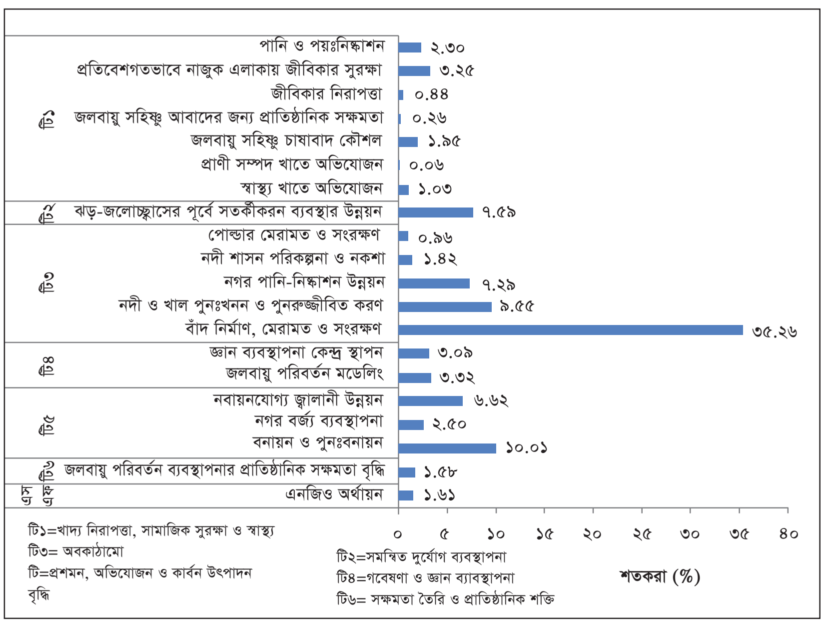

উৎস: টিআইবি'র গবেষকদের দ্বারা সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত, জুন ২০১৩

[১২] http://www.thedailystar.net/beta2/news/climate-gnaws-at-bangladesh/

চিত্র ৫: বিসিসিটিএফ প্রকল্পগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান[১৪]

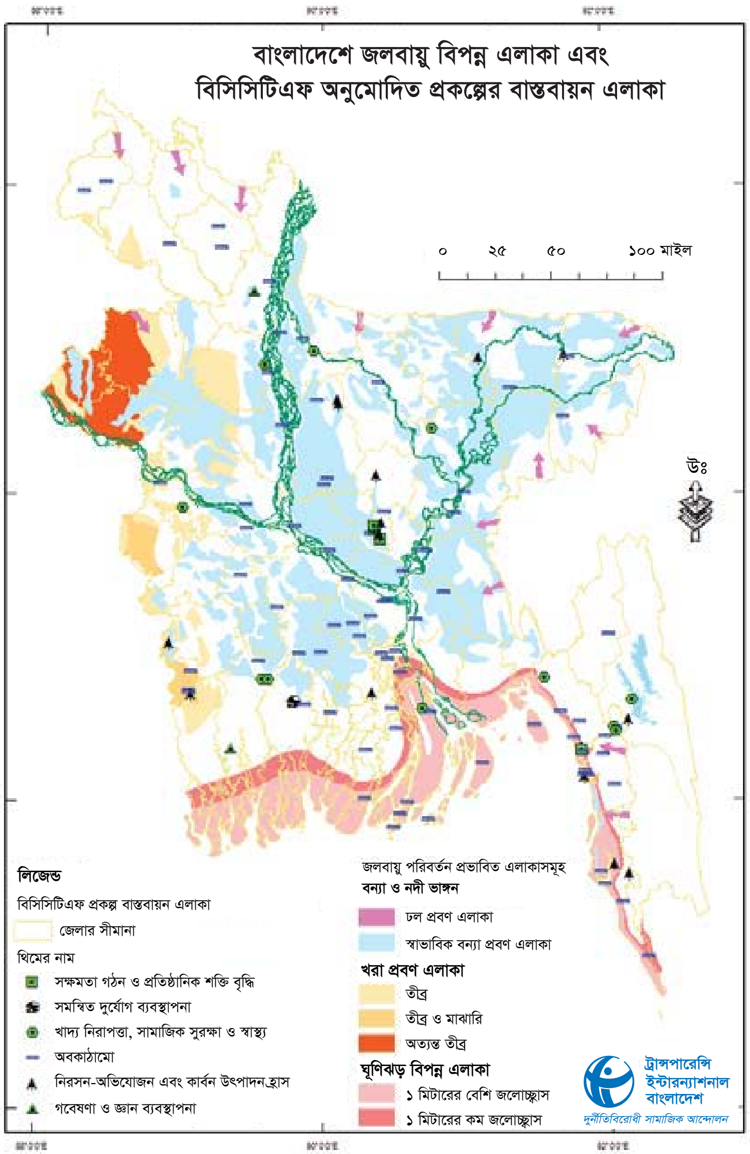

উৎস: বিসিসিটিএফ-এ জুন ২০১৩ পর্যন্ত অনুমোদিত প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে গবেষকদের দ্বারা প্রস্তুতকৃত, ২০১৩

[১৪] এই মানচিত্র ১৩৯টি প্রকল্পের মধ্যে যে ১১২টি প্রকল্পের ভৌগোলিক অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়েছে সেগুলো দেখানো হয়েছে। অন্যান্য প্রকল্পগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান নিরুপনযোগ্য না হওয়ায় সেগুলোর স্থানিক বিশ্লেষণ সম্ভব হয়নি।

উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ যে পরিমাণ গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপন্ন করে তা খুবই নগন্য যা বৈশ্বিক উৎপাদনের মাত্র ০.৩ শতাংশ (রিও, ২০০০)। আর এই কারণে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের দায় বাংলাদেশের উপর খুব কমই বর্তায়। তা সত্ত্বেও বিসিসিটিএফ থেকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ এবং বিসিসিআরএফ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ যাচ্ছে প্রশমন ও কার্বন উৎপাদন হ্রাস কর্মসূচি বিশেষত, বনায়ন, পুনঃবনায়ন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানী কর্মসূচিতে (চিত্র-৪)। যদিও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয় যে, বিসিসিটিএফ-এর ৭৭ শতাংশ প্রকল্পই অভিযোজন কেন্দ্রিক। আর যে সব প্রকল্প প্রশমন ও কার্বন উৎপাদন হ্রাস কর্মসূচির আওতায় পড়ে সেগুলোও বহুলাংশে অভিযোজন ও প্রশমনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। অধিকন্তু, প্রশমন কেন্দ্রিক প্রকল্পগুলো মূলত প্রশমন কর্মক্রমের মাধ্যমে গ্রীন হাউজ গ্যাস উৎপাদন হ্রাসের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে স্বতঃপ্রণোদিত প্রতিশ্রুতিরই বহিঃপ্রকাশ (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১৩)। অন্যদিকে, এ ধরনের প্রকল্প থেকে নিরসনের চেয়ে অভিযোজন সুবিধাই বেশি পাওয়া যায় বলে বিশ্বব্যাংক অভিমত দিয়েছে (বিশ্বব্যাংক, ২০১৩)। অথচ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, এ ধরনের প্রকল্পগুলো অভিযোজনে তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারে না।[১৩]

অধিকন্তু, এ ধরনের প্রকল্পগুলো অভিযোজন কার্যক্রমের অগ্রাধিকারের সাথে খুব একটা মেলে না। কাজেই, একদিকে ক্ষুদ্র অবকাঠামো ও বনায়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধির বর্তমান ধারা, অন্যদিকে ভুক্তভোগী জনগোষ্ঠির ক্রমবর্ধমান বিপন্নতার কারণে এখন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে যে, কার্বন উৎপাদন হ্রাসের জন্য আরও কর্মসূচি আদৌ দরকার আছে কিনা তা আরেক বার খতিয়ে দেখা। তাছাড়া, নির্মাণ খাতে বরাদ্দকৃত ক্ষুদ্র অঠকাঠামোগত অভিযোজন কার্যক্রমগুলো আশু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কতটুকু সহায়ক এবং জরুরী তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত। কারণ, এসব প্রকল্পের অনেকগুলোই এমন সব ভৌগোলিক এলাকায় বাস্তবায়িত হচ্ছে যেখানে ক্ষয়-ক্ষতি, ধ্বংসযজ্ঞ ও বিপন্নতা বিবেচনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ততটা তীব্র নয় (চিত্র-৫)। মানচিত্রে দেখা যায়, তীব্র খরা প্রবণ এলাকা, যেমন- রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও দিনাজপুর জেলা বিসিসিটিএফ থেকে কোনো প্রকল্প নেয়া হয়নি, যদিও এসব এলাকা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে খরা আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অধিকন্তু, এসব এলাকা বাংলাদেশের খাদ্য ভান্ডার হিসাবে পরিচিত এবং খাদ্য নিরাপত্তার লড়াইয়ে এসব অঞ্চলের অবদান বেশ উল্লেখযোগ্য। অন্যদিকে, বিসিসিএসএপি-তে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির উল্লেখ রয়েছে যেগুলো আরও মনযোগ পাওয়ার দাবি রাখে; বিশেষত, সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি।

চিত্র ৬: উপকূলীয় জেলাগুলোতে বিসিসিএসএপি-এর কর্মসূচি ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ

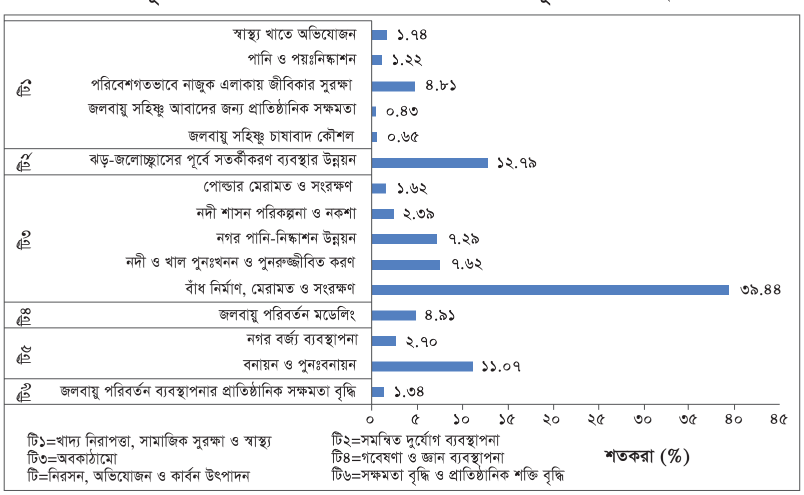

উৎস: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, জুন ২০১৩

[১৩] http://www.guardian.co.uk/global-development/poverty- atters/2011/jun/30/bangladesh-climate-change-loans

এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত বিসিসিটিএফ হতে উপকূলীয় জেলাগুলোতে ৭৪টি অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে মোট ১১৩.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর মধ্যে অবকাঠামো নির্মাণ খাত সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ পেয়েছে, যা উপকূলীয় অঞ্চলে বরাদ্দকৃত তহবিলের ৫৮.৪৫ শতাংশ (চিত্র-৬)। উল্লেখ্য, সর্বমোট ১৩৯টি প্রকল্পের মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগ পেয়েছে সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ১৮ টি প্রকল্প, যেখানে জন্য মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ২৪.১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ১৮টি প্রকল্পের মধ্যে ১২টি প্রকল্পই অবকাঠামো (টি৩) সংক্রান্ত (পরিশিষ্ট-১১)। বিসিসিটিএফ হতে প্রদত্ত মোট বরাদ্দের উপকূলীয় জেলাগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের ২১.৩৬ শতাংশ (৭৪টি প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত ১১৩.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে) এবং শুধুমাত্র চট্টগ্রাম জেলায় এই বরাদ্দ ছিল ১২.৬৭ শতাংশ। এনজিও এবং সিএসও সদস্যরা এরই মধ্যে এই মর্মে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, চট্টগ্রাম জেলায় বেশিমাত্রায় মনোযোগ দেয়া হয়েছে, অথচ সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ ও প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় সিডর এবং আইলা'তে বাগেরহাট, খুলনা এবং সাতক্ষীরা জেলার উপকূলবর্তী অঞ্চলের জনগণকে সবচেয় বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে, যেখানে আরো বরাদ্দ প্রদান করা উচিত ছিলো (ইআরডি, ২০০৮ এবং ইউএনডিপি, ২০০৯)। এগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি বিপন্ন জেলা প্রকল্প ও তহবিল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এখনও অবহেলার শিকার।[১৫] অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর ভৌগোলিক বিশ্লেষণ (Spatial analysis) থেকে চট্টগ্রাম, মাদারীপুর ও বরিশাল জেলায় অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের আধিক্য দেখা যায় (চিত্র-৫)।

বিসিসিআরএফ: বিসিসিআরএফ বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে বড় তহবিলগুলোর একটি। কিন্তু বিসিসিআরএফ-এর প্রকল্প নির্বাচন পদ্ধতি বেশ সময় সাপেক্ষ। বিশ্বব্যাংক এবং সরকারের মধ্যকার সমন্বয় নিয়েও বিশেষজ্ঞমহল এবং অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠির মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে।[১৬] বিসিসিআরএফ-এর মোট তহবিলের ৯০ শতাংশ সরকারি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য, বাকি ১০ শতাংশ এনজিও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য। ফেব্রুয়ারি ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১১ পর্যন্ত বিসিসিআরএফ-এর ব্যবস্থাপনা কমিটি পাঁচটি সভার মাধ্যমে ৪০টি প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা করেছে। দুই দফা প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বানের প্রতি সাড়া দিয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান এসব প্রস্তাব পেশ করেছিল (বিসিসিআরএফ, ২০১২)।

বিসিসিআরএফ হতে বরাদ্দকৃত তহবিলের মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বন্টন (অনুমোদিত প্রকল্পের ভিত্তিতে) থেকে দেখা যায় যে, কৃষি মন্ত্রণালয় পেয়েছে ৩২.৫৪ শতাংশ; আর পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পেয়েছে ২৩.৯৬ শতাংশ। অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পেয়েছে ১৭.০২ শতাংশ, সৌর-সেচ প্রকল্পের জন্য বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) পেয়েছে ১৭.০২ শতাংশ তহবিল। কম্যুনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্পের (সিসিসিপি) আওতায় এনজিওদের অর্থায়নের জন্য পিকেএসএফ পেয়েছে বিসিসিআরএফ-এর বরাদ্দকৃত তহবিলের ৮.৫১ শতাংশ (চিত্র-৭, পরিশিষ্ট-১৯)।

ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত বিসিসিআরএফ কর্তৃক সচিবালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য তহবিলসহ ১০টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর পাঁচটি প্রস্তুতি পর্যায়ে, তিনটি বাস্তবায়ন

[১৫] http://blog.bdnews24.com/dwipeeralo/136255
[১৬] http://www.bccrf-bd.org

চিত্র ৭: বিসিসিআরএফ হতে মন্ত্রণালয়/প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ

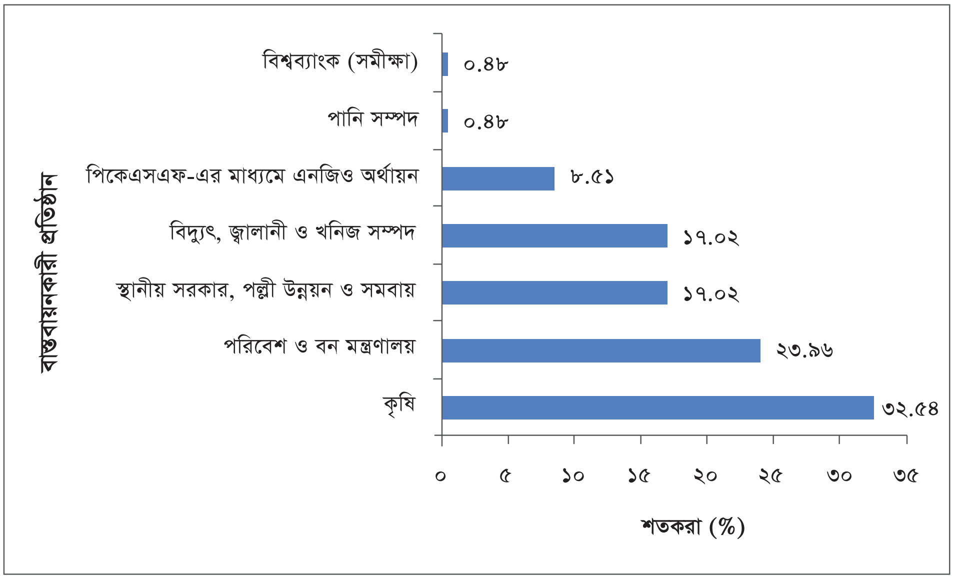

উৎস: বিসিসিআরএফ, জুন ২০১৩

পর্যায়ে এবং বাকি দু'টি বিশ্বব্যাংকের বিশ্লেষণ কার্যক্রমের অধীনে রয়েছে। প্রকল্পগুলোর জন্য অনুমোদন দেয়া হয়েছে মোট ১৪৬.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার ৯৫ শতাংশ অনুমোদন দেয়া হয়েছে ছয়টি প্রকল্পের জন্য। এছাড়া, প্রকল্প ও কর্মসূচির প্রশাসনিক ব্যয় বাবদ বরাদ্দ করা হয়েছে মোট ৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্য থেকে মাত্র ০.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হস্তান্তর করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-১২)। বিশ্বব্যাংক থেকে বলা হয় যে, এপ্রিল ২০১৩ পর্যন্ত বিসিসিআরএফ-এর চারটি প্রকল্প এবং ছয়টি বিশ্লেষণধর্মী সমীক্ষা বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পগুলোর মধ্যে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, পিকেএসএফ এর কম্যুনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্প (সিসিসিপি) এবং সচিবালয়ের ব্যয় নির্বাহের তহবিল বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন। বিসিসিআরএফ-র প্রথম প্রকল্প হিসাবে বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পটি ২০১১ সালের ১৯ মে অনুষ্ঠিত পরিচালনা কাউন্সিলের প্রথম সভায় অনুমোদিত হয়। এই প্রকল্পটির জন্য ২০১১ সালের আগস্ট মাসে ২৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থের একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্তমানে এই তহবিলটি বিশ্বব্যাংকের "Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)" নামক প্রকল্পে অতিরিক্ত অর্থায়ন হিসাবে প্রদান করা হচ্ছে। ইসিআরআরপি এর আওতায় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ও পুনর্বাসনের জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)-কে তহবিল প্রদান করা হচ্ছে (বিশ্বব্যাংক, ২০১২)। যদিও মাঠ পর্যায়ে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, কোন্ আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বিসিসিআরএফ-এর অনুদানে নির্মিত হচ্ছে আর কোন্ আশ্রয়কেন্দ্রগুলো ইসিআরআরপি-এর ঋণের টাকায় তৈরি হচ্ছে তা আলাদা করে বোঝার কোনো সুযোগ নেই।

এখানে উল্লেখ্য যে, জুন ২০১৩ পর্যন্ত কেবল বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, জলবায়ু সহনীয় বনায়ন ও পুনঃবনায়ন প্রকল্প এবং এনজিও ও সিএসওদের অর্থায়নের জন্য পিকেএসএফ-এর কম্যুনিটি ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয়তা কার্যক্রম এই তিনটি প্রকল্পের সারসংক্ষেপই সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়েছে। বিসিসিআরএফ-এর ওয়েব পোর্টালে[১৭] প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত সার, প্রেক্ষাপট, সর্বশেষ হালনাগাদ তথ্যাবলী, প্রকল্পের শিরোনাম, অনুমোদিত তহবিলের পরিমাণ, বাস্তবায়নকারী সংস্থার নাম বিদ্যমান। ইতোপূর্বে, টিআইবি বিশ্বব্যাংক-কে প্রকল্পের অনুমোদিত নথিপত্রের জন্য অনুরোধ করেছিল। কিন্তু, প্রথম দিকে বিশ্বব্যাংক এই অনুরোধে কোনো সাড়া দেয়নি এবং সরকারি অনুমতি ছাড়া প্রকাশ করা যাবে না বলে কিছু কিছু তথ্য প্রদানে অপারগতা প্রকাশ করেছে। পরবর্তীতে বিশ্বব্যাংক টিআইবির উদ্যোগে আয়োজিত উন্নয়ন সহযোগীদের একটি পরামর্শ সভায় যোগদান করে এবং টিআইবি'র নিরলস এ্যাডভোকেসি কার্যক্রমের ফলে হালনাগাদ আর্থিক তথ্য ও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রদান করে। যদিও বিসিসিআরএফ-এর অন্তবর্তীকালীন সচিবালয় হিসাবে বিশ্বব্যাংক প্রকল্প সম্পর্কিত বেশকিছু তথ্য (অনুমোদিত প্রকল্প প্রস্তাব, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা, পূর্ণাঙ্গ বাজেট ইত্যাদি) এবং টিওআর প্রকাশ করেনি। অধিকন্তু, প্রকল্পের অগ্রাধিকারে ক্ষেত্র নির্ধারণ, প্রকল্প নির্বাচন ও ব্যয় নির্ধারণের প্রক্রিয়া সম্পর্কেও কোনো তথ্য জনগণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়নি।

বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ হতে পিকেএসএফ কর্তৃক প্রাপ্ত তহবিলের ব্যবহার

বিসিসিটিএফ থেকে পিকেএসএফ: বিসিসিটিএফ, বিসিসিটি (সাবেক সিসিইউ) গঠনের পর এনজিও, সিএসও এবং থিঙ্ক ট্যাংকগুলোর নিকট থেকে প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করে। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর বিভিন্ন সংস্থা প্রস্তাব পেশ করে। ২০১১ সালে বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ড ৫৩টি এনজিও-প্রকল্পকে প্রাথমিক অনুমোদন প্রদান করে। কিন্তু, পরবর্তীতে এনজিও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ও অনিয়মের সংবাদ প্রকাশিত হলে বিভিন্ন এনজিও ও সংসদীয় স্থায়ী কমিটির উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২০১১ সালের আগস্টে নির্বাচিত এনজিও-গুলোর তহবিল ছাড় স্থগিত করে।[১৮]

এরপর ২০১১ সালের নভেম্বরে সংক্ষিপ্ত এক নোটিশের মাধ্যমে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ১৩১ টি এনজিও-র মধ্য থেকে অর্থায়নের জন্য প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা, অনুমোদন ও বাতিল এবং পূর্বে স্থগিত করা প্রকল্পগুলো সম্পর্কে তদন্ত প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য পিকেএসএফ-কে নিয়োগ করে। কথা ছিল যে, পিকেএসএফ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে তদন্ত প্রতিবেদন পেশ করবে, কিন্তু অদ্যাবধি এরকম কোনো প্রতিবেদন সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি। উল্লেখ্য যে, নভেম্বর ২০১১-এর আগে বিসিসিটিএফ কর্তৃপক্ষেরই উল্লেখিত কাজগুলো করার কথা ছিল।

৩০ এপ্রিল ২০১২ পর্যন্ত বিভিন্ন এনজিও/সিএসও মোট ৫,০০০-এর বেশি প্রকল্প প্রস্তাব পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়। এগুলোর মধ্যে বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ড ১৩১টি প্রস্তাব পর্যালোচনা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য পিকেএসএফ বরাবর পাঠিয়েছিল।[১৯] এর মধ্যে কিছু প্রকল্প চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। সর্বশেষ তথ্য মতে, পিকেএসএফ ৬৩টি প্রকল্পকে অর্থায়নের জন্য নির্বাচন করে (পিকেএসএফ, ২০১২)। পিকেএসএফ কর্তৃক নির্বাচিত এসব এনজিও নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে আবারও নানা ধরনের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। নির্বাচিত এনজিও-গুলোর অধিকাংশেরই

[১৭] http://www.bccrf-bd.org
[১৮] http://www.prothom-alo.com/detail/news/140885
[১৯] পিকেএসএফ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য বিবরনী, ২০১৩। অন্যদিকে টিআইবি'র সাথে আলোচনায় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ১১৫ টি প্রকল্প প্রস্তাব পিকেএসএফএর কাছে পর্যালোচনার জন্য পাঠানোর কথা জানায়, জুন ২০১২।

জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা নেই।[২০] এনজিওদের দাখিল করা ৫,০০০ প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনায় এবং তার মধ্য হতে মাত্র ১৩১টি প্রস্তাব নির্বাচনে কোন মানদণ্ড/প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়েছে তাও স্পষ্ট নয়। যে ১৩১ টি প্রকল্প প্রস্তাব নির্বাচন করা হয়েছে সেগুলো পূর্বের বিতর্কিত ৫০০০ প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্য থেকেই নির্বাচন করা হয়েছে নাকি পরে তহবিল প্রত্যাশীদের মধ্যথেকে জমাকৃত নতুন প্রকল্প প্রস্তাব থেকে গ্রহণ করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। পিকেএসএফ-এর তরফ থেকে চূড়ান্ত নির্বাচিত প্রকল্পগুলো সম্পর্কে এখন পর্যন্ত কোনো তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। ইতোমধ্যে নাগরিক সমাজের একটি অংশ পিকেএসএফ-কে নিয়োগ দেয়ার সিদ্ধান্তটি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কেননা, পিকেএসএফ মূলত ক্ষুদ্রঋণ কেন্দ্রিক একটি শীর্ষস্থানীয় প্রতিষ্ঠান, জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্প পরিচালনার কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠানটির নেই। অধিকন্তু, পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ডের একজন সদস্য হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় স্বার্থের দ্বন্দ্ব (conflicts of interest) সৃষ্টির আশঙ্কা থেকেই যায়।

অধিকন্তু, পিকেএসএফ-এর টিওআর, এনজিও-গুলোর তালিকা, প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা, অনুমোদন ও বাতিলের প্রক্রিয়া এবং এ যাবৎ হস্তান্তরিত তহবিলের পরিমাণ ইত্যাদি সম্পর্কে খুব কম তথ্যই সাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে, ২০১২ জুনে পিকেএসএফ এনজিও প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিসিসিটিএফ হতে তহবিলের প্রথম কিস্তি গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে, বিসিসিটিএফ থেকে মোট ৬৩টি প্রকল্পে বরাদ্দের পরিমাণ ৩.০৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বিসিসিটিএফ কর্তৃক মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ১.৬১ শতাংশ। তবে এনজিও প্রকল্প সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে[২১] বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত পিকেএসএফ ৫৫টি প্রকল্পের জন্য মোট ২.৪৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন করেছে। বিষয় ভিত্তিক খাত অনুযায়ী, খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য খাতে দেয়া হয়েছে ০.৯৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সমপরিমাণ অর্থের ২২টি প্রকল্প। এই অর্থ এনজিওদের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের শতকরা ৩৮.৪৮ ভাগ। সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা'র সাতটি প্রকল্পে সর্বাধিক ০.৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করা হয়েছে যা মোট অর্থের ২৪.১৬ শতাংশ। প্রশমন এবং কার্বন উৎপাদন হ্রাসের জন্য ০.৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা ছিল পিকেএসএফ কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের ২১.১৭ শতাংশ (পিকেএসএফ, ২০১২)।[২২]

বিসিসিআরএফ হতে পিকেএসএফ: তহবিল পরিচালনাকারী সংস্থা হিসাবে পিকেএসএফ ১২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের কম্যুনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্প (সিসিসিপি) শুরু করেছে। সিসিসিপি-র জন্য পিকেএসএফ-এ একটি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সিসিসিপি-র আওতায় তিনটি অংশে (component) তহবিল প্রদান করা হবে, এগুলোর মধ্যে মোট তহবিলের ১০.৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কম্যুনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রকল্পে (লবনাক্ততা, বন্যা এবং খরা প্রবণ এলাকায় এনজিও প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য), ০.৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, জ্ঞান ব্যবস্থাপনায় এবং ১.৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রকল্প ব্যবস্থাপনার জন্য ব্যয় হবে (পিকেএসএফ, ২০১২)। ইতোমধ্যে পিকেএসএফ এনজিওদের থেকে প্রকল্প প্রস্তাব আহ্বান করেছে।

পিপিসিআর, জিইএফ, সিডিএম এবং এলডিসিএফ: বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকের (এমডিবি) সহযোগিতায় এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী বিশেষত সিডা (কানাডীয়), ইউএনডিপি এবং

[২০] http://www.prothom-alo.com/detail/date/2012-12-08/news/311487
[২১] সম্প্রতি আটটি নতুন প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে। কিন্তু, এসব প্রকল্প সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। কাজেই এখানে ৫৫টি প্রকল্পের ভিত্তিতেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে।
[২২] টিআইবি গবেষক দল কর্তৃক তথ্য অধিকার আইন ব্যবহার করে পিকেএসএফ নিকট থেকে প্রাপ্ত তালিকার ভিত্তিতে বিশ্লেষণটি করা হয়েছে।

ডিএফআইডি'র ঘনিষ্ঠ সম্পৃক্ততায় পিপিসিআর বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের পিপিসিআর দু'টি মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে; যেখানে প্রথম মেয়াদের লক্ষ্য ছিল জলবায়ু সহনীয়তার কৌশলগত কর্মসূচি (এসপিসিআর) তৈরির মধ্যমে বিনিয়োগ কর্মসূচির অগ্রাধিকার কার্যক্রম চিহ্নিত করা। বাংলাদেশ পিপিসিআর-এ অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হওয়ার পর ২০১২ সালে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীর নেতৃত্বে প্রথম মেয়াদের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। পিপিসিআর-এর দ্বিতীয় মেয়াদ বাস্তবায়ন পর্যায় নামে পরিচিত। এ পর্যায়ে এসপিসিআর-এর আওতায় কৌশলগত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবসমূহকে বহু-পরিমাপক ভিত্তিক বিশ্লেষণ (multi criteria analysis) করে তার আলোকে বাংলাদেশ সরকার পিপিসিআর কর্মসূচিকে উপকূলীয় জেলাগুলোতে কেন্দ্রীভূত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই কারণে, দ্বিতীয় মেয়াদে পিপিসিআর অন্যান্য অঞ্চলে তার কার্যক্রম সঙ্কুচিত করে এনে উপকূলীয় অঞ্চলে আরো বেশি কেন্দ্রিভূত করে (সিআইএফ, ২০১২)।

খসড়া এসপিসিআর নিয়ে সলাপরামর্শ এবং তা চূড়ান্ত করার জন্য ২২ আগস্ট থেকে ২ সেপ্টেম্বর ২০১০ পর্যন্ত থেকে দ্বিতীয় যৌথ মিশন অনুষ্ঠিত হয়। খসড়া প্রতিবেদনটিতে তিনটি বিনিয়োগ প্রকল্প ও দু'টি কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প চিহ্নিত করা হয়। এছাড়াও ২০১২ সালে আরো দুটি প্রকল্প অনুমোদিত হয় । এসব প্রকল্পের মধ্যে দু'টি কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প সম্প্রতি আরম্ভ হয়ে চলমান রয়েছে (পরিশিষ্ট-১৩, ১৪)। বর্তমানে উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন ও বনায়ন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ বিশ্বব্যাংকের অধীনে বাস্তবায়িত হওয়ার কথা। এই কাজটি শেষ হলেই বিনিয়োগ প্রকল্পগুলো হাতে নেয়া হবে। পিপিসিআর-এর সব প্রকল্পই বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বাস্তবায়িত হবে।

দ্বিতীয় যৌথ মিশনে এসপিসিআর-এর বিনিয়োগ কর্মসূচি হতে অনুদান হিসাবে মোট ৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ছাড় প্রদানের ভিত্তিতে ঋণ (concessional loan) হিসাবে ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রদানের জন্য আবেদন করা হয়। এসপিসিআর-এর বিনিয়োগ কর্মসূচিতে এডিবি ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়ন থেকে প্রত্যাশিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৪৫০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশি। তবে অন্যান্য সহযোগীদের নিকট থেকেও অতিরিক্ত তহবিল পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে (সিআইএফ, ২০১১)। পিপিসিআর প্রকল্পগুলো অভিযোজন কেন্দ্রিক ঋণ প্রকল্প; এই ঋণ ৪০ বছরে পরিশোধযোগ্য (বিশ্বব্যাংক, ২০১২)। ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসাবে বাংলাদেশ এনেক্স-১ দেশগুলোর নিকট থেকে ঋণের পরিবর্তে শুধুমাত্র অনুদান পাওয়ার অধিকার রাখে। কিন্তু, কিছু কিছু পিপিসিআর প্রকল্পের অর্থায়ন করা হবে ঋণের টাকায়। এ কারণে সিএসও-গুলো উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যে, পিপিসিআর প্রকল্পের নামে এমডিবিগুলো আসলে জলবায়ু খাতে বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের উপর ঋণ চাপিয়ে দিচ্ছে। অর্থাৎ, জলবায়ু খাতে পিপিসিআর ঋণ সহায়তা বাংলাদেশের নাগরিকদের উপর দ্বিগুণ বোঝা তৈরির সম্ভাবনা রয়েছে।

২০১৩ সালের জুন পর্যন্ত মোট সাতটি প্রকল্পে ৩২.৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদিত হয়েছে, অথচ তহবিল হস্তান্তর করা হয়েছে মাত্র ০.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর হিসাব অনুযায়ী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় পেয়েছে ৯৭.৮ শতাংশ তহবিল। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরকে সাথে নিয়ে অবশিষ্ট তহবিল পেয়েছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং কৃষি মন্ত্রণালয়। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোতে অনুদান হিসাবে অর্থায়ন করবে পিপিসিআর, আর বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো সম্মিলিতভাবে বিশ্বব্যাংক, এডিবি এবং আইএফসি-র সহযোগিতায় তহবিল সংগ্রহ করবে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশ জিইএফ-এর সহায়তাপুষ্ট অভিযোজন ও প্রশমন কেন্দ্রিক কতগুলো প্রকল্প পেয়েছে। ২০০০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশকে পাঁচটি প্রকল্পের বিপরীতে মোট ২০.৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যার মধ্যে এযাবৎ ১৬.০১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার হস্তান্তর করা হয়েছে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পেয়েছে তহবিলের ৬১.১২ শতাংশ। যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় যথাক্রমে ২৩.০৫ এবং ১৫.৮৩ শতাংশ তহবিল পেয়েছে (চিত্র ৮, পরিশিষ্ট ১৫)।

চিত্র ৮: জিইএফ হ'তে বাংলাদেশে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ

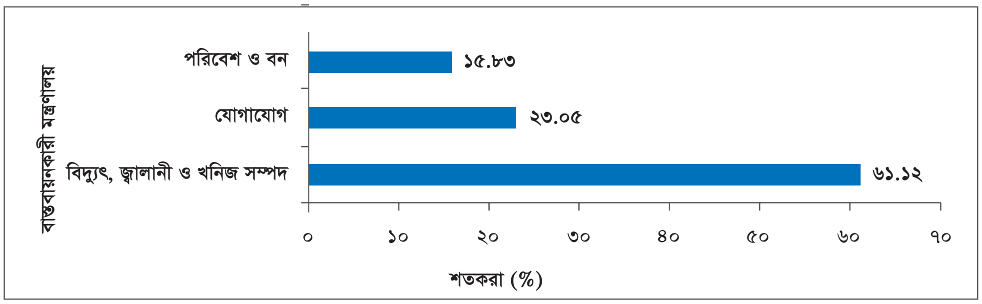

উৎস: ক্লাইমেট ফান্ডস্ আপডেট, জুন ২০১৩

যদিও গ্রীন হাউজ গ্যাস নিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশের আইনগতভাবে বাধ্যবাধক কোনো লক্ষ্যমাত্রা নেই, তবুও বাংলাদেশ জ্বালানী সাশ্রয়কারী বিভিন্ন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে বিনিয়োগ করছে। ইউএনএফসিসিসি-র নির্বাহী বোর্ডে সিডিএম প্রকল্পগুলো অনুমোদিত হওয়ার পর বাংলাদেশ সিইআর (Certified Emission Reduction) অর্থাৎ নির্গম হ্রাস স্বীকৃতি অর্জন করতে পারে এবং কিয়োটো চুক্তির অধীন যেসব উন্নত দেশের গ্রীন হাউজ গ্যাস নির্গমন কমানোর আইনগত বাধ্যবাধকতা রয়েছে তাদের কাছে এই সিইআর বিক্রয় করতে পারে, যাতে তারা তাদের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমের চাহিদা মিটিয়েও লক্ষ্যমাত্রার ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। এটি বাংলাদেশকেও সর্বাধুনিক জ্বালানী সাশ্রয়ী ও পরিবেশ বান্ধব প্রযুক্তি গ্রহণে সহায়তা করবে। এ কারণে বাংলাদেশ কিছু ক্ষুদ্র সিডিএম প্রকল্পের জন্য নিবন্ধন নিয়েছে। যদিও বাংলাদেশের মত বিপন্ন দেশগুলোর জন্য সিডিএম থেকে তহবিল পাওয়া সচারাচর বেশ কঠিন। কিন্তু চীন, ভারত ও ব্রাজিলের মত দেশ এই ব্যবস্থাটাকে বেশ ব্যাপকভাবে কাজে লাগাচ্ছে (আহমদ, ২০১১)। বাংলাদেশ এ পর্যন্ত নয়টি সিডিএম প্রকল্পের অনুমোদন লাভে সমর্থ হয়েছে, যার মধ্যে বর্জ্য খাতে দু'টি (কম্পোস্ট তৈরি এবং বর্জ্য থেকে বিদ্যুৎ), বনায়ন ও পুনঃবনায়নের জন্য একটি, জ্বালানী সাশ্রয়ের ক্ষেত্রে দু'টি (উন্নত রন্ধন-চুলা এবং ৩০ মিলিয়ন সিএএল বিতরণ), নাবায়নযোগ্য জ্বালানীর জন্য তিনটি (অফ-গ্রীড এলাকাগুলোতে সোলার হোম সিস্টেম-এর জন্য দু'টি এবং সোলার লণ্ঠন বিতরণের জন্য একটি) এবং ইটের ভাটাগুলোর জন্য জ্বালানী সাশ্রয়ী উন্নত চিমনি তৈরির জন্য একটি প্রকল্প রয়েছে (সাদেক আহমেদ, ২০১১)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশের সিডিএম প্রকল্পগুলোর বিবরণ এবং অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা সম্ভবপর হয়নি, কারণ কিছু কিছু প্রকল্প এখনও প্রস্তুতির পর্যায়ে রয়েছে। পাশাপাশি সিডিএম-এর কিছু কিছু বাস্তবায়িত/চলমান প্রকল্পের সাথে জিইএফ-এর দ্বৈত গণনা (double counting) বিদ্যমান এবং কোনো কোনো উন্নয়ন সহযোগী দেশ জিইএফ-কে সিডিএম তহবিল হিসাবে

রিপোর্ট করছে, যদিও প্রকল্পগুলো ওডিএ হিসাবে প্রাথমিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে।[২৩] গুরুত্বের সাথে লক্ষ্যণীয় যে, বাংলাদেশে সিডিএম প্রকল্পগুলোতে বেসরকারি খাতের বিশেষত ম্যানুফেকচারিং শিল্পের আধিপত্য দেখা যায় (পরিশিষ্ট-১৬)। তবে এ ক্ষেত্রে, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডও বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর একটি (সিডিএম, ২০১৩)।

সিডিএম ও জিইএফ ছাড়াও বাংলাদেশ এলডিসিএফ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করছে। লক্ষণীয় যে, এলডিসিএফ-এর প্রকল্পগুলোর একটিকে কাজে লাগানো হয়েছে জাতীয় অভিযোজন কার্যক্রম কর্মসূচি (নাপা) প্রণয়নে। বস্তুত, এলডিসিএফ-এর প্রকল্পগুলোর সব ক'টিই অভিযোজন কেন্দ্রিক এবং এই প্রকল্পগুলোর একমাত্র বাস্তবায়নকারী হচ্ছে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (পরিশিষ্ট-১৭)। বাংলাদেশে এ যাবৎ এলডিসিএফ-এর প্রকল্পগুলোর জন্য মোট ৯.১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যদিও তহবিল ছাড় দেয়া হয়েছে মাত্র ৩.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ক্লাইমেট ফান্ডস্ আপডেট, ২০১৩)।

দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু তহবিল (জাপান-এর এফএসএফ): ফার্স্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স (এসএসএফ) এর আওতায় জাপান-এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ এ পর্যন্ত চারটি দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু প্রকল্পের অর্থ পেয়েছে। প্রকল্পগুলোর জন্য ২৮৪.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অনুমোদন দেয়া হয়েছে, যদিও তহবিল ছাড় দেয়া এখনও আরম্ভ হয়নি। অনুমোদিত প্রকল্পগুলোর মধ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় তহবিল প্রাপ্তিতে শীর্ষে রয়েছে; এই মন্ত্রণালয় খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষের (খুলনা ওয়াসা) জন্য মোট ১৩৬.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাওয়ার কথা, যা এফএসএফ থেকে অনুমোদিত মোট তহবিলের ৪৮.১৪ শতাংশ (চিত্র-৯, পরিশিষ্ট-১৮)।

চিত্র ৯: জাপানের এফএসএফ থেকে প্রাপ্ত তহবিলের মন্ত্রণালয়/সংস্থা ভিত্তিক বরাদ্দ

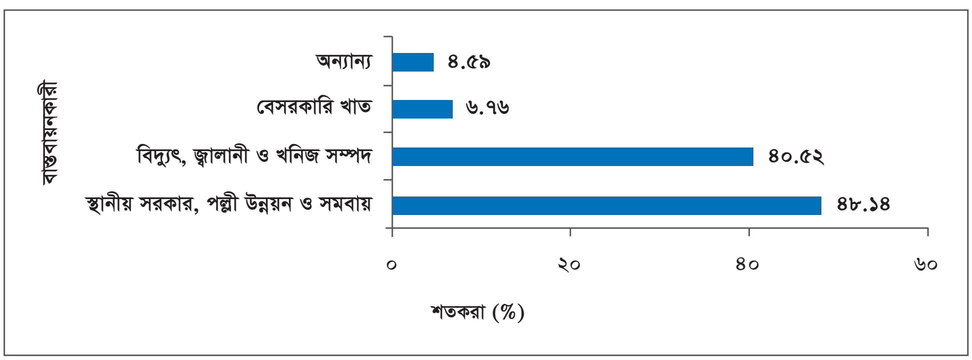

উৎস: ক্লাইমেট ফান্ডস্ আপডেট, জুন ২০১৩

এছাড়া বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় পেয়েছে ৪০.৫২ শতাংশ তহবিল। উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে, জাপানের এফএসএফ-ই প্রথম জলবায়ু অর্থ যা বেসরকারি খাতে নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ-এর জন্য প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই কোম্পানীটি জাপানি এফএসএফ-এর মোট তহবিলের ৬.৭৬ শতাংশ পেয়েছে। অবশিষ্ট ৪.৫৯ শতাংশ তহবিলকেও অনুমোদিত হিসাবে দেখানো হয়েছে, কিন্তু এর বাস্তবায়নকারী সংস্থা সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি (ক্লাইমেট ফান্ডস্ আপডেট, ২০১৩)।

[২৩] 'বাংলাদেশে ইট তৈরিতে চিমনির কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি' হচ্ছে একটি প্রকল্প যেটিকে জিইএফ ট্রাস্ট ফান্ডে এবং সিডিএম-এর প্রকল্পগুলোর মধ্যে দেখানো হয়েছে। সিডিএম থেকে অনুমোদিত যে কয়টি প্রকল্পের তালিকা পাওয়া গেছে তা পরিশিষ্ট-১৬ তে দেয়া হল।

বাংলাদেশে সর্বোচ্চ জলবায়ু তহবিল গ্রহণকারী এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ

অনুমোদিত প্রকল্পের ভিত্তিতে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়কে বাংলাদেশে সর্বোচ্চ জলবায়ু তহবিল ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই মন্ত্রণালয় ২১৮.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পেয়েছে, যা মোট জলবায়ু তহবিলের ৩১.৯২ শতাংশ। বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় ১৫৯.২৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ মোট অর্থের ২৩.৩১ শতাংশ পেয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ স্থানে রয়েছে। এছাড়া, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় যথাক্রমে ১২.৭৩ এবং ১১.৫৫ শতাংশ তহবিল পেয়েছে (চিত্র-১০, পরিশিষ্ট-১৯)।

চিত্র ১০: বাংলাদেশে সর্বমোট জলবায়ু তহবিলের মন্ত্রণালয়/সংস্থা ভিত্তিক বরাদ্দ

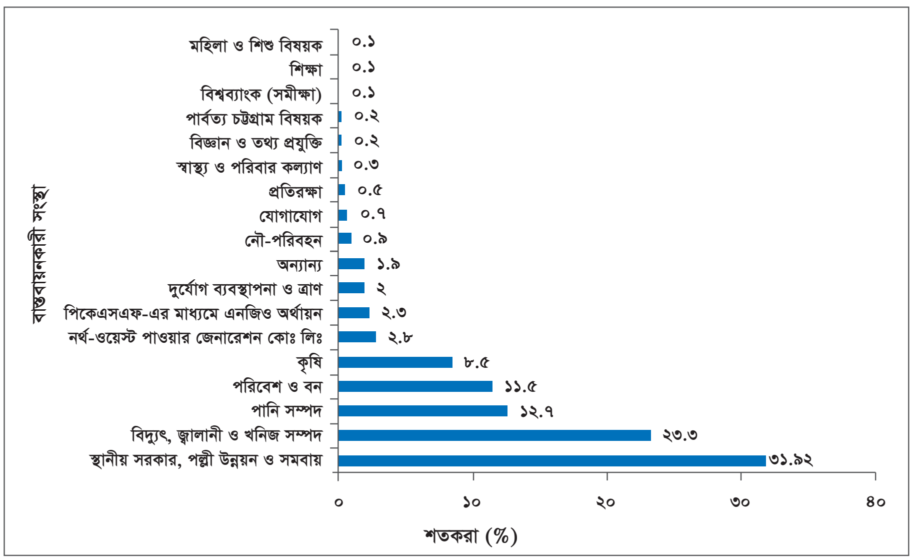

উৎস: টিআইবি'র সিএফজিপি গবেষকবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, জুন ২০১৩

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলো আকারে ছোট কিন্তু সংখ্যায় বেশি এবং বিভিন্ন দূর্গম ও বিচ্ছিন্ন এলাকায় বাস্তবায়ন হচ্ছে। তবে প্রকল্পগুলো নিয়ে দুর্নীতি ও অর্থ-আত্মসাতের অভিযোগ থাকায় কিছুটা উদ্বেগ ও চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান।[২৪] অন্যদিকে, বিভিন্ন তহবিলের ফোকাল পয়েন্ট এবং জলবায়ু তহবিলের ব্যবহারকারী হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের কাঠামোগত দুর্বলতা, লোকবলের অভাব, সক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও প্রশিক্ষিত জলবলের ঘাটতি, আইনগত কর্তৃত্বে অস্পষ্টতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে দায়িত্বের মধ্যে দ্বৈততা ও অনিশ্চয়তা বিদ্যমান (টিআইবি, ২০১২)। বিসিসিটিএফ-এর অর্থে অন্যান্য মন্ত্রণালয় পরিচালিত অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্পেও দুর্নীতি ও অর্থ আত্মসাতের অভিযোগও রয়েছে (টিআইবি, ২০১২)।[২৫] তহবিলের অন্য যেসব ব্যবহারকারী অভিযোজন ও প্রশমন সংক্রান্ত প্রকল্পের জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ পেয়েছে তারা হচ্ছে কৃষি মন্ত্রণালয়, বেসরকারি কোম্পানী (বিদ্যুৎ খাতে), পিকেএসএফ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়।

[২৪] http://www.prothom-alo.com/detail/date/2012-08-01/news/278463

তহবিলের উইন্ডোগুলোর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের জলবায়ু অর্থায়নকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, বাস্তবায়নকারী সংস্থা এবং অর্থায়নের মাধ্যম নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগী, এমডিবি ও অন্যান্য সংস্থার ভিন্ন ভিন্ন পছন্দ রয়েছে। দেখা গেছে যে, বিসিসিআরএফ, পিপিসিআর, এফএসএফ, জিইএফ এবং এলডিসিএফ-এর মত অধিকাংশ বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু তহবিলের প্রধান বাস্তবায়নকারী সংস্থা হচ্ছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। অনুমোদিত প্রকল্পের হিসাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ পিপিসিআর ৯৭.৮ শতাংশ, জাপানের এফএসএফ-এর ৪৮.১৪ শতাংশ, বিসিসিআরএফ-এর ১৭.০২ শতাংশ এবং বিসিসিটিএফ-এর ১২.৯৮ শতাংশ তহবিল পেয়েছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। অন্যদিকে সর্বোচ্চ পরিমাণ জিইএফ-এর ৬১.১২ শতাংশ এবং বিসিসিআরএফ-এর ১৭.০২ শতাংশ তহবিল পেয়েছে বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়।

চিত্র ১১: তহবিলের উৎসভেদে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থ প্রাপ্তি

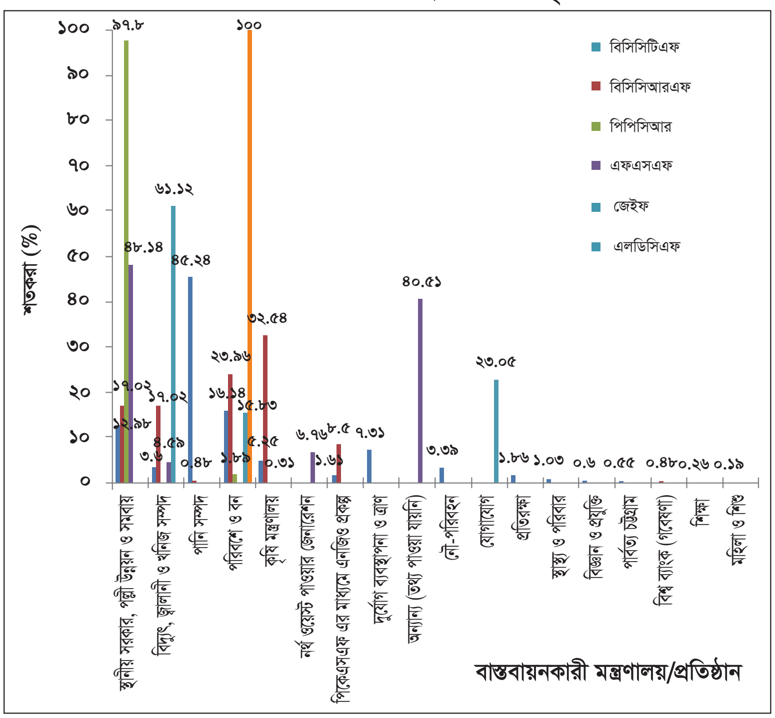

উৎস: টিআইবি'র সিএফজিপি গবেষকবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, জুন ২০১৩

উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে যেসব বহুপাক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক তহবিল আসছে সেগুলো বিসিসিটিএফ এর মত ছোট ছোট প্রকল্পে না দিয়ে তুলানমূলক বড় ধরনের প্রকল্পে অনুমোদন করা হয়েছে। অন্যদিকে, জাতীয় জলবায়ু অর্থায়নকারী উইন্ডো হিসাবে বিসিসিটিএফ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং এলজিআরডি মন্ত্রণালয়ের ছোট ছোট প্রকল্পে বিরাট অঙ্কের অর্থ বরাদ্দ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো বিসিসিটিএফ-এর মোট তহবিলের যথাক্রমে ৪৫.২৪, ১৬.১৪ এবং ১২.৯৮ শতাংশ লাভ করেছে (চিত্র-১১, পরিশিষ্ট-১৯)।

[২৫] http://www.prothom-alo.com/detail/date/2012-08-01/news/278464

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ এবং পরিচালনা পর্ষদ/কমিটিসমূহ হচ্ছে প্রকল্প সমন্বয় এবং কার্যকরের ফোকাল পয়েন্ট। বিসিসিটি পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ভেতরেই অবস্থিত, যা জলবায়ু সংক্রান্ত প্রকল্পগুলো সমন্বয় ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। ইউএনএফসিসিসি-র অধীনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের সাথে সঙ্গতি রক্ষার দায়িত্বও পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যাস্ত। এ ছাড়াও, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় যোগাযোগ কৌশল তৈরি, জাতীয় অভিযোজন কর্মসূচি কার্যক্রম প্রণয়ন, সিডিএম প্রকল্পের অনুমোদন, আন্তর্জাতিক সমঝোতায় অংশগ্রহণ এবং সকল খাতে জলবায়ু পরিবর্তনকে সমন্বিত করতে সহায়তা করার দায়িত্ব পালন করে থাকে। জাতীয়ভাবে প্রকল্প সমন্বয় ও বাস্তবায়নের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ উইং রয়েছে। সেগুলো হলো- বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) এবং জলবায়ু পরিবর্তন সেল (সিসিসি)। পরিবেশ অধিদপ্তরে কমপ্রিহেনসিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি)-এর অধীনে সিসিসি প্রতিষ্ঠিত (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১২)। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষত, জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকল্পে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং দেশের পরিবেশ রক্ষা ও ব্যবস্থাপনার জন্য নীতিমালা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পরিবেশ অধিদপ্তরের উপর অর্পিত (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১৩)। বিসিসিটি ছাড়াও, পরিবেশ ও বন বিষয়ক সংসদীয় কমিটি এবং জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ (এপিপিজিসিসি) জলবায়ু অর্থায়নের নজরদারিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পলন করে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিবেশ বিষয়কে মূলধারায় সম্পৃক্ত করার জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিগত উদ্যোগ গ্রহণের পক্ষে কথা বলে থাকে। এই গ্রুপ আইন প্রণেতা, স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, জনমত গঠনকারীবৃন্দ, ব্যবসায়ী মহল এবং এনজিওদের মধ্যে যোগাযোগের কাজ করে থাকে; যাতে করে অভিযোজন এবং টেকসকই জলবায়ু শাসন ব্যবস্থার জন্য যে ধরনের সমন্বিত প্রতিক্রিয়া ও কার্যক্রম প্রয়োজন সেগুলোর ব্যাপারে ধারণা এবং গুরুত্বপূর্ণ স্টেইকহোল্ডারদের মধ্যে সমন্বয় আরও সমৃদ্ধ হয়।

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি): ২০১৩ সালের জানুয়ারিতে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট (বিসিসিটি)'[২৬] শিরোনামে এক প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) প্রতিষ্ঠা করে। ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট অ্যাক্ট ২০১০ অনুযায়ী বিসিসিটি পরিচালিত হয়। উল্লেখ্য যে, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় পরিচালিত "জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি" নামক প্রকল্পটি রূপান্তরিত হয়ে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট (বিসিসিটি) হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। ইতোপূর্বে আলাদা একটি 'জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট' (সিসিইউ) বিসিসিটিএফ-এর ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করত। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প হিসাবে এই ইউনিট ১০ জুন ২০১০ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে এবং ২৩ মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত বিসিসিটিএফ-এর ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন করে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১৩)। পরবর্তীতে এটিই বিসিসিটি নাম ধারণ করে এবং বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কর্মকান্ডের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন এবং একটি সংস্থা হিসাবে সমন্বয়ের কাজ করে থাকে।

বিসিসিটি-তে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মীবাহিনী রয়েছে। একে শক্তিশালী এবং আরও কার্যকর করার জন্য জাতীয় পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ নিয়োগের বিধানও রয়েছে। বিসিসিটিএফ প্রকল্পগুলো উপকূলীয় অঞ্চল, খরাপ্রবণ এলাকা, বন্যা কবলিত এলাকা, পাহাড়ি এলাকা ও চরাঞ্চলে পানি, কৃষি, বন, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি নিয়ে কাজ করছে। বিসিসিটি'র কর্মকর্তা কর্মচারীরা এই প্রকল্পগুলোর সমন্বয় সহ অন্যান্য আনুসঙ্গিক কাজ করছে। যদিও বিসিসিটি-এর স্টাফরা বিসিসিটিএফ প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করবে এমন কোনো বিধান নেই। অন্যদিকে এই ইউনিট প্রকল্প প্রস্তাবের কারিগরি দিক পর্যালোচনাকারী কারিগরি কমিটির সাথে বিসিসিটিবির সমন্বয় সাধনের কাজ করে থাকে। প্রকল্প মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার জন্য বাস্তাবয়নকারী সংস্থাগুলো বিসিসিটি

[২৬] পরিচালনা বিধি, ২৪ জানুয়ারি ২০১৩

এবং বিসিসিটিবি-র নিকট প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। যদিও মাঠ পর্যায়ে যাতায়াত এবং পরিবীক্ষণ সম্পর্কে ধারণা না থাকলে এসব দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রকল্পের উপাদান এবং বিষয়ভিত্তিক কাজের অগ্রগতি চিহ্নিত করা ছাড়া আর কিছু করা সম্ভবপর নয়। অথচ বিসিসিটিএফ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, ব্যয়িত অর্থের বিপরীতে সর্বোচ্চ ফলাফল (value for money) নিশ্চিত করাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বিসিসিটি অবশ্য ইতোমধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন থেকে অর্জিত শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় করে কিছু কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইআইএ ব্যতিরেকে বিডব্লিউডিবি কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন করায় যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি বিসিসিটিএফ কর্তৃপক্ষ বিডব্লিউডিবি'র সব প্রকল্পেই ইআইএ বাধ্যতামূলক করেছে। বিসিসিটিএফ কর্তৃপক্ষ প্রকল্প দাখিলের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করার জন্য সরকারি সংস্থাগুলোকে নিয়ে কর্মশালার আয়োজনও করেছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বিসিসিটি এমন বেশকিছু প্রকল্প চিহ্নিত করেছে যেগুলোর বাস্তবায়নের অগ্রগতি উল্লেখযোগ্য নয়। বিসিসিটি বিসিসিটিএফ ছাড়াও বিসিসিআরএফ এবং পিপিসিআর-এর সমন্বয়ের কাজ করার কথা।

বিসিসিটিএফ: প্রকল্প প্রণয়ন পর্যায়ে বিসিসিটিএফ-এর কারিগরি কমিটি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বিসিসিটি-এর কর্মচারিবৃন্দ সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বর্তমানে বিসিসিটি নামে পরিচিত সাবেক সিসিইউ পরিবেশগত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে কাজ করার জন্য এবং বিসিসিটিএফ-এর প্রাতিষ্ঠানিক কলা-কৌশলে সহায়তা প্রদানের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সচিবালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। অনুমোদিত নীতিমালা এবং দিকনির্দেশনাসমূহ অনুযায়ী প্রকল্প বাস্তবায়নে দক্ষতা নিশ্চিত করা প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোরই দায়িত্ব। বিসিসিটি-র কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কেবল কারিগরি কমিটিকে দাপ্তরিক সহযোগিতা এবং বিসিসিটিবি-কে যথোপযুক্ত প্রকল্প প্রস্তাব যাচাই-বাছাই এবং নির্বাচনে সহযোগিতা প্রদান করার দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে প্রধান করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) গঠনের একটি বিধানও রয়েছে। যেসব প্রকল্পের অনুমোদিত খরচ পাঁচ কোটি টাকা বা ০.৬৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি সেগুলোর ক্ষেত্রে একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠনেরও প্রয়োজন হয়। তাছাড়া বাস্তবায়নকারী সংস্থা, বিসিসিটি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, অল পার্টি পার্লামেন্টারি গ্রুপ অন ক্লাইমেন চেঞ্জ (এপিপিজিসিসি) এবং অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট গোষ্ঠি জলবায়ু অর্থায়নে চলমান বা বাস্তবায়িত প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং ফলাফল সম্পর্কে মত বিনিময় এবং এ সম্পর্কিত বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে আলোচনার আয়োজন করে থাকে।

বিসিসিআরএফ: পরিচালনা কাউন্সিল এবং ব্যবস্থাপনা কমিটিকে সহায়তা প্রদান এবং বিসিসিআরএফ-এর দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে বিসিসিআরএফ-এর একটি সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করার কথা। এর প্রধান হবেন একজন যুগ্ম সচিব বা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা যাতে বিসিসিআরএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত সব প্রকল্পে সচিবালয়টি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এই সচিবালয় বিশ্বব্যাংক টিমের সহযোগিতায় পরিচালনা কাউন্সিল এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির জন্য এজেন্ডা এবং সভার বিভিন্ন নথিপত্র তৈরি করবে (এথেনা, ২০১০)। বিশ্বব্যাংক টিমের সহযোগিতায় বিসিসিআরএফ-এর কর্মপরিকল্পনা ও বাজেট তৈরি করা সচিবালয়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হিসাবে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া, সচিবালয়কে এডভোকেসি, যোগাযোগ এবং সমন্বয়ের কাজও করতে হবে। সচিবালয় যেসব কাজে সহযোগিতা করবে সেগুলো হলো:

- প্রতিটি অনুমোদিত অনুদানের বিষয়ে আলাদাভাবে বিশ্বব্যাংকের সাথে একত্রে কাজ করা;
- বাস্তবায়নকারী এনজিও সংস্থাগুলোর সাথে প্রয়োজন মোতাবেক লিয়াজোঁ রক্ষা করা;
- তহবিলের দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ীত্ব নিশ্চিত করা এবং প্রয়োজনে পরামর্শক নিয়োগ করা;
- বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক বিনিয়োগ ক্ষেত্রের জন্য তহবিলের সার্বিক সমন্বয় সাধন করা;
- অন্তবর্তী কাল শেষ হলে বিশ্বব্যাংকের নিকট থেকে আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সার্বিক দায়-দায়িত্ব বুঝে নেয়া।

বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ অফিস ২০১৭ সালের জুন পর্যন্ত বিসিসিআরএফ-এর ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন ছাড়াও এর অন্যান্য কাজগুলো হচ্ছে কারিগরি ও পরামর্শ সেবা প্রদান, জ্ঞান বিস্তার কর্মসূচি, প্রশাসন, প্রকল্প প্রণয়ন, যাচাই ও তত্ত্বাবধান, ক্রয় কার্যক্রমে সহযোগিতা, তহবিল ছাড়ের উপযুক্ততা নির্ধারণ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা।

পিপিসিআর, জিইএফ, সিডিএম এবং এলডিসিএফ: বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী বিশেষত, কানাডীয় সিডা, ইউএনডিপি এবং ডিএফআইডি'র সাথে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে পিপিসিআর-এর ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বিডব্লুডিবি, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিরি), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, এলজিইডি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বন অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রভৃতি তহবিল লাভকারী সরকারি প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যৌথভাবে কাজ করে থাকে। বিসিসিটি-র অধীন সুনির্দিষ্ট একটি প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটি (পিএসসি) পিপিসিআর কার্যক্রমের সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে থাকে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম সচিব প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। বিসিসিটি-কে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে সক্ষম করে তোলার জন্য পিএসসি-কে বিভিন্ন কারিগরি সহযোগিতা দেয়া হয়।

পিপিসিআর-এর জন্য বিসিসিটি যেসব দায়িত্ব পালন করে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে জলবায়ু সংক্রান্ত সব ধরনের সরকারি নীতি পর্যালোচনা এবং যথোপযুক্ত সংশোধনী প্রস্তাব করা, জাতীয় ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রণয়নে জলবায়ু পরিবর্তনকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে উন্নততর অভিযোজন নিশ্চিত করার জন্য সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সুবিন্যস্ত কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়নের কাজেও এটি নিয়োজিত (পিপিসিআর, ২০১০)। প্রাতিষ্ঠানিক বিন্যাস অনুযায়ী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং অর্থ মন্ত্রণালয় পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় রক্ষা করে থাকে (পরিশিষ্ট-৬); বৈশ্বিকভাবে, সিডিএম এর নির্বাহী বোর্ড, জিইএফ কাউন্সিল, জিইএফ এজেন্সিসমূহ, বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকসমূহ হচ্ছে সমন্বয় এবং কার্যকরে প্রধান ভূমিকা পালনকারী। আর দেশের অভ্যন্তরে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো এ ব্যাপারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বহুপাক্ষিক উন্নয়ন ব্যাংকসমূহ এবং জিইএফ তাদের বিভিন্ন এজেন্সি'র মাধ্যমেও সিডিএম, জিইএফ এবং এলডিসিএফ-এর অর্থায়ন করে থাকে। এমডিবি এবং জিইএফ-এর এজেন্সি হিসাবে বিশ্বব্যাংক ও ইউএনডিপি তহবিলগুলো সমন্বয় এবং কার্যকর করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। পাশাপাশি বাস্তবায়নকারী সরকারি সংস্থাগুলোও তাদের নিজেদের বিভিন্ন ব্যবস্থা কাজে লাগিয়ে সমন্বয় ও কার্যকর করার জন্য কাজ করে থাকে।

মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রণ (সিএন্ডএজি), পরিকল্পনা কমিশনের আইএমইডি, সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ) এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো নিজেরাই হচ্ছে বাংলাদেশে সরকারি অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্পে অর্থায়ন পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন এবং সত্যতা যাচাইয়ে মূল ভূমিকা পালনকারী। সিএন্ডএজি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নিরীক্ষা-প্রতিষ্ঠান। সংবিধান সিএন্ডএজি-কে সব ধরনের সরকারি তহবিলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রদান করেছে বিধায় সিএন্ডএজি জলবায়ু অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর আর্থিক নিরীক্ষা, নিয়মানুবর্তিতা (compliance) নিরীক্ষা, কর্ম (performance) নিরীক্ষা এবং পরিবেশগত নিরীক্ষা পরিচালনার দায়িত্বও এর ওপর ন্যস্ত। সিএন্ডএজি সম্প্রতি সমাপ্ত কয়েকটি সরকারি প্রকল্প নিরীক্ষা করে সংসদে পেশ করার জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রতিবেদন হস্তান্তর করেছে (ওসিএজি, ২০১৩)। অন্যদিকে, ক্রয় পরিবীক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে সিপিটিইউ'র উপর (প্রবাহচিত্র-২)। পাশাপাশি বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ, পিপিসিআর এবং অন্যান্য জলবায়ু তহবিলের নিরীক্ষণ, পর্যালোচলনা ও যাচাইয়ের জন্য পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, বিসিসিটি, পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক এবং তৃতীয়পক্ষ হিসাবে ভূমিকা পালনকারী সংগঠনগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থা রয়েছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে একটি দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক/এসিসি) রয়েছে। আইন অনুযায়ী, কমিশন দুর্নীতির আখড়া এবং ঝুঁকিতে থাকা ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে তদন্ত ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম হাতে নিয়ে দুর্নীতি দমনে কাজ করে। দুদক একটি স্বাধীন, স্ব-নিয়ন্ত্রিত এবং নিরপেক্ষ সত্তা হিসাবে জাতিসংঘ দুর্নীতি বিরোধী সনদের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করে দুর্নীতি বা তহবিল তসরুপের সাথে জড়িত কর্মকর্তাদেরকে "দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪" এবং "দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭" (১৯৪৭ সালের ২নং আইন)-এর আওতায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করে শাস্তি প্রদান করতে পারে। জলবায়ু অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রেও এই আইনগুলো প্রযোজ্য।[২৭]

বিসিসিটিএফ: বিসিসিটিএফ প্রকল্পগুলোকে ঠিকাদার ও পরামর্শক নিয়োগ, দরপত্র আহ্বান ও মালামাল ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন ২০০৬ এবং সরকারি ক্রয় বিধিমালা ২০০৮ মেনে চলতে হয়। রাজস্ব বাজেটের ক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো হিসাব রক্ষণের জন্য সরকারি পদ্ধতি অনুসরণ করে। কর্মশালা, সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিদ্যমান বিধিমালা ও প্রবিধানসমূহ মেনে চলার পাশাপাশি অর্থ মন্ত্রণালয়ের জারি করা পরিপত্রগুলোকেও গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিতে হয়। বিসিসিটিএফ-এর প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো নির্দিষ্ট ফরমেটে মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক আর্থিক অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং সেই সাথে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বিসিসিটি-র নিকট পেশ করে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো নিজেদের কাছেও এই প্রতিবেদন সংরক্ষণ করে। আর্থিক প্রতিবেদনে প্রকল্পের আইটেম অনুযায়ী মূলধনী ও রাজস্ব ব্যয়ের হিসাব অন্তর্ভূক্ত থাকে। পক্ষান্তরে, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে থাকে প্রধান প্রধান কাজ, কর্ম পদ্ধতি, কাজের ফলাফল এবং এ যাবৎ সাধিত অগ্রগতির বিবরণ। তহবিলের ২য়, ৩য় বা ৪র্থ কিস্তি ছাড় প্রদানের অনুরোধপত্র অবশ্যই পূর্ববর্তী কিস্তির অগ্রগতির প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত থাকে। বাস্তবায়নকারী সংস্থাকে ৩০ জুনের পূর্বে প্রকল্প পরিচালক এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অবহিত করে নির্ধারিত ফরমেটে অর্থবছরের বার্ষিক অগ্রগতির প্রতিবেদন বিসিসিটি-র নিকট পেশ করে। এতে ব্যয়িত এবং অব্যয়িত অর্থের বিস্তারিত বিবরণ থাকে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১২)।

[২৭] http://www.acc.org.bd//

উল্লেখ্য, প্রয়োজন হলে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় প্রকল্পগুলোর প্রাথমিক নিরীক্ষা করার জন্য একটি কমিটি গঠন করতে পারে, অথবা বাহিরের কোনো ফার্ম দিয়েও নিরীক্ষা করাতে পারে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১২)। এছাড়া, প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা স্থানীয় কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও যাচাই করে থাকে। অন্যদিকে, যে কোনো ধরনের আর্থিক দায়-দেনার জন্য প্রকল্প পরিচালক/বাস্তবায়নকারী সংস্থা/মন্ত্রণালয় দায়বদ্ধ থাকেন। প্রকল্প সমাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিসিসিটি-র নিকট প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন পেশ করেন। বিসিসিটি প্রতিবেদনটি নিজে পর্যলোচনা করে এবং প্রতিবেদনের উপর আইএমইডি'র মতামত নিয়ে বিসিসিটিবি-র নিকট পেশ করে। এনজিও অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে পিকেএসএফ বিসিসিটিএফ-র সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প এবং কর্মসূচির প্রতিবেদন বিসিসিটির-র নিকটি পেশ করে এবং ট্রাস্টি বোর্ডের কাছে দায়বদ্ধ থাকে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়, ২০১২)। একজন যুগ্ম সচিবের তত্ত্বাবধানে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় টিম প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ করে। অবশ্য এটা স্পষ্ট নয় যে, পিকেএসএফ-এর অধীনে পরিচালিত বিসিসিটিএফ-এর সহায়তাপুষ্ট এনজিও প্রকল্পগুলোর নিরীক্ষা ও পরিবীক্ষণ কীভাবে সম্পন্ন হবে। এনজিও অর্থায়নের ক্ষেত্রে বিসিসিটি-র দায়িত্ব সম্পর্কে এখনও কোনো দিক নির্দেশনা নেই।

বিসিসিআরএফ: বিসিসিআরএফ-এর সচিবালয়ের ভূমিকা এবং সমন্বয়কারী হিসাবে দায়িত্ব পালন করে থাকে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়। এছাড়া, প্রয়োজন বোধে প্রকল্পের কার্যক্রমের দিক নির্দেশনা প্রদান এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সমন্বয় রক্ষার জন্য বিশ্বব্যাংকেরও একটি টিম রয়েছে। একটি মধ্যবর্তী সংস্থা হিসাবে দ্বিপাক্ষিক জলবায়ু তহবিল পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন এবং যাচাইয়ে বিশ্বব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি, সরকারি বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলো কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদনগুলোকে বার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য বিশ্বব্যাংক সেগুলো পর্যালোচনা এবং সমন্বিত করে থাকে। অধিকন্তু, প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর নিজস্ব ব্যবস্থাও রয়েছে। সিএন্ডএজি-র মত সর্বোচ্চ ও স্বাধীন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা কোনো চার্টার্ড একাউনট্যান্টের অডিট ফার্ম অথবা বাংলাদেশে দাতাগোষ্ঠির অর্থায়নে পরিচালিত সকল প্রকল্প নিরীক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত বৈদেশিক সহায্যপুষ্ট প্রকল্প নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ফাপাদ)-কে নিরীক্ষার জন্য মেনে নেয়ার ব্যাপারে বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার উভয়েই সম্মত হয়েছে (বিসিসিআরএফ, ২০১০)। পিকেএসএফ-এর অধীনস্থ এনজিও প্রকল্পগুলো সিএন্ডএজি কর্তৃক নিরীক্ষিত হবে। সেইসাথে, বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশের সরকারের পরস্পর সম্মত নীতিমালা অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন ও যাচাই কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন (ওসিএন্ডএজি, ২০১৩)। তাছাড়াও বিশ্বব্যাংক তৃতীয় পক্ষ নজরদারি করে।

পিপিসিআর, জিইএফ, সিডিএম এবং এলডিসিএফ: পিপিসিআর, জিইএফ, সিডিএম এবং এলডিসিএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প/কর্মসূচিগুলো বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান করে। প্রকল্পগুলোর তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন তৈরির জন্য সহযোগী দেশগুলো এবং এমডিবিদের দ্বারা সমর্থিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের কতগুলো নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানটি প্রকল্পের নিয়মিত পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন এবং প্রকল্পের ফলাফল নির্ধারণ সহ বিশ্বব্যাংকের কাছে প্রতিবেদন পেশের জন্য একটি নির্বাহী সংস্থাকে নির্ধারণ ও নিয়োগ করে। প্রকল্পের শুরুতে প্রারম্ভিক অবস্থার (baseline) প্রতিবেদন, মধ্যমেয়াদী প্রতিবেদন এবং প্রকল্প শেষে প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন হিসাবে এই প্রতিবেদনগুলো পেশ করা হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়। কাজেই, বাংলাদেশে বাস্তবায়নকারী সংগঠন ও সংস্থাগুলোই হচ্ছে প্রকল্পগুলোর মূল প্রতিবেদন পেশকারী ইউনিট। দেশীয় পর্যায়ে প্রতিবেদনগুলো সমন্বিত করার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বিভিন্ন কমিটি ও সাব-কমিটিতে সেগুলো পেশ করার কাজে নেতৃত্ব প্রদান করে বিশ্বব্যাংক, অন্যান্য এমডিবি এবং ইউএনডিপি।

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি): বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিসহ সরকারি খাতের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের কেন্দ্রীয় ও প্রধান সংগঠন হচ্ছে বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ

ও মূল্যায়ন বিভাগ বা আইএমইডি (আইএমইডি, ২০১২)। গাইডলাইন অনুযায়ী, আইএমইডি প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার দায়িত্বে নিয়োজিত। বিসিসিটিএফ প্রকল্পের ক্ষেত্রে, সমাপ্ত প্রকল্পগুলো নিরীক্ষণের জন্য বিসিসিটি আইএমইডি-কে অনুরোধ করেছে এবং এ যাবৎ বিসিসিটিএফ-এর সহায়তাপুষ্ট চারটি প্রকল্প পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য আইএমইডি-র নিকট পাঠানো হলেও এ বিষয়ে কোন নিদিষ্ট ইউনিট না থাকায় অন্যান্য উন্নয়ন প্রকল্পের ধারাবাহিক নিরীক্ষার ন্যায় এগুলো নিরীক্ষার অপেক্ষায় রয়েছে। এটা নিশ্চিত করা বলা সম্ভব নয়, কবে নাগাদ এসব প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাওয়া সম্ভব হবে, ক্ষেত্রবিশেষে নিরীক্ষায় ২-৩ বছরও লেগে যেতে পারে (মূখ্য তথ্যদাতা, ২০১৩)।

মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএন্ডএজি): মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (সিএন্ডএজি) বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত সর্বোচ্চ নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান। সিএন্ডএজি অফিস স্বাধীন, এটি কোনো কর্তৃপক্ষের অধীনস্থ নয়। নিরীক্ষার প্রয়োজনে সব ধরনের নথিপত্রে প্রতিষ্ঠানটির অভিগম্যতা রয়েছে। সিএন্ডএজি বিভিন্ন সরকারি অফিস, সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থায় ব্যয় নিরীক্ষণ এবং ব্যয়ের বিপরীতে প্রাপ্ত ফলাফলের মূল্যায়ন এবং গুণগত মান নিশ্চিত করার দায়িত্ব প্রাপ্ত (ওসিএজি, ২০১২)। বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প নিরীক্ষা অধিদপ্তরের মতে, বিদেশী সাহায্যে পরিচালিত সরাকারি খাতের সব উন্নয়ন এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ও কর্মসূচি সিএন্ডএজি-এর বৈদেশিক সহায্যপুষ্ট প্রকল্প নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ফাপাদ)-এর নিরীক্ষার আওতাধীন। সংবিধান অনুযায়ী সিএন্ডএজি বাংলাদেশ সরকারের হিসাব রক্ষণের রীতি ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে।

বিসিসিটিএফ বা বিসিসিআরএফ এর হিসাব রক্ষণ এবং প্রতিবেদনের পদ্ধতি সম্পর্কেও সিএন্ডএজি'র সাথে পরামর্শ করতে হয়। কাজেই, সরকারের আর্থিক নিরীক্ষাকারী সংগঠনগুলোর ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে সিএন্ডএজি বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর সব ধরনের আর্থিক নথিপত্র নিরীক্ষা করে। সিএন্ডএজি বিসিসিটিএফ-এর প্রকল্পগুলো নিরীক্ষা করে ট্রাস্টি বোর্ডের নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন পেশ করে। সম্প্রতি সিএন্ডএজি, বিসিসিটিএফ এর আওতায় বাস্তবায়িত কিছু প্রকল্পের নিরীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে (সাক্ষাৎকার, ২০১৩)। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে পরিচালিত সকল প্রতিষ্ঠান এবং প্রকল্প স্থানীয় ও রাজস্ব নিরীক্ষা অধিদপ্তর (এলআরএডি)-এর নিরীক্ষার আওতায় পড়ে এবং এলআরএডি-র মহাপরিচালক কর্তৃক নিরীক্ষিত হয়। পাশাপাশি সিভিল অডিট অধিদপ্তরের মতে, সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পগুলোর সব হিসাব নিরীক্ষণ এবং সেই সাথে সকল সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্প নিরীক্ষাও সিএন্ডএজি-র দায়িত্ব (ওসিএজি, ২০০০)। এখানে উল্লেখ্য যে, কোনো বেসরকারি অডিট ফার্ম কোনো প্রকল্প নিরীক্ষা করার পরও সিএন্ডএজি তার সাংবিধানিক ক্ষমতা বলে সেই প্রকল্প নিরীক্ষা করতে পারে যা জলবায়ু তহবিলে পরিচালিত প্রকল্পগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কাজেই, বেসরকারি ফার্ম কর্তৃক নিরীক্ষা সিএন্ডএজি-র নিরীক্ষার বিকল্প হতে পারেনা (ওসিএজি, ২০১৩)।

সেন্ট্রাল প্রকিউরমেন্ট টেকনিক্যাল ইউনিট (সিপিটিইউ): পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)-এর একটি ইউনিট হিসাবে সিপিটিইউ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নীতি, আইন ও বাস্তবায়ন ম্যানুয়েল প্রণয়ণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। এ কারণে, বিসিসিটিএফ, বিসিসিআর, পিপিসিআর অথবা অন্য যে কোনো দ্বিপাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক উৎস থেকে তহবিল আসুক না কেন, সিপিটিইউ সরকারি ক্রয় আইন অনুসরণ করে তহবিলের উৎস নির্বিশেষে সব সরকারি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে। ক্রয় বিধিমালা অনুযায়ী সিপিটিইউ দৈবচয়নের ভিত্তিতে জলবায়ু অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের ব্যাখ্যা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত টেন্ডার অর্ডার, এডভাইস এবং নথিপত্র যাচাই (crosscheck) করে। কিন্তু বিসিসিআরএফ-এর অর্থায়নপুষ্ট প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোকে বিশ্বব্যাংকের নির্ধারিত ক্রয় নীতিমালা মেনে চলে হয়, যা জাতীয় অর্থ ব্যবস্থার নৈতিকতা পরিপন্থী।

অধ্যায় ৮: উপসংহার

বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সর্বাধিক ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর অন্যতম। এরকম একটি দেশ হিসাবে অ্যানেক্স ভূক্ত দেশগুলোর নিকট থেকে জলবায়ু তহবিল দাবি করার বৈশ্বিক দরকষাকষির ক্ষেত্রগুলোতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব রয়েছে। কারণ, অভিযোজন, প্রশমন ও অন্যান্য খাতে বাংলাদেশের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কানকুনে শত কোটি ডলারের যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে সেটি প্রথমবারের মত উন্নত দেশগুলোকে পূরণের জন্য একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিয়েছিল। কিন্তু অ্যানেক্স ভূক্ত দেশগুলো এখনও তাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেনি। কারণ, বাংলাদেশের মত জলবায়ু বিপন্ন দেশগুলোর জন্য খুব কম তহবিলই আহরণ করা হয়েছে। দেখা গেছে যে, বাংলাদেশ এফএসএফ এবং পিপিসিআর থেকে বেশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ প্রতিশ্রুতি পেলেও বাস্তবে তহবিল প্রদানের পরিমাণ এখনও খুবই স্বল্প। অধিকন্তু, বাংলাদেশ অভিযোজন তহবিল (এএফ) থেকে কোনো অর্থ পায়নি। অথচ, এ তহবিলে উন্নত দেশগুলো উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এরকম একটি প্রেক্ষাপটে, বাংলাদেশ সরকার যথেষ্ট সাহসিকতার সাথে রাজস্ব বাজেট থেকেই বিসিসিটিএফ-এর জন্য অর্থ ব্যয় করেছে, যা এখনও বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জলবায়ু তহবিল। কিন্তু সংশয় হচ্ছে, যেখানে একদিকে অ্যানেক্স ভূক্ত দেশগুলো প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জলবায়ু তহবিল প্রদানে ব্যর্থ হচ্ছে, আর অন্যদিকে সীমিত পরিমাণ জাতীয় বাজেট থেকে ব্যয়ের অঙ্ক দিন দিন বেড়ে চলেছে সেখানে বাংলাদেশ কতদিন এই বাড়তি ব্যয়ভার বহন করতে পারবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে টিকে থাকতে পারবে। কাজেই, জলবায়ু অর্থায়ন ফলপ্রসূ করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী এবং মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আরও সমন্বিত ও তড়িৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ আবশ্যক হয়ে পড়েছে।

অবশ্য, প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের বেশ ভালো কিছু নীতি রয়েছে। যদিও সমন্বয় ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও সততাসহ বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান। বাস্তবায়িত ও চলমান প্রকল্পগুলো সম্পর্কে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এবং বিশ্বব্যাংক কর্তৃক সীমিত তথ্য প্রকাশ, পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন, যাচাই এবং তথ্য প্রচারের অপর্যাপ্ততাকে এডভোকেসি এবং যোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া বিসিসিটিএফ এবং পিকেএসএফ-এর মধ্যকার টিওআর/কর্ম প্রক্রিয়া, নির্বাচন/বাতিল প্রক্রিয়া, প্রকল্পের অগ্রগতি/মূল্যায়ন প্রতিবেদন, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রকল্পের ইআইএ প্রতিবেদন, প্রকল্প নির্বাচন/বাতিলে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা, ট্রাস্টি বোর্ড/পরিচালনা কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্ত, নিরীক্ষা, তদারকি সংক্রান্ত প্রতিবেদন, নিয়মিত আর্থিক বিবৃতি/অডিট রিপোর্ট ইত্যাদি খুব কমই প্রকাশ করা হয়। প্রকল্প নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী পর্ষদগুলো কোনো প্রকল্প অনুমোদন না করলে আবেদনকারী সংস্থার পক্ষে তার কারণ জানার কোনো সুযোগ নেই (টিআইবি, ২০১২)। এছাড়া যে বিষয়টি বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রতিবেদনে যে বিষয়গুলো চ্যালেঞ্জ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা হলো-

সঠিক ক্ষেত্রে জলবায়ু তহবিল বিনিয়োগ

- বাস্তবায়নে ভূমিকা পালনকারী হিসাবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় শীর্ষ স্থানে রয়েছে। এই সংস্থাগুলো বিসিসিএসএপি-র আওতায় বিভিন্ন বিষয়-ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্র অবকাঠামো নির্মাণ ও বনায়ন সম্পর্কিত প্রশমন প্রকল্পেই সবচেয়ে বেশি তহবিল ব্যয় হচ্ছে। অথচ, জলবায়ু প্রকল্প বাস্তবায়নের কৌশল ও সক্ষমতা কোন মন্ত্রণালয়ের সবচেয়ে বেশি রয়েছে তা যাচাই করার কোনো ব্যবস্থা নেই।
- নারী ও শিশুরা সর্বাধিক জলবায়ু বিপন্ন জনগোষ্ঠি হওয়া সত্ত্বেও জলবায়ু অর্থায়নে যথাযথ গুরুত্ব পায়নি। সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গবেষণার উপরও যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অন্যদিকে, প্রকল্প ও কর্মসূচির অগ্রধিকার নির্ধারণ ছাড়াই কোনো কোনো জেলায় অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রমের আধিক্য ঝুঁকিতে থাকা অন্যান্য এলাকাকে আরও বেশি বিপন্ন করে তুলতে পারে। কাজেই, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জলবায়ু তহবিল থেকে কাঙ্খিত উপকার লাভের জন্য হালনাগাদ তথ্যের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প, কর্মসূচি এবং বিপন্ন এলাকার অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা প্রয়োজন;

- খরা প্রবণ এলকাগুলোতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও এসব এলাকায় প্রকল্পের সংখ্যা অত্যন্ত নগণ্য। ফলে বিপন্নতা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে;
- যদিও বিসিসিটিএফ কর্তৃক বহু সংখ্যক স্বল্পমেয়াদী প্রকল্প অনুমোদন করা হয়েছে, তবুও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ক্ষতির শিকার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ এখনও উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। কেননা, তারা আরও বেশি মনোযোগ পাওয়ার দাবি রাখে।

বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন ফলপ্রসূ করার যথাযথ নীতি ও অর্থায়ন কৌশল

- অভিযোজন তহবিল আনার জন্য এবং সবুজ জলবায়ু তহবিল (জিইএফ) এ সরাসরি অভিগম্যতার জন্য বাংলাদেশের এখনও এসব প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বীকৃত কোনো নির্ধারিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান (এনপিএ) বা জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা (এনআইই) চিহ্নিত করতে পারেনি;
- কারিগরি কমিটির মূল্যায়ন প্রতিবেদন সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হয়না;
- বিসিসিটিএফ বা বিসিসিআরএফ-এর সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি বা বাস্তবায়নের অবস্থা এবং তৃতীয় পক্ষের পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য খুব কমই পাওয়া যায়;
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ইআইএ ব্যতিরেকে প্রকল্প অনুমোদন করা হয়। কিছু কিছু প্রকল্পে যে দুর্বলতা পাওয়া যায় তা এটাই প্রমাণ করে যে, কারিগরি কমিটি এবং বিশেষজ্ঞ সদস্যদের দ্বারা যে পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন সম্পাদিত হয় তা আসলে যথাযথভাবে করা হয়না;
- প্রকল্প নির্বাচনে দলীয় রাজনীতির প্রভাব ও সমন্বয়হীনতা;
- প্রকল্পের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ;
- প্রকল্প অনুমোদন কমিটিসমূহ এবং মন্ত্রণালয়গুলো কর্তৃক অপর্যাপ্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা;
- বিসিসিআরএফ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নে অস্বচ্ছতা এবং বিশ্বব্যাংক কর্তৃক অপর্যাপ্ত পরিবীক্ষণ ও যাচাই;

সব তহবিল প্রদানকারী এবং বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয়

বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা সংস্থা, বাস্তবায়নকারী সংগঠন, উন্নয়ন সহযোগী এবং সুশীল সমাজের মধ্যে যথাযথ সমন্বয়ও একটি বড় চ্যালেঞ্জ। প্রায়শই দেখা যায় যে, সমন্বয় ফলপ্রসূ হচ্ছেনা এবং নিয়ম-নীতির প্রয়োগও খুবই সীমিত। জলবায়ু অর্থায়নে সুশাসনের জন্য বিভিন্ন তহবিল প্রশাসকদের মধ্যে যথাযথ সমন্বয় অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সমন্বয়ের অভাব থেকে গেলে তাদের মধ্যে সঠিক প্রকল্প নির্বাচনে তথ্য ও জ্ঞানের বৈসাদৃশ্যতা তৈরি হতে পারে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, প্রকল্প নির্বাচন ও অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রধান দু'টি জলবায়ু তহবিল বিসিসিটিএফ এবং বিসিসিআরএফ-এর মধ্যে অর্থবহ সমন্বয় অনুপস্থিত। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, বিসিসিআরএফ কর্তৃপক্ষ ২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি অর্থের প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা রাখে, কিন্তু বিসিসিটিএফ ২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি অর্থের কোনো প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা রাখে না। বিসিসিটিএফ-এর প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এটাও একটা বড় সমস্যা। বিনিয়োগের জন্য মোটা দাগে ছয়টি বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হলেও প্রকল্প ভৌগলিক এলাকার ক্ষেত্রে কোনো অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়নি।

অধিকন্তু, বিসিসিআরএফ-এর অর্থায়ন কৌশলে তহবিল ব্যবস্থাপক হিসাবে বিশ্বব্যাংকের প্রভাবশালী ভূমিকাও সুশাসনের ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করেছে। তহবিলে বিপন্ন দেশগুলোর সরাসরি অভিগম্যতা থাকা প্রয়োজন বিধায় বিশ্বব্যাংকের এই অন্তর্ভূক্তি নিয়ে সিএসও-গুলো বেশ উদ্বিগ্ন। কাজেই এই সমস্যাটির আশু সমাধান একান্ত প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংক-কে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করে তহবিল পেতে হয় বলে প্রকল্পগুলোকে প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রিতা পোহাতে হয়। সিএসও-গুলো এবং বিশেষজ্ঞমহল বরং দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তহবিল পেতেই বেশি আগ্রহী। কারণ কোনো এমডিবি বা সংস্থা যদি মাধ্যম বা ট্রাস্টি হিসাবে

না থাকে তবে বাংলাদেশ সরকার এবং তহবিল প্রদানকারী সংস্থা ইআরডি-এর সহযোগিতায় সরাসরি চুক্তি সম্পাদন করতে পারবে এবং এর ফলে বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া দ্রুততর হবে। অধিকন্তু, দ্বিপাক্ষিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াগত দীর্ঘসূত্রিতা পরিহার করা সম্ভবপর হবে এবং বিশ্বব্যাংকের প্রভাবশালী ভূমিকা নিয়ে সিএসওদের উদ্বেগও কমে আসবে। অথচ, বিসিসিআরএফ-এর তহবিল ব্যবস্থাপক হিসাবে বিশ্বব্যাংকের দায়িত্বের মেয়াদ আরও চার বছর বাড়ানোর ফলে সংকট আরও ঘনীভূত হয়েছে। উপরন্তু, ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশ সরকারের ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ করে না বিধায় ক্রয় প্রক্রিয়া, পরিবীক্ষণ, নিরীক্ষণ ও মূল্যায়নও অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। এই প্রেক্ষাপটে, জলবায়ু অর্থায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার জন্য আইন ও নীতি কাঠামোর সংস্কার অপরিহার্য। বাংলাদেশের জলবায়ু অর্থায়নের জন্য নিচে কতগুলো সুপারিশ পেশ করা হলো।

সুপারিশ

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, ব্যবস্থাপনা ও তহবিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুপারিশমালা বিবেচনায় নেয়া জরুরি;

আইনি কাঠামো ও নীতিগত সংস্কার

ক) বিদ্যমান জলবায়ু তহবিল সংক্রান্ত আইনের পরিবর্তন এবং পরিমার্জন করে বিসিসিটিএফ, বিসিসিসিআরএফ সহ অন্যান্য জলবায়ু তহবিল গ্রহণ, ছাড়, ব্যবস্থাপনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে সরকার, বিশেষজ্ঞ, জনপ্রতিনিধি, ব্যক্তি খাত, ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী, সুশীল সমাজ ও গণমাধ্যম প্রতিনিধির সমন্বয়ে 'সমন্বিত জাতীয় প্লাটফর্ম' প্রতিষ্ঠা করতে হবে যা

- জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত সকল আইন ও নীতি প্রণয়ন, সংশোধন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করবে;
- জলবায়ু অর্থায়ন সংক্রান্ত গবেষণা, তথ্য এবং জ্ঞানের বিস্তার এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করবে;
- সব ধরনের জলবায়ু তহবিল গ্রহণ (জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উৎস হতে), ছাড় এবং ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে;
- জলবায়ু তহবিল বাস্তবায়নের পরিকল্পনা, ছাড়কৃত অর্থ ব্যবহার এবং প্রতিশ্রুত তহবিল সংগ্রহে দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়গুলোর কার্যক্রমে সমন্বয় এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করবে;
- তহবিল ব্যবস্থাপনার স্বার্থে স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে যে কোনো যোগ্য ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ এবং বাতিল করতে পারবে;
- জলবায়ু তহবিল ব্যবহারকারী সকল প্রতিষ্ঠানে কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তহবিল ব্যবস্থাপনার সকল স্তরে সহজে সব ধরনের অভিযোগ গ্রহণ (যেমন, হটলাইন স্থাপন) এবং তা দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে;
- তহবিল ব্যবস্থাপনার স্বার্থে স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভিত্তিতে যে কোনো যোগ্য ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানকে নিয়োগ এবং বাতিল করতে পারবে।

খ) একটি 'স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আচরণবিধি' প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনকে প্রস্তাবিত প্লাটফরমের আওতায় তা মেনে চলার বিধান প্রবর্তন করতে হবে।

সংশ্লিষ্ট সবার স্বার্থ বিবেচনা

- প্রকল্প অনুমোদনের পূর্বে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিবেশ, বন এবং জীববৈচিত্র্যের ওপর প্রভাবসহ সকল সামাজিক প্রভাব সমীক্ষা নিশ্চিত করতে হবে;

- জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান ঝুঁকি এবং ক্ষয়-ক্ষতি নিয়মিত মূল্যায়ন নিশ্চিতের ব্যবস্থা করে বিসিসিএসএপি'র কর্মসূচি এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, খাতভিত্তিক এবং জনগোষ্ঠীর জন্য তহবিল বরাদ্দে স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী অগ্রাধিকার নিশ্চিত করতে হবে;
- জলবায়ু তহবিলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প তত্ত্বাবধানে গঠিত জেলা কমিটিকে কার্যকর করা; এতে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

তথ্যের উন্মুক্ততা ও অংশগ্রহণ

- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আলোকে জলবায়ু তহবিল ছাড়, ব্যবস্থাপনা, প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প কার্যক্রম, ব্যয়িত অর্থের নিরীক্ষা ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন সংক্রান্ত তথ্যের সর্বোচ্চ স্বতঃপ্রণোদিত প্রকাশ ও সীমিত চাহিদা-ভিত্তিক তথ্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে;
- জলবায়ু অর্থায়নে সততা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতে কাঙ্খিত জনগোষ্ঠীকে প্রকল্প সম্বন্ধে অবহিত করা এবং সরকারি ক্রয় আইন সংশোধন করে প্রকল্প অনুমোদন এবং বাস্তবায়নের প্রতিটি স্তরে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে;

আন্তঃপ্রতিষ্ঠান সমন্বয় এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি

- জলবায়ু তহবিলের কার্যকর ব্যবহার এবং সঠিক অভিযোজন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে বিসিসিটিএফ/বিসিসিআরএফ হতে প্রকল্প অনুমোদনে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সহ সংশ্লিষ্ট সংস্থা/মন্ত্রণালয়ের সাথে যথাযথ সমন্বয় সাধন করতে হবে;

মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা

- বিসিসিটিএফ, বিসিসিআরএফ এবং পিকেএসএফ'র মাধ্যমে প্রকল্প বাছাই এবং অনুমোদন প্রক্রিয়ায় অভিজ্ঞ ও স্বার্থের দ্বন্দ্ব বহির্ভূত বিশেষজ্ঞদের সম্পৃক্ত করতে হবে;
- অবিলম্বে বাংলাদেশ ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট (বিসিসিটি)'র জন্য দীর্ঘ মেয়াদী মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী জনবল (স্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক) নিয়োগ, তহবিল বরাদ্দ এবং প্রয়োজনীয় ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।

কিছু অগ্রগতি সত্ত্বেও, বাংলাদেশের জলবায়ু অর্থায়ন নিয়ে এখনও অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। অর্থায়নের একটি নতুন ক্ষেত্র হিসাবে জলবায়ু অর্থায়নের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সাথে বিদ্যমান ঝুঁকিগুলো সম্পর্কে যথাযথ ধারণার অভাব রয়েছে। কাজেই সত্যিকারের চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করার জন্য জাতীয় পর্যায়ে একটি ব্যাপকভিত্তিক পর্যালোচনা প্রয়োজন। উপসংহারে বলা যায় যে, বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়ন ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় বিবিধ চ্যালেঞ্জ থাকলেও কার্যকর সমন্বয়, ঐক্য সৃষ্টি এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশ ও দেশের মানুষের জন্য দীর্ঘ মেয়াদী সুফল বয়ে আনার অবকাশ রয়েছে।

২৪ http://www.acc.org.bd//

ইআরডি (২০১২). অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) ফোকাল পয়েন্ট কর্তৃক বাংলাদেশে পিপিসিআর-এর অগ্রগতি সম্পর্কিত ইমেলের জবাব

এমওইএফ (২০১৩). "Mapping of Climate Finance Governance in Bangladesh" শীর্ষক খসড়া প্রতিবেদনের উপর প্রদত্ত মতামত ও সুপারিশ

পিকেএসএফ (২০১২). পিকেএসএফ কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার (ইফতেখারুজ্জামান, জাকির.এইচ. খান এবং মহুয়া. রউফ, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীবৃন্দ)

পিকেএসএফ (২০১২). তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ব্যবহার করে প্রাপ্ত তালিকা

বিশ্বব্যাংক. (২০১২). বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার (জাকির. এইচ. খান, মহুয়া. রউফ এবং মাহ্‌ফুজ. হক, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীবৃন্দ)

বিসিসিটি. (২০১২). বিসিসিটি কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার (জাকির. এইচ. খান, মহুয়া. রউফ এবং মাহ্‌ফুজ. হক, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীবৃন্দ)

বিসিসিটি. (২০১২). বিসিসিটি কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার (জাকির. এইচ. খান, মহুয়া. রউফ এবং মাহ্‌ফুজ. হক, সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীবৃন্দ)

Aaron Atteridge, C. K. (2009). Bilateral Finance Institutions and Climate Change: A Mapping of Climate Portfolios. Stockholm: Stockholm Environment Institute.

AF. (2011). Parties' Designated Authorities. Retrieved 2013, from https://www.adaptation-fund.org/page/parties-designated-authorities

Ahmad, Q. K. (2011). Commonwealth High Level Meeting on Climate Finance; Some Developing Country Perspectives. Dhaka.

Arnab, B. (2011). Financial Gradients: a financial mechanism for climate or sustainable development action. For the 17th Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Durban, South Africa.

Arnab, B. (2011). Financial Gradients: a financial mechanism for climate or sustainable development action. COP-17 (p. 5). Durban: teri.

ATHENA BALLESTEROS, S. N. (2010). POWER, RESPONSIBILITY,AND ACCOUNT-ABILITY: Re-Thinking the Legitimacy of Institutions for Climate Finance. Washington, DC: World Resources Institute.

Bangladesh, W. B. (2011, November). Retrieved November 28, 2011, from www.worldbank.org.bd/bccrf: www.worldbank.org.bd

BCCRF. (2010). Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF) Implementation Manual. BCCRF.

BCCRF. (2011). Bangladesh Climate Change Resilience Fund; An Innovative Governance Framework. Retrieved January 12, 2012, from Documents & Publications: http://www.bccrf-bd.org//Documents/pdf/one_pager_final_20Nov11[1].pdf

BCCRF. (2012). BCCRF. Retrieved September 10, 2012, from http://www.bccrf-bd.org//Documents/pdf/BCCRF%20Annual%20Report%202011%20(Feb%2012,%202012).docx.pdf

BCCRF. (2012). Status of Funds, October 2012. Retrieved 2012, from http://www.bccrf-bd.org//Documents/pdf/one%20pager%208Nov12%20final.pdf

BCCSAP. (2009). Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan. Dhaka: Ministry of Environment and Forest.

Buchner, Barbara; Falconer, Angela; Hervé-Mignucci, Morgan; Trabacchi, Chiara. (2012). The Landscape of Climate Finance 2012. Climate Policy Initiative.

Budget Speach, B. G.-2. (2012). Retrieved December 2011, from www.budget.gov.hk/2010/eng/speech.html.

CCC. (2009). Climate Change, Gender and Vulnerable Groups in Bangladesh. In A. U. Ahmed, S. Neelormi, & N. Adri, Climate Change, Gender and Vulnerable Groups in Bangladesh (p. 11). Dhaka: Climate Change Cell.

CDM. (2013). CCM Project Search. Retrieved July 06, 2013, from Clean Development Mechanism: http://cdm.unfccc.int/Projects/projsearch.html

Chowdhury, S. H., & Challen, C. (2009). Climate Change Equity: is it a plan, an aspiration or a fashion statement? A report of a Joint Inquiry by Bangladesh Parliament's All Party Group on Climate Change and Environment and the UK All Party Parliamentary Climate Change Group. Dhaka, London & Copenhagen.

CIF. (2011). Retrieved December 2011, from http://www.climateinvestmentfunds.org/: http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country-program-info/bangladeshs-ppcr-programming

CIF. (2011) Retrieved December 2011, from http://www.climateinvestmentfunds.org/: http://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country-program-info/bangladeshs-ppcr-programming

CIF. (2010, September). Bangladesh: Strategic Program for Climate Resilience (SPCR). Retrieved June 2012, from Climateinvestmentfunds.org: http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR%205%20SPCR%20Bangladesh%20nov2010.pdf

CIF. (2012). Bangladesh's PPCR Programming. Retrieved August 2012, from https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/?q=country-program-info/bangladeshs-ppcr-programming

CIF. (2012). Bangladesh's PPCR Strategic Program. Retrieved 2012, from https://www.climateinvestmentfunds.org/cifnet/investment-plan/bangladeshs-ppcr-strategic-program

CIF. (2011). PPCR Investment Plan; Strategic Program for Climate Resilience (SPCR), Bangladesh. Retrieved 2012, from http://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/PPCR%20Bangladesh%20Sept%20'11%20Final.pdf

CIF. (2012). PPCR Sub-Commitee. Retrieved 2012, from https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/ppcr_subcommittee

CIF. (2013). SCF Decisions. Retrieved 2013, from https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/sites/climateinvestmentfunds.org/files/Proposed_Revised_PPCR_Results_Framework.pdf

CIF. (2012). SCF Governance. Retrieved November 2012, from https://www.climateinvestmentfunds.org/cif/scf_governance

CIF. (2013). Terms of Reference; Joint Multilateral Development Bank Mission to Support Bangladesh Developing the Strategic Program for Climate Resilience for Pilot Program for Climate Resilience, Phase I. Climate Investment Fund.

ClimateFundsUpdate. (2012) Retrieved December 01 November to 31st December, 2012, from http://www.climatefundsupdate.org/.

CliamteFundsUpdate. (2013). Japan's Fast Start Finance. Retrieved June 15, 2013, from http://www.climatefundsupdate.org/listing/hatoyama-Initiative

Climate Funds Update. (2013). Japan's Fast Start Finance. Retrieved 2013, from http://www.climatefundsupdate.org/listing/hatoyama-Initiative#TOC-Fund-Governance

Climate Funds Update. (2012). Pilot ¬Program ¬for Climate ¬Resilience. Retrieved 2012, from http://www.climatefundsupdate.org/listing/pilot-program-for-climate-resilience

Climate Funds Update. (2012). Pilot Program for Climate Resilience. Retrieved 2012, from http://www.climatefundsupdate.org/listing/pilot-program-for-climate-resilience

ClimateFundsUpdate. (2013). Least Developed Countries Fund. Retrieved June 15, 2013, from http://www.climatefundsupdate.org/listing/least-developed-countries-fund

ClimeteFundsUpdate. (2013). GEF Trust Fund - Climate Change focal area. Retrieved June 15, 2013, from http://www.climatefundsupdate.org/listing/gef-trust-fund

Cross-Morlot, J. G. (2009). Financing for Climate Change Mitigation: Towards a Framework for Measurement, Reporting and Varification. OECD/IEA Information Paper.

DARA. (2012). Climate Vulnerability Monitor 2nd Edition; A Guide to the Cold Calculus of a Hot Planet.

Dutta, S., Munshi, A., Khanna, P., & Athialy, J. (2011). Climate Finance and Bangladesh: A Briefing Note. Bank Information Center.

equitybd. (2012). Don't Allow World Bank Fiduciary Management in Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF). Retrieved from http://www.equitybd.org/images/stories/campaign_event/Press%20conference%2010052012/English%20Position_WB%20and%20BCCRF_for%2010th%20May%20press%20conf.pdf

ERD. (2012). About ERD. Retrieved 2012, from http://www.erd.gov.bd/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=1&Itemid=229

ERD. (2008). Cyclone Sidr in Bangladesh; Damage, Loss, and Needs Assessment. Dhaka: Ministry of Finance.

FSF (2011). Retrieved January 2nd January, 2012, from www.climatefundupdates.org, www.faststartfinance.org/recipient_country/bangladesh.

Forstater, M. (2012). Towards Climate Finance Transparency. Publish What You Fund and aidinfo.

Forstater, Maya; Rank, Rachel. (2012). Towards Climate Finance Transparency. Retrieved July 2012, from Publish WhatYouFund: http://www.publishwhatyoufund.org/files/Towards-Climate-Finance-Transparency_Final.pdf

GCCA. (2012). The Bangladesh Climate Change Resilience Fund (BCCRF). Retrieved from http://www.gcca.eu/national-programmes/asia/gcca-bangladesh-climate-change-resilience-fund-bccrf

GEF. (2012). GEF Structure and Stakeholders. Retrieved 2012, from http://www.thegef.org/gef/gef_structure

Haque, S., & Rabbani, G. (2011). Climate Change and Bangladesh: Policy and Institutional Development to Reduce Vulnerability. Journal of Bangladesh Studies .

Hasan Mehedi, H. M. (2011). Equity and Justice in Distributing Bangladesh Climate Change Trust Fund. Khulna: Humanitywatch.

Hedger, M. (2011). Climate Finance in Bangladesh: Lessons for Development Cooperation and Climate Finance at National Level. Institute of Development Studies.

Hedger, M., Lee, J., Islam, N. K., Islam, T., Khondkher, R., & Rahman, S. (2012). Bangladesh Climate Public Expenditure and Institutional Review. Dhaka: Government of the People's Republic of Bangladesh; Planning Commission, General Economics Division.
http://maplecroft.com/about/news/ccvi.html . (n.d.).

Iftekharuzzman. (2011). Transparency & Accountability in Climate Finance Governance . Dhaka.

IMED. (2012). Implementation Monitoring and Evaluation Division. Retrieved 2012, from http://www.imed.gov.bd/index.php?option=com_content&task=view&id=270&Itemid=1

Jamie Brown, M. M. (2011). Smart Climate Finance: Designing public finance strategies to boost private investment in developing countries. Deutsche Geasellschaft fur.

Khan, H. S., Huq, S., & Shamsuddoha, M. (2011). The Bangladesh National Climate Funds;A brief history and description of the Bangladesh Climate Change Trust Fund and. LDC paper series .

Khurshid, A. e. (2011). The Political Economy of Climate Resilient Development Planning in Bangladesh. IDS Bulletin .

Kirsten Stasio, C. P. (November, 2011). Summary of Developed Country 'Fast-Start' Climate Finance Pledges. World Resource Institute.

Liane, S., Boll, H., & Bird, N. (2011). Climate Finance Fundamentals. Overseas Development Institute.

Maplecroft. (2010). Maplecroft; Global Risk Analytics. Retrieved June 13, 2012, from http://maplecroft.com/about/news/ccvi.html

MoEF (2011). Retrieved August to December 2011 31st December, 2011, from http://www.moef.gov.bd/html/climate%20change%20unit/climate%20change%20unit.html.

MoEF (2009). Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009. Dhaka: Ministry of Environment and Forests, Government of the People's Republic of Bangladesh.

MoEF. (2012). Retrieved August 2011 to December 2011 2011, from http://www.moef.gov.bd/: http://www.moef.gov.bd/html/climate%20change%20unit/climate%20change%20unit.html

MoEF. (2010). Retrieved 2012, from http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Government%20Gazettes%20Climate%20Change%20Trust%20Fund%2023-02-2010.pdf

MoEF. (2013, April). Retrieved April 2013, from http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Approved%20Project%20-Update%20Up%20to%20April2013.pdf

MoEF. (2013). Bangladesh Climate Change Trust. Retrieved 2013, from http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Approved%20Project%20-Update%20Up%20to%20April2013.pdf

MoEF. (2012). Climate Change Cell (CCC). Retrieved 2013, from http://www.climatechangecell.org.bd/publications/Newsletter/Newsletter_Climate_Change_Cell_DoE_Bangladesh_Issue_1.pdf

MoEF. (2013). climatechangecell. Retrieved January 2013, from climatechangecell: http://www.climatechangecell.org.bd/

MoEF. (2012, March 27). Guideline for preparing project proposal, approval, amendment, implementation, fund release and fund use for government, semi-government and autonomous organizations under the Cliamte Change Trust Fund. Retrieved February 25, 2013, from http://www.moef.gov.bd/Climate%20Change%20Unit/Government%20Gazettes%20Climate%20Change%20Trust%20Fund%2023-02-2010.pdf

MoF. (2013). Medium Terms Expenditure. Retrieved 2013, from http://www.mof.gov.bd/en/budget/12_13/mtbf/en/MBF_13_ERD_English.pdf

MOI. (2009). Right to Information Act, 2009 . Retrieved July 4, 2013, from Ministry of Information: http://www.moi.gov.bd/RTI/RTI_English.pdf

Müller, B. (2011). ENHANCED DIRECT ACCESS. The Oxford Institute for Energy Studies .

Nicholls, R. J., Wong, P. P., Burkett, V., Codignotto, J., Hay, J., McLean, R., et al. (2007). Coastal systems and low-lying areas. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Cambridge: IPCC.

OCAG. (2013). Comments and Suggestions on the draft report on "Mapping of Climate Fiance Governance in Bangladesh".

OCAG. (2012). Office of the Comptroller and Auditor General. Retrieved 2012, from http://www.cagbd.org/in.php?cp=intro

OCAG. (2000). Standards, Manuals and Guidelines. Retrieved 2012, from http://www.cag.org.bd/methodology/civil_audit_manual_E/Chapter-1CivilAuditDirectorate.pdf

ODI. (2010). A transparency agreement for international climate finance– addressing the trust deficit. Retrieved 2012, from https://seors.unfccc.int/seors/attachments/get_attachment?code=JU0D24ROXW59ZD06OOBJMJL6G76RXB85

ODI. (2012). The Principles and Criteria of Public Climate Finance - A Normative Framework. In L. Schalatek, H. Böll, & N. Bird, The Principles and Criteria of Public Climate Finance - A Normative Framework.

PKSF. (2012). CCCP AT A GLANCE. Retrieved 2012, from http://www.pksf-cccp-bd.org/

PKSF. (2012). Environmental Management Framework (EMF), Final Draft, E2928, Community Climate Change Project (CCCP). Retrieved 2013, from http://www.pksf-cccp-bd.org/

PKSF. (2012). List provided by PKSF under Right to Information (RTI) Law.

PKSF. (2012). What is PKSF. Retrieved 2012, from http://www.pksf-bd.org/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=213

PPCR. (2010, August). Bangladesh: Strategic Program for Climate Resilience (SPCR). Retrieved 2012, from http://prod-http-80-800498448.us-east-1.elb.amazonaws.com/w/images/8/8d/SPCR_August_6_2010.pdf

Rao, P. K. (2000). The Economics of Global Climatic Change. USA: M.E Sharp, Inc.

Sadeque Ahmed, F. R. (2011). Climate Change Impact on Employment and Labour Market.

Shamsuddoha. (2012). Climate Change Trust Fund (CCTF) and Establishment of Democratic Ownership. National Seminar on Climate Finance. Dhaka.

Soumya Dutta, A. M. (2011). World Bank, Climate Finance and Bangladesh:A Briefing Note. (p. 17). Bank Information Center.

Speach Budget, 2.-2. (2012). Retrieved December 2012, from www.budget.gov.hk/2010/eng/speech.html.

TI Bangladesh. (2012). Challenges in Climate Finance Governance and the Way Out. Retrieved July 2012, from http://www.ti-bangladesh.org/files/CFG-Assesment_Working_Paper_english.pdf

UNDP. (2009). CCCM. Retrieved 2013, from http://cccm.iom.org.bd/file/pdf/34.pdf

UNFCCC (2011). Retrieved December 22, 2011, from http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php

UNFCCC. (2013). Retrieved June 12, 2013, from http://www3.unfccc.int/pls/apex/wwv_flow_file_mgr.get_file?p_security_group_id=1090408772142046&p_flow_id=116&p_fname=JPN_Annex_2012.pdf

UNFCCC. (2013). Climate finance. Retrieved 2013, from http://unfccc.int/focus/finance/items/7001.php#intro

UNFCCC. (2011). Green Climate Fund- report of the Transitional Committee. Retrieved 2013, from http://unfccc.int/files/meetings/durban_nov_2011/decisions/application/pdf/cop17_gcf.pdf

UNFCCC. (2012). UNFCCC. Retrieved June 21, 2012, from UNFCCC: http://unfccc.int/essential_background/convention/background/items/1349.php

UNFCCC. (2012). UNFCCC. Retrieved December 17, 2012, from UNFCCC: http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php

Ward, M. (2011). Innovative climate finance; Examples from the UNEP Bilateral Finance. UNEP.

World Bank. (2012). Bangladesh Climate Change Resilience (BCCRF); Annual Report 2011. World Bank.

World Bank. (2012). World Bank. Retrieved March 2012, from http://siteresources.worldbank.org/BANGLADESHEXTN/Resources/295759-1312851106827/ClimageFundOnePager.pdf

World Bank, B. (2011, November). Retrieved November 28, 2011, from www.worldbank.org.bd/bccrf: www.worldbank.org.bd

পরিশিষ্ট ১: এক নজরে বৈশ্বিক জলবায়ু তহবিল

তহবিল	ধরণ	পরিচালনাকারী	কার্যক্রমের ক্ষেত্র	কার্যকর হওয়ার সন
কিওটো প্রটোকলের আওতায় অভিযোজন তহবিল	বহুপক্ষীয়	অভিযোজন তহবিল বোর্ড	অভিযোজন	২০০৯
অ্যামাজন ফান্ড (ফান্ডস্ অ্যামাজনিয়া)	বহুপক্ষীয়	ব্রাজিলিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাংক (বিএনডিইএস)	অভিযোজন, প্রশমন, রেড	২০০৯
দূষণমুক্ত প্রযুক্তি তহবিল	বহুপক্ষীয়	বিশ্বব্যাংক	প্রশমন	২০০৮
কঙ্গো বেসিন ফরেস্ট ফান্ড	বহুপক্ষীয়	আফ্রিকা উন্নয়ন ব্যাংক	রেড	২০০৮
এনভারনমেন্ট টান্সফরমেশন ফান্ড-আন্তর্জাতিক উইন্ডো	দ্বিপক্ষীয়	যুক্তরাজ্য সরকার (সম্পূর্ণভাবে বিশ্বব্যাংক, এফসিপিএফ এবং সিবিএফএফ-এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়)	অভিযোজন, প্রশমন	২০০৮
ফরেস্ট কার্বন পার্টনারশিপ ফ্যাসিলিটি (এফসিপিএফ)	বহুপক্ষীয়	বিশ্বব্যাংক	রেড	২০০৮
জিইএফ ট্রাস্ট ফান্ড - ক্লাইমেট চেঞ্জ ফোকাল এরিয়া (জিইএফ ৫ম প্রতিস্থাপনকারী পর্যায়)	বহুপক্ষীয়	গ্লোবাল এনভারনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) - সমন্বিত	অভিযোজন, প্রশমন	২০০৬
জিইএফ ট্রাস্ট ফান্ড - ক্লাইমেট চেঞ্জ ফোকাল এরিয়া (জিইএফ ৫ম প্রতিস্থাপনকারী পর্যায়)	বহুপক্ষীয়	গ্লোবাল এনভারনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ) - সমন্বিত	অভিযোজন, প্রশমন	২০১০
গ্লোবাল ক্লাইমেট চেঞ্জ এলায়েন্স (জিসিসিএ)	বহুপক্ষীয়	ইউরোপীয় কমিশন	অভিযোজন, প্রশমন, রেড	২০০৮
গ্লোবাল এনার্জি ইফিসিয়েন্সি এন্ড রিনিউয়েবল এনার্জি ফান্ড (জিইইআরইএফ)	বহুপক্ষীয়	ইউরোপীয় কমিশন	প্রশমন	২০০৮
হাতোয়ামা ইনিশিয়েটিভ (কুল আর্থ ইনিশিয়েটিভ-এর ফলোআপ)	দ্বিপক্ষীয়	জাপান সরকার দ্রষ্টব্য: এর মধ্যে বেসরকারি খাতের কিছু ঋণ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে	অভিযোজন, প্রশমন	২০০৮
ইন্টারন্যাশনাল ক্লাইমেট ইনিশিয়েটিভ (আইসিআই)	দ্বিপক্ষীয়	জার্মান সরকার	অভিযোজন, প্রশমন, রেড	২০০৮
ইন্টারন্যাশনাল ফরেস্ট কার্বন ইনিশিয়েটিভ (আইসিআই)	দ্বিপক্ষীয়	অস্টেলিয়া সরকার	রেড	২০০৭
স্বল্পোন্নত দেশগুলোর তহবিল (এলডিসিএফ)	বহুপক্ষীয়	গ্লোবাল এনভারনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)	অভিযোজন	২০০২
এমডিজি অর্জন তহবিল - এনভারনমেন্ট এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ উইন্ডো	বহুপক্ষীয়	ইউএনডিপি	অভিযোজন, প্রশমন	২০০৭
পাইলট প্রোগ্রাম ফর ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স (পিপিসিআর)	বহুপক্ষীয়	বিশ্বব্যাংক	অভিযোজন	২০০৮
স্বল্প আয়ের দেশগুলোর জন্য স্কেলিং আপ রিনিউয়েবল এনার্জি প্রোগ্রাম (এসআরইপি)	বহুপক্ষীয়	বিশ্বব্যাংক	প্রশমন	২০০৯
স্পেশাল ক্লাইমেট চেঞ্জ ফান্ড (এসসিসিএফ)	বহুপক্ষীয়	গ্লোবাল এনভারনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ)	অভিযোজন	২০০২
স্ট্র্যাটেজিক ক্লাইমেট ফান্ড - এসআর ইপি, পিপিসিআর, এফআইপি-কে অন্তর্ভূক্ত করে একটি বৃহত্তর প্রকল্প	বহুপক্ষীয়	বিশ্বব্যাংক	অভিযোজন, প্রশমন, রেড	২০০৮
স্ট্র্যাটেজিক প্রায়োরিটি অফ এডাপ্টেশন	বহুপক্ষীয়	গ্লোবাল এনভারনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জিইএফ); সমন্বিত	অভিযোজন	২০০৪
স্ট্র্যাটেজিক প্রায়োরিটি অন এডাপ্টেশন	বহুপক্ষীয়	ইউএনডিপি	রেড	২০০৮

উৎস: ক্লাইমেট ফান্ডস্ আপডেট, ২ নভেম্বর ২০১২ তারিখে সংগৃহীত

পরিশিষ্ট ২: বিসিসিটিএফ-এর পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবাহচিত্র

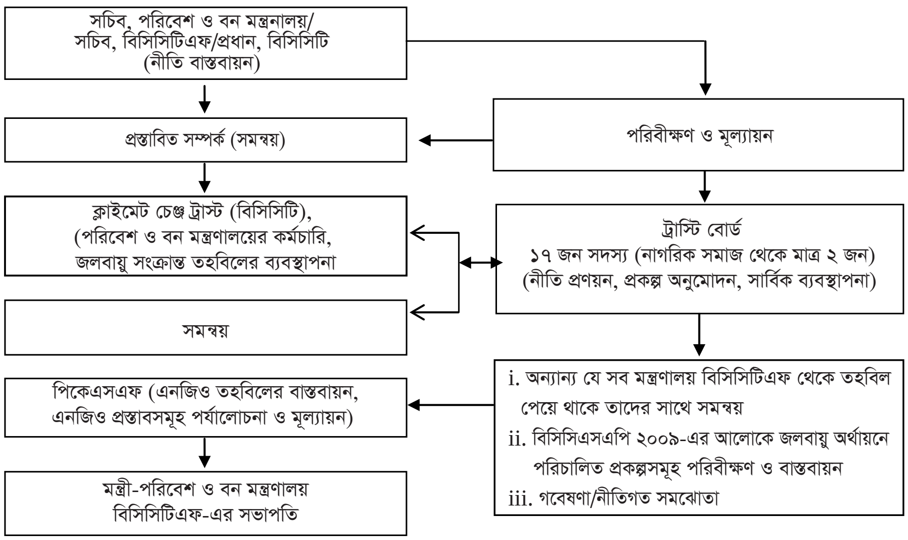

উৎস: শামসুদ্দোহা, ২০১২

পরিশিষ্ট ৩: বিসিসিটিবি সদস্যবৃন্দ

ক্রম	প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়, পদবী
১	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (সভাপতি)
২	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, (সদস্য)
৩	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয় (সদস্য)
৪	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (সদস্য)
৫	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় (সদস্য)
৬	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সদস্য)
৭	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয় (সদস্য)
৮	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় (সদস্য)
৯	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (সদস্য)
১০	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় (সদস্য)
১১	মন্ত্রীপরিষদ সচিব, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ (সদস্য)
১২	গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক (সদস্য)
১৩	সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় (সদস্য)
১৪	সদস্য, কৃষি, পানি সম্পদ এবং গ্রামীণ সংস্থা, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়।
১৫-১৬	দু'জন জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ (সরকার কর্তৃক মনোনীত) (সদস্য)
১৭	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (সদস্য সচিব)

পরিশিষ্ট ৪: বিসিসিটিএফ-এর পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবাহচিত্র

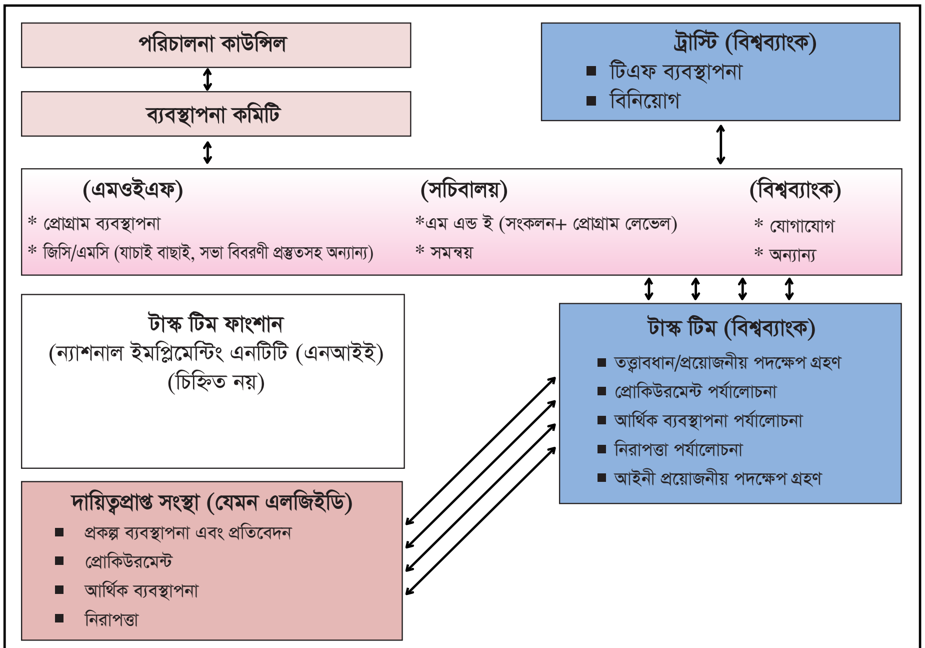

উৎস: বিশ্বব্যাংক, ২০১৩

পরিশিষ্ট ৫: বিসিসিটিএফ-এর পরিচালনা সংক্রান্ত প্রবাহচিত্র

ক্রম	প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়, পদবী
১	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়
২	মন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৩	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (পরিচালনা কাউন্সিলের সভাপতি)
৪	মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫	মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৬	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (পরিচালনা কাউন্সিলের সদস্য সচিব)
৭	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
৮	সচিব, অর্থ বিভাগ
৯	সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
১০-১১	সয়ায়তা প্রদানকারী উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্য থেকে দু'জন প্রতিনিধি
১২-১৩	দু'জন জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ (সরকার কর্তৃক মনোনীত)
১৪	কান্ট্রি ডিরেক্টর, বিশ্বব্যাংক

উৎস: বিসিসিআরএফ, ২০১০

পরিশিষ্ট ৬: পিপিসিআর-এর জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

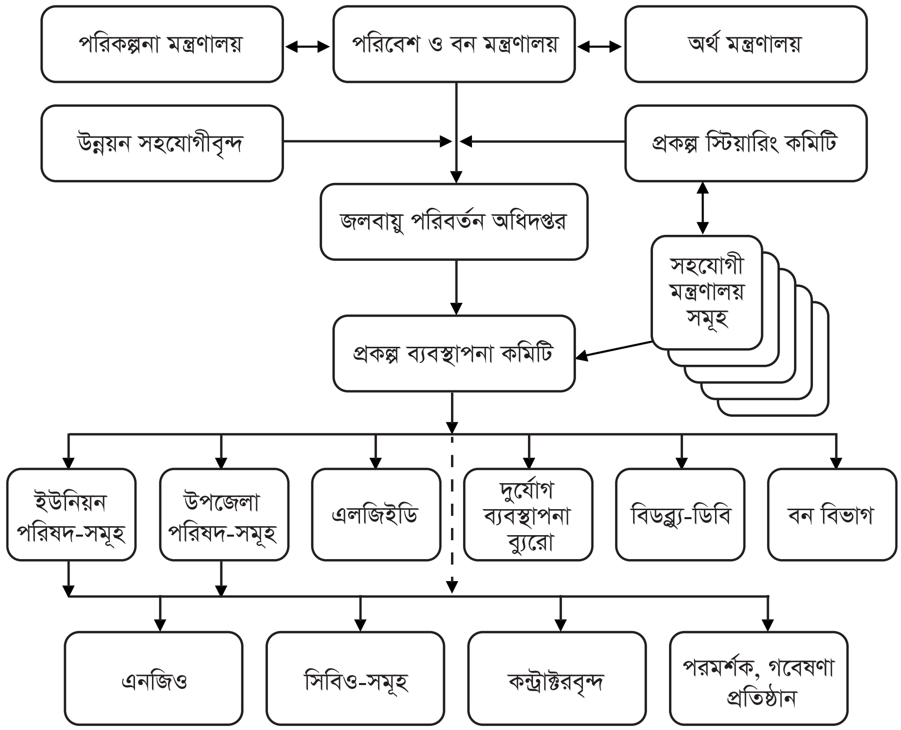

উৎস: সিআইএফ, ২০১০

পরিশিষ্ট ৭: বিসিসিটিএফ থেকে বিষয়বস্তু (থিম) ভিত্তিক তহবিল

বিষয়বস্তু ভিত্তিক তহবিল বিতরণ	প্রকল্প সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	শতকরা
অবকাঠামো	৭৮	১০৪.০৫	৭৮
প্রশমন-অভিযোজন ও স্বল্প কার্বন উৎপাদন	২৫	৩৪.২৩	২৫
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা ও স্বাস্থ্য	১৭	১৯.৮৯	১৭
সমন্বিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	৬	১৪.৪৭	৬
গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	১০	১২.০৫	১০
বহুবিধ উদ্দেশ্য (এনজিও অর্থায়ন)	১	৩.০৭	১
সক্ষমতা তৈরি ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি	৩	৩.০২	৩
মোট	১৪০	১৯০.৭৮	১৪০

উৎস: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং টিআইবি-র সিএফজিপি-র নিজস্ব বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত, জুন ২০১৩

পরিশিষ্ট ৮: বিসিসিটিএফ থেকে মন্ত্রণালয় ভিত্তিক তহবিল

মন্ত্রণালয় ভিত্তিক তহবিল	প্রকল্প সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	শতকরা
পানিসম্পদ	৫৮	৮৬.৩১	৪৫.২৪
পরিবেশ ও বন	২৩	৩০.৭৯	১৬.১৪
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	২৮	২৪.৭৬	১২.৯৮
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	৫	১৩.৯৪	৭.৩১
কৃষি	৮	১০.০১	৫.২৫
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ	৩	৬.৮৬	৩.৬০
নৌ-পরিবহন	৪	৬.৪৭	৩.৩৯
প্রতিরক্ষা	৩	৩.৫৫	১.৮৬
পিকেএসএফ	১	৩.০৭	১.৬১
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১	১.৯৭	১.০৩
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	১	১.১৪	০.৬০
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	২	১.০৫	০.৫৫
শিক্ষা	২	০.৪৯	০.২৬
মহিলা ও শিশু বিষয়ক	১	০.৩৭	০.১৯
মোট	১৪০	১৯০.৭৮	১০০.০০

উৎস: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং টিআইবি-র সিএফজিপি-র নিজস্ব বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত, জুন ২০১৩

পরিশিষ্ট ৯: বিসিসিটিএফ থেকে কর্মসূচি ভিত্তিক তহবিল ছাড়

বিষয়বস্তু	কর্মসূচির নাম	প্রকল্প সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট অর্থের শতকরা অংশ	বিষয়বস্তুর মোটের উপর শতকরা	প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য মোট অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
বহুবিধ উদ্দেশ্য	এনজিও অর্থায়ন	১	৩.০৭	১.৬১	১.৬১	৩.০৭
টি৬	জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৩	৩.০২	১.৫৮	১.৫৮	৩.০২
টি৫	বনায়ন ও পুনঃবনায়ন	১৬	১৯.১০	১০.০১	১৯.১২	৩৬.৪৯
	নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	৩	৪.৭৬	২.৫০		
	নবায়নযোগ্য জ্বালানী উন্নয়ন	৭	১২.৬৩	৬.৬২		
টি৪	জলবায়ু পরিবর্তন মডেলিং	৫	৬.১৬	৩.২৩	৬.৩২	১২.০৫
	জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র স্থাপন	৫	৫.৮৯	৩.০৯		
টি৩	বাঁধ নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৪৫	৬৭.২৮	৩৫.২৬	৫৪.৪৯	১০৩.৯৫
	নদী ও খাল পুনঃখনন ও পুনরুদ্ধার	১২	১৮.২৩	৯.৫৫		
	নগর পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন	১৭	১৩.৯১	৭.২৯		
	নদী শাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও ডিজাইন	১	২.৭০	১.৪২		
	পোল্ডার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৩	১.৮৩	০.৯৬		
টি২	ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পূর্বসংকেত ব্যবস্থার উন্নয়ন	৬	১৪.৪৭	৭.৫৯	৭.৫৯	১৪.৪৭

বিষয়বস্তু	কর্মসূচির নাম	প্রকল্প সংখ্যা	অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট অর্থের শতকরা অংশ	বিষয়বস্তুর মোটের উপর শতকরা	প্রতিটি বিষয়বস্তুর জন্য মোট অর্থের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
টি১	স্বাস্থ্য খাতে অভিযোজন	১	১.৯৭	১.০৩	৯.৩০	১৭.৭৪
	প্রাণিসম্পদ খাতে অভিযোজন	১	০.১২	০.০৬		
	জলবায়ু সহিষ্ণু চাষাবাদ ব্যবস্থা	২	৩.৭৩	১.৯৫		
	জলবায়ু সহিষ্ণু আবাদ সম্পর্কে গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১	০.৪৯	০.২৬		
	জীবিকার সুরক্ষা	১	০.৮৪	০.৪৪		
	প্রতিবেশগতভাবে নাজুক এলাকার জন্য জীবিকার সুরক্ষা	৩	৬.২১	৩.২৫		
	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	৭	৪.৩৮	২.৩০		
	মোট	১৪০	১৯০.৭৮	১০০.০০	১০০.০০	১৯০.৭৮

উৎস: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং টিআইবি-র সিএফজিপি-র নিজস্ব বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত

পরিশিষ্ট ১০: বিসিসিটিএফ কর্তৃক উপকূলীয় অঞ্চলে কর্মসূচি ভিত্তিক তহবিল বরাদ্দ

বিষয়বস্তু	কর্মসূচির নাম	প্রকল্প সংখ্যা	উপকূলীয় কর্মসূচি ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট ১৯০.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৫৯.৩৩ শতাংশ অর্থ	মোট ১১৩.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিসিসিটি থেকে বরাদ্দকৃত মোট তহবিলের ৫৯.৩৩ শতাংশ)		
				উপকূলীয় অঞ্চলে কর্মসূচি ভিত্তিক বরাদ্দ (শতকরা হিসাবে)	উপকূলীয় অঞ্চলে কর্মসূচি ভিত্তিক বরাদ্দ (শতকরা হিসাবে)	উপকূলীয় অঞ্চলে মোট কর্মসূচি (শতকরা হিসাবে)	বিষয়বস্তুর জন্য মোট (মার্কিন ডলারে)
টি৬	জলবায়ু পরিবর্তন ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১	১.৫২	০.৭৯	১.৩৪	১.৩৪	১.৫২
টি৫	বনায়ন ও পুনঃবনায়ন	৯	১২.৫৩	৬.৫৭	১১.০৭	১৩.৭৭	১৫.৫৯
	নগর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	২	৩.০৬	১.৬০	২.৭০		
টি৪	জলবায়ু পরিবর্তন মডেলিং	৪	৫.৫৫	২.৯১	৪.৯১	৪.৯১	৫.৫৫
টি৩	বাঁধ নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	২৬	৪৪.৬৪	২৩.৪০	৩৯.৪৪	৫৮.৩৫	৬৬.০৫
	নদী ও খাল পুনঃখনন এবং পুনরুদ্ধার	৬	৮.৬২	৪.৫২	৭.৬২		
	বাঁধ নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	৭	৮.২৬	৪.৩৩	৭.২৯		
	নদী ও খাল পুনঃখনন ও পুনরুদ্ধার	১	২.৭০	১.৪২	২.৩৯		
	নগর পয়ঃনিষ্কাশন উন্নয়ন	৩	১.৮৩	০.৯৬	১.৬২		
টি২	নদী শাসন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও ডিজাইন	৬	১৪.৪৭	৭.৫৯	১২.৭৯	১২.৭৯	১৪.৪৭

বিষয়বস্তু	কর্মসূচির নাম	প্রকল্প সংখ্যা	উপকূলীয় কর্মসূচি ভিত্তিক অর্থ বরাদ্দ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট ১৯০.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৫৯.৩৩ শতাংশ অর্থ	মোট ১১৩.১৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (বিসিসিটি থেকে বরাদ্দকৃত মোট তহবিলের ৫৯.৩৩ শতাংশ)		
				উপকূলীয় অঞ্চলে কর্মসূচি ভিত্তিক বরাদ্দ (শতকরা হিসাবে)	উপকূলীয় অঞ্চলে কর্মসূচি ভিত্তিক বরাদ্দ (শতকরা হিসাবে)	উপকূলীয় অঞ্চলে মোট কর্মসূচি (শতকরা হিসাবে)	বিষয়বস্তুর জন্য মোট (মার্কিন ডলারে)
	পোল্ডার মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ	১	০.৭৪	০.৩৯	০.৬৫		
টি১	জলবায়ু সহিষ্ণু আবাদের উপর গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	১	০.৪৯	০.২৬	০.৪৩	৮.৮৪	১০.০১
	প্রতিবেশগতভাবে নাজুক এলাকায় জীবিকার সুরক্ষা	২	৫.৪৪	২.৮৫	৪.৮১		
	পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন	৪	১.৩৮	০.৭২	১.২২		
	স্বাস্থ্য খাতে অভিযোজন	১	১.৯৭	১.০৩	১.৭৪		
	উপকূলীয় জেলাগুলোতে কর্মসূচি ভিত্তিক মোট তহবিল	৭৪	১১৩.১৯	৫৯.৩৩	১০০.০০	১০০.০০	১১৩.১৯

উৎস: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং টিআইবি-র সিএফজিপি-র নিজস্ব বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রণীত, জুন ২০১৩

পরিশিষ্ট ১১: চট্টগ্রাম জেলায় তহবিল বরাদ্দ

বিবরণ	প্রকল্প সংখ্যা	অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট তহবিলের শতকরা অংশ
শুধুমাত্র পাবর্ত্য চট্টগ্রামের জন্য প্রকল্প	১৮	২৪.১৮	১২.৬৭
মোট বরাদ্দের (১০৭টি প্রকল্প) সাথে তুলনা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বরাদ্দ		২১.৩৬	২১.৩৬
অবকাঠামো	১২	১৪.২২	৭.৪৬
প্রশমন-অভিযোজন ও স্বল্প কার্বন উৎপাদন	২	২.৯১	১.৫৩
খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য	৩	৫.৫৩	২.৯০
সক্ষমতা তৈরি ও প্রতিষ্ঠানিক শক্তি বৃদ্ধি	১	১.৫২	০.৭৯

উৎস: পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় থেকে প্রাপ্ত তথ্য এবং টিআইবি-র সিএফজিপি-র নিজস্ব বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত, জুন ২০১৩

পরিশিষ্ট ১২: বিসিসিআরএফ অনুমোদিত তহবিলসমূহ

ক্রম	প্রকল্প ও কর্মসূচি	সংগঠন	কাজের ধরন	বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্র	অনুমোদিত তহবিল (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	বর্তমান অবস্থা
১	বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প	এলজিইডি	বিনিয়োগ	অবকাঠামো	২৫	বাস্তবায়নাধীন
২	কম্যুনিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ প্রজেক্ট	পিকেএসএফ	বিনিয়োগ	৬টি বিষয় ভিত্তিক ক্ষেত্র (অভিযোজন কেন্দ্রিক)	১২.৫	বাস্তবায়নাধীন
৩	জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় উপকূল এবং পার্বত্য অঞ্চলে বনায়ন ও পুনঃবনায়ন	এফডি	বিনিয়োগ	প্রশমন-অভিযোজন এবং স্বল্প কার্বন উৎপাদন	৩৫	প্রস্তুতি চলমান
৪	বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি প্রবণ এলাকাসমূহে (খরা, বন্যা এবং লবণাক্ততা প্রবণ এলাকাসমূহে) কৃষি অভিযোজন	ডিএই	বিনিয়োগ	প্রশমন-অভিযোজন এবং স্বল্প কার্বন উৎপাদন	২২.৮	প্রস্তুতি চলমান
৫	উরির চর-নোয়াখালী ক্রস ড্যাম নির্মাণের জন্য বিস্তারিত নকশা ও পরিবেশ সমীক্ষা	বিডব্লুডিবি	বিশ্লেষণ কার্যক্রম + বিনিয়োগ	অবকাঠামো	০.৭	প্রস্তুতি চলমান
৬	সৌর সেচ প্রকল্প	পিডিবি	বিনিয়োগ	প্রশমন-অভিযোজন এবং স্বল্প কার্বন উৎপাদন	২৫	প্রস্তুতি চলমান
৭	বাংলাদেশ আধুনিক খাদ্য গুদামজাত করন প্রকল্প (বিএমএফএসএফপি)	খাদ্য অধিদপ্তর	বিনিয়োগ	খাদ্য নিরাপত্তা, সামাজিক সুরক্ষা এবং স্বাস্থ্য	২৫	প্রস্তুতি চলমান
৮	বিসিসিআরএফ সচিবালয়	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	বিনিয়োগ	সক্ষমতা গঠন ও প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিবৃদ্ধি	০.২	বাস্তবায়নাধীন
৯	পরিবর্তিত জলবায়ুতে বৃহত্তর ঢাকা এলাকায় নাগরিক বন্যা: বিপন্নতা, অভিযোজন এবং সম্ভাব্য ক্ষতি	বিশ্বব্যাংক পরিচালিত (সমীক্ষা)	বিশ্লেষণমূলক কার্যক্রম	গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	০.৫	ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদিত
১০	ভেক্টর বাহিত রোগের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব এবং স্বাস্থ্যখাতে এর তাৎপর্য	বিশ্বব্যাংক পরিচালিত (সমীক্ষা)	বিশ্লেষণমূলক কার্যক্রম	গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	০.২	ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদিত
	মোট				১৪৬.৯	
১১	কর্মসূচি ও প্রকল্প পরিচালনা ব্যয় (আগস্ট ২০১০-ডিসেম্বর ২০১৪)	বিশ্বব্যাংক পরিচালিত	বরাদ্দ		৪.১	
			ছাড়		০.৫	
	সর্বমোট				১৪৭.৪	
	পরিবর্তিত জলবায়ুতে উপকূলীয় অঞ্চল: লবণাক্ততার দ্বারপ্রান্তে	বিশ্বব্যাংক পরিচালিত	বিশ্লেষণমূলক কার্যক্রম	গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা	অজ্ঞাত	ব্যবস্থাপনা কমিটি অনুমোদিত

উৎস: বিসিসিআরএফ, জুন ২০১৩

পরিশিষ্ট ১৩: বাংলাদেশে পিপিসিআর তহবিল

ক্রম	প্রকল্প	লক্ষ্য ক্ষেত্র	আর্থিক সহযোগিতা	তহবিলের উৎস	জাতীয় বাস্তবায়নকারী সংস্থা	অনুমোদনের বৎসর	অনুমোদিত অর্থ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	তহবিল ছাড় (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১	জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা কারিগরি সহযোগিতা (প্রস্তুতির অনুদান)	অভিযোজন	অনুদান	এডিবি	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	২০১১	০.৫	০
২	উপকূলবর্তী অঞ্চলে জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	অভিযোজন	অনুদান	এডিবি	এলজিইডি	২০১২	৩০	০
৩	উপকূলবর্তী অঞ্চলে জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (প্রকল্প প্রস্তুতের অনুদান)	অভিযোজন	অনুদান	এডিবি	এলজিইডি	২০১২	০.৬	০
৪	উপকূলীয় জলবায়ু সহিষ্ণু পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন এবং অবকাঠামো নির্মাণ (প্রস্তুতি অনুদান)	অভিযোজন	অনুদান	এডিবি	এলজিইডি	২০১১	০.৬	০.১৯
৫	উ পকূলীয় বাঁধ নির্মাণ ও বনায়ন (প্রস্তুতি অনুদান)	অভিযোজন	অনুদান	বিশ্বব্যাংক	বন বিভাগ এবং বাংলাদেশ বন গবেষণা ইনস্টিটিউটের সাথে যৌথভাবে বিডব্লুডিবি	২০১১	০.১১	০
৬	উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু সহিষ্ণু গৃহায়নের একটি পরিক্ষামূলক কর্মসূচির সম্ভাব্যতা যাচাই (প্রস্তুতি অনুদান)	অভিযোজন	অনুদান	আইএফসি	খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়/ এলজিইডি	২০১১	০.৪	০
৭	জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন (প্রস্তুতি অনুদান)	অভিযোজন	অনুদান	আইএফসি	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ অবহাওয়া অধিদপ্তর	২০১১	০.১	০
						মোট	৩২.৩১	০.১৯

উৎস: ক্লাইমেট ফান্ডস্ আপডেট, জুন ২০১৩

পরিশিষ্ট ১৪: পিপিসিআর-বাংলাদেশের অধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি

প্রকল্পে নাম	অগ্রগতি
জলবায়ু সহিষ্ণু কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা উন্নয়ন	▪ ০.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে এবং পিপিসিআর-এসসি কর্তৃক ৮ মার্চ ২০১১ তারিখে তা অনুমোদিত হয়েছে ▪ প্রকল্প প্রস্তুতি সমীক্ষার টিওআর চূড়ান্ত করা হয়েছে ▪ ২০১২ মার্চের মাঝামাঝি সমীক্ষা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন ফার্মের নিকট থেকে আগ্রহ পত্র চাওয়া হয়েছে
উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন ও বনায়ন	▪ বিডব্লুডিবি কর্তৃক সম্ভাব্যতা যাচাই এবং মধ্যে মেয়াদী প্রতিবেদন ২০১১ সালের ডিসেম্বরে সম্পন্ন হয়েছে ▪ ২০১২ সালের জুনে প্রতিবেদনের চূড়ান্ত খসড়া এবং ডিপিপি প্রত্যাশা করা হচ্ছে ▪ প্রকল্পের ধারণা পত্র পিপিসিআর উপ কমিটির নিকট পেশ করা হয়েছে (২০১২/১৩) ▪ সমঝোতা ও বোর্ড: ডিসেম্বর (২০১২/১৩)
উপকূলবর্তী অঞ্চলে জলবায়ু সহিষ্ণু পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশ এবং অবকাঠামো উন্নয়ন	▪ ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তরিখে সূচনা কর্মশালা অনুষ্ঠিত ▪ ২৫-২৯ মে ২০১২ পিপিটিএ পর্যালোচনার তারিখ এবং ১৫ মে'১২-এর মধ্যে চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদন পেশ হবে বলে নির্ধারিত হয়েছে ▪ প্রকল্পের ধারণার খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ইআরডি, এলজিইডি, এমওইএফ এবং প্রধান উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে আলোচনার সূচনা হয়েছে ▪ ২০১৩ সালকে ঋণের সমঝোতার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে
উপকূলীয় জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো প্রকল্প	▪ ৫ ডিসেম্বর ২০১২ তরিখে অনুমোদিত
উপকূলীয় অঞ্চলে জলবায়ু সহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প	▪ অনুদান প্রস্তুতি ▪ ১ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখে অনুমোদিত
কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প ১: জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	▪ এমওইএফ ৭ ফেব্রুয়ারি '১২ তারিখে টিপিপি অনুমোদন করেছে ▪ ইআরডি, এমওএফ ১ মার্চ '১২ তারিখে টিএ ছাড় দিয়েছে ▪ এডিবি বর্তমানে একটি পরামর্শক ফার্ম নিয়োগের প্রক্রিয়া করছে
কারিগরি সহায়তা (টিএ) প্রকল্প ২: উপকূলীয় অঞ্চলে পিপিসিআর গৃহায়ন	▪ প্রতিটি পরিবারের জন্য আলাদা আলাদা জলবায়ু সহিষ্ণু গৃহায়নের ফিজিবিলিটি স্টাডি (এফএস) ▪ সিএসএ-এর মন্তব্যসমূহ আইএফসি প্রধান কার্যালয়ে পাঠানো হয়েছে ▪ ২০১২ সালের মধ্যে আওতা নির্ধারণ সমীক্ষা আরম্ভ হয়েছে

উৎস: ইআরডি, ২০১২ ও সিআইএফ, ২০১২

পরিশিষ্ট ১৫: বাংলাদেশে জিইএফ ট্রাস্ট ফান্ড

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বিষয়বস্তু	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	অর্থায়নকারী	অনুমোদনের সন	অনুমোদিত অর্থ (মিলিয়ন মার্কিন ডলারে)	ছাড়কৃত অর্থ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১	ইউএনএফসিসিসি-র প্রতি এর প্রতিশ্রুতির অংশ হিসাবে এর প্রতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রস্তুত করা	জলবায়ু পরিবর্তন	এমওইএফ এবং ইউএসএআইডি	জিইএফ ট্রাস্ট ফান্ড	১ম মেয়াদ জুলাই ২০০০-ডিসেম্বর ২০০২, ২য় মেয়াদ মার্চ ২০০৮-আগস্ট ২০১০	০.১৮	০.১৮
২	পল্লী বিদ্যুতায়ন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানীর উন্নয়ন	জলবায়ু পরিবর্তন	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি) এবং আইবিআরডি	জিইএফ ট্রাস্ট ফান্ড	অনুমোদনের তারিখ জুলাই ২০০২, সমাপ্তির তারিখ ডিসেম্বর ২০১২	৮.২০	৮.২০
৩	বাংলাদেশের ইট নির্মাণ শিল্পে চিমনীর কার্যকারিতা বৃদ্ধি	প্রশমন-সাধারণ	ডিওই এবং আইবিআরডি	জিইএফ ট্রাস্ট ফান্ড (জিইএফ ৪)	২০১০	৩.০০	৩.০০
৪	টেকসই নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎপাদন উন্নয়ন	প্রশমন-সাধারণ	বিদ্যুৎ জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়	জিইএফ ট্রাস্ট ফান্ড (জিইএফ ৫)	২০১১	৪.০৮	০.০০
৫	এএসটিইউডি: বৃহত্তর ঢাকা টেকসই নগর পরিবহন করিডোর প্রকল্প	বহু উদ্দেশ্য	যোগাযোগ মন্ত্রণালয়	জিইএফ ট্রাস্ট ফান্ড (জিইএফ ৫)	২০১২	৪.৬৩	৪.৬৩
					মোট	২০.০৯	১৬.০১

উৎস: ক্লাইমেট ফ্লান্ডস্ আপডেট, জুন ২০১৩

পরিশিষ্ট ১৬: বাংলাদেশে সিডিএম প্রকল্পসমূহ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	তহবিলের উৎস	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	বিষয়বস্তু	অনুমোনের সন
১	মাতুয়াইল ল্যান্ডফিল সাইটে ল্যান্ডফিল পদ্ধতিতে গ্যাস উত্তোলন ও ব্যবহার, ঢাকা, বাংলাদেশ	ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিসাইক্লিং বিভি, নেদারল্যান্ডস (ডিএনএ)	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণায় (ডিএনএ সমন্বয়), ওয়েস্ট কনসার্ন, ইউএনডিপি	জ্বালানী শিল্প (নবায়নযোগ্য/ অনবায়নযোগ্য উৎস)	২০০৪
২	ঢাকায় জৈব বর্জ্য কম্পোস্টিং	ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিসাইক্লিং বিভি, নেদারল্যান্ডস (ডিএনএ)	ওয়েস্ট কনসার্ন, ইউএনডিপি	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও নিষ্কাশন	২০০৪
৩	বাংলাদেশের ইট তৈরির কারখানায় সাশ্রয়ী চিমনী উন্নয়ন (বান্ডেল-১)	লুক্সেমবার্গ, ডেনমার্ক, জার্মানী, সুইডেন, বেলজিয়াম, ফিনল্যান্ড, স্পেন, নেদারল্যান্ডস, জাপান, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া, ইতালী	ইন্ডাস্ট্রিয়াল এন্ড ইনফ্রাসটাকচার ডেভলপমেন্ট ফাইন্যান্স কোম্পানী লিঃ (আইআইডিএফসি)	উৎপাদন শিল্প	২০১০
৪	ইফিশিয়েন্ট লাইটিং ইনিশিয়েটিভ অফ বাংলাদেশ (ইএলআইবি)	ডেনিশ কার্বন ফান্ড (ডিসিএফ)	আরইবি, ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন এন্ড ডেভলপমেন্ট (আইবিআরডি) ট্রাস্টি হিসাবে	জ্বালানী সংরক্ষণ এবং জ্বালানী সাশ্রয়	২০১১
৫	বাংলাদেশে উন্নত জ্বালানী চুল্লী	জে.পি. মর্গান ভেনচারস্ এনার্জি কর্পোরেশন	এসজেড কনসালটেন্সি সার্ভিসেস লিঃ, গ্রামীণ শক্তি	জ্বালানী চাহিদা	২০১০

উৎস: সিডিএম, জুন ২০১৩

পরিশিষ্ট ১৭: বাংলাদেশে এলডিসিএফ তহবিল

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বিষয়বস্তু	বাস্তবায়কারী সংস্থা	দাতা সংস্থা	অনুমোদনের সন	অনুমোদিত অর্থ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	ছাড়কৃত অর্থ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১	জাতীয় অভিযোজন কার্যক্রম কর্মসূচি	অভিযোজন	ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং এমওইএফ	এলডিসিএফ	২০০৩	০.২০	০.২০
২	উপকূলীয় বনায়নের মাধ্যমে কম্যুনিটি ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন	অভিযোজন	ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং এমওইএফ	এলডিসিএফ	২০০৮	৩.৩০	৩.৩০
৩	বাংলাদেশে বনায়ন ও পুনঃবনায়ন কর্মসূচিতে কম্যুনিটি ভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সম্পৃক্ত করন	অভিযোজন	ইউএনডিপি বাংলাদেশ এবং এমওইএফ	এলডিসিএফ	২০১১	৫.৬৫	০.০০

উৎস: ক্লাইমেট ফান্ডস্ আপডেট, জুন ২০১৩

পরিশিষ্ট ১৮: বাংলাদেশে জাপানের এফএসএফ

ক্রম	প্রকল্পের নাম	বিষয়বস্তু	অর্থায়নের ধরণ	অর্থায়নকারী	বাস্তবায়নকারী	অনুমোদনের সন	অনুমোদিত অর্থ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)	ছাড়কৃত অর্থ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)
১	ভেড়ামারা কম্বাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্লান্ট ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট	প্রশমন –সাধারণ	ঋণ	জাপানের ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স	নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ (এনডব্লিউপিজিসিএল)	২০১০	১৯.২১	০
২	খুলনা পানি সরবরাহ প্রকল্প	অভিযোজন	ঋণ	জাপানের ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স	খুলনা পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (কেওয়াসা)	২০১১	১৩৬.৮	০
৩	প্রোগ্রাম ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ ক্যাপাবিলিটিস টু কোপ উইথ ন্যাচারাল ডিজাস্টারস্ কজড বাই ক্লাইমেট চেঞ্জ (এন)	অভিযোজন	অনুদান	জাপানের ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স	অজ্ঞাত	২০১০	১৩.০৪	০
৪	পল্লী বিদ্যুতায়ন উন্নতকরন প্রকল্প	প্রশমন –সাধারণ	ঋণ	জাপানের ফাস্ট স্টার্ট ফাইন্যান্স	পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড	২০১০	১১৫.১৪	০
					মোট		২৮৪.১৯	০

উৎস: ক্লাইমেট ফ্লান্ডস্ আপডেট, জুন ২০১৩

পরিশিষ্ট ১৯: বাংলাদেশে জলবায়ু তহবিল বাস্তবায়কারী সংগঠনসমূহ

বাংলাদেশে তহবিল বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংগঠন	প্রকল্প সংখ্যা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	শতকরা (%)	বিসিসিটিএফ (%)	বিসিসিআরএফ (%)	পিপিসিআর (%)	এফএসএফ (%)	জিইএফ (%)	এলডিসিএফ (%)
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	৩৪	২১৮.১৬	৩১.৯২	১২.৯৮	১৭.০২	৯৭.৮	৪৮.১৪		
বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ	৭	১৫৯.২৮	২৩.৩১	৩.৬	১৭.০২		৪.৫৯	৬১.১২	
পানিসম্পদ	৫৯	৮৭.০১	১২.৭৩	৪৫.২৪	০.৪৮				
পরিবেশ ও বন	৩৩	৭৮.৯৩	১১.৫৫	১৬.১৪	২৩.৯৬	১.৮৯		১৫.৮৩	১০০
কৃষি	১১	৫৭.৯১	৮.৪৭	৫.২৫	৩২.৫৪	০.৩১			
নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিঃ	১	১৯.২১	২.৮১				৬.৭৬		
পিকেএসএফ-এর মাধ্যমে এনজিও অর্থায়ন	২	১৫.৫৭	২.২৮	১.৬১	৮.৫				
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ	৫	১৩.৯৪	২.০৪	৭.৩১					
অন্যান্য	১	১৩.০৪	১.৯১				৪০.৫১		
নৌ-পরিবহণ	৪	৬.৪৭	০.৯৫	৩.৩৯					
যোগাযোগ	১	৪.৬৩	০.৬৮					২৩.০৫	
প্রতিরক্ষা	৩	৩.৫৫	০.৫২	১.৮৬					

বাংলাদেশে তহবিল বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/সংগঠন	প্রকল্প সংখ্যা	মিলিয়ন মার্কিন ডলার	শতকরা (%)	বিসিসিটিএফ (%)	বিসিসিআরএফ (%)	পিপিসিআর (%)	এফএসএফ (%)	জিইএফ (%)	এলডিসিএফ (%)
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	১	১.৯৭	০.২৯	১.০৩					
বিজ্ঞান ও তথ্য প্রযুক্তি	১	১.১৪	০.১৭	০.৬					
পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক	২	১.০৫	০.১৫	০.৫৫					
বিশ্বব্যাংক (সমীক্ষা)	২	০.৭	০.১০		০.৪৮				
শিক্ষা	২	০.৪৯	০.০৭	০.২৬					
মহিলা ও শিশু বিষয়ক	১	০.৩৭	০.০৫	০.১৯					
মোট	১৭০	৬৮৩.৪৩	১০০	১০০.০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস: টিআইবি'র সিএফজিপি গবেষকবৃন্দ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত, জুন ২০১৩

পরিশিষ্ট ২০: জলবায়ু অর্থায়নে প্রধান ভূমিকা-পালনকারীবৃন্দ এবং অর্থ প্রবাহের পদ্ধতি

ইস্যু	বিসিসিটিএফ	পিকেএসএফ	বিসিসিআরএফ এবং বহুপক্ষীয় তহবিলসমূহ	পিপিসিআর এবং অন্যান্য তহবিল
তহবিলের উৎস	বাংলাদেশ সরকারের রাজস্ব বাজেট	বিসিসিটিএফ-এর ৬৬ শতাংশের একটি অংশ (এখনও নির্ধারিত হয়নি) এবং বিসিসিআরএফ-এর সর্বমোট তহবিলের শতকরা ১০ ভাগ।	ডেনমার্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন, যুক্তরাজ্য, সুইজারল্যান্ড, ইউএসএআইডি, অসএইড	এডিবি, আইএফসি, আইবিআরডি-বিশ্বব্যাংক
নীতি নির্ধারন ও প্রভাব	এমওইএফ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ ও বন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ, সিএসও সমূহ	এমওইএফ, পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক, সিএসওসমূহ	উন্নয়ন সহযোগীবৃন্দ (ডিপি), অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করে এমওইএফ, সর্বদলীয় সংসদীয় গ্রুপ, পরিবেশ ও বন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। এমওইএফ-এ সচিবালয় পুরোপুরি চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক নীতি প্রণয়নে কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করে যাবে।	পিপিসিআর, জিইএফ, এলডিসিএফ এবং বিভিন্ন সংস্থা যেমন- বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য এমডিবি, ইউএনডিপি, এমওইএফ এবং সংশ্লিষ্ট লাইন মন্ত্রণালয়।
কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা	বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি বোর্ড	বিসিসিটি/এমওইএফ, পিকেএসএফ, বিসিসিটিএফ	ডিপিসমূহ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ করে এমওইএফ। এমওইএফ-এ সচিবালয় পুরোপুরি চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নে দাপ্তরিক সহযোগিতা প্রদান করে যাবে।	বিশ্বব্যাংক, এমওইএফ, পিপিসিআর, জিইএফ, এলডিসিএফ সংস্থাসমূহ যেগুলো জাতীয় কৌশলের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
প্রকল্প প্রস্তাব পর্যালোচনা, প্রাথমিক বাছাই	কারিগরি কমিটি	পিকেএসএফ	ব্যবস্থাপনা কমিটি (এমসি)। এমওইএফ-এ সচিবালয়টি পুরোপুরি চালু না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক প্রস্তাব বাছাইয়ে সযোগিতা প্রদান করে যাবে।	পিপিসিআর, জিইএফ ও এলডিসিএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ও অন্যান্য এমডিবি, ইউএনডিপি ইত্যাদি সংস্থা
প্রস্তাবসমূহ চূড়ান্ত অনুমোদন	ট্রাস্টি বোর্ড	পিকেএসএফ, বিসিসিটিএফ — পিকেএসএফ, বিসিসিআরএফ ও বিশ্বব্যাংক পিকেএসএফ — পিকেএসএফ	পরিচালন কাউন্সিল (জিসি) বিশ্বব্যাংক কারিগরি সহযোগিতা দিয়ে থাকে	পিপিসিআর উপকমিটি, জিইএফ ট্রাস্ট, এলডিসিএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি, আইএফসি, ইউএনডিপি ইত্যাদি সংস্থা

পরিশিষ্ট ২০: জলবায়ু অর্থায়নে প্রধান ভূমিকা-পালনকারীবৃন্দ এবং অর্থ প্রবাহের পদ্ধতি

ইস্যু	বিসিসিটিএফ	পিকেএসএফ		বিসিসিআরএফ এবং বহুপক্ষীয় তহবিলসমূহ	পিপিসিআর এবং অন্যান্য তহবিল
তহবিল হস্তান্তর/ ছাড়	ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক প্রকল্প অনুমোদন → এমওইএফ → বিসিসিটিএফ ট্রাস্ট একাউন্ট	বিসিসিটিএফ এমওইএফ → বিসিসিটিএফ ট্রাস্টি একাউন্ট → পিকেএসএফ → বাস্তবায়নকারী এনজিওসমূহ, সিএসও	বিসিসিটিএফ বিশ্বব্যাংক→ ইআরডি (এমওইএফ এবং এমওএফ কর্তৃক সমন্বয়কৃত)→ এনজিও এবং সিএসও প্রকল্পসমূহ	ডিপিসমূহ → বিশ্বব্যাংক → ইআরডি (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তক সমন্বয়কৃত)→ বিশ্বব্যাংক হতে সংশ্লিষ্ট বাস্তবায়নকারী সংস্থায় (এলজিইডি, পিকেএসএফ) তহবিল প্রবহা	দাতা সংস্থাসমূহ → বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য এমডিবি →অর্থ মন্ত্রণালয়ের ইআরডি বাস্তবায়নকারী সরকারি সংস্থাসমূহের ব্যাংক একাউন্ট সমন্বয় করে থাকে
প্রকল্প বাস্তবায়ন	সরকারি সংস্থা যেমন- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ত্রান ও পুনর্বাসন, এমওইএফ, এলজিইডি	এনজিও, সিএসও, থিঙ্ক-ট্যাঙ্ক (নির্বাচিত জাতীয় ও স্থানীয়)		কারিগরি সহায়তা, পরিবীক্ষণ, তৃতীয় পক্ষকে নিয়োগ	সরকারি বিভাগসমূহ
সমন্বয় ও কার্যকর করন	এমওইএফ, বিসিসিটি, পরিবেশ ও বন বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি	কারিগরি কমিটি, বিসিসিটি, পিকেএসএফ এবং বিশ্বব্যাংক		পরিচালনা কাউন্সিল এবং বিশ্বব্যাংক। এমওইএফ-এ সচিবালয়টি পুরোপুরি চালু না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক একে সমন্বয় ও কার্যকর করনের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবে।	এমওইএফ, পিপিসিআর, উপ-কমিটি, জিইএফ, এলডিসিএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি ইত্যাদি সংস্থা এবং বাস্তবায়নকারী সংগঠন
পরিবীক্ষন, মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন	বিসিসিটি (ঐচ্ছিক), সিএজি, আইএমইডি	বিসিসিটিএফ পিকেএসএফ, বিসিসিটি (ঐচ্ছিক), এমওইএফ, সিএজি, আইএমইডি	বিসিসিটিএফ পিকেএসএফ, বিশ্বব্যাংক, তৃতীয় পক্ষ সংস্থাসমূহ (বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত)	বিশ্বব্যাংক (সচিবালয়টি পুরোপুরি চালু না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক একে সমন্বয় ও কার্যকর করনের দায়িত্ব পালনে সহযোগিতা করবে)। বিসিসিআরএফ সচিবালয়, তৃতীয় পক্ষ (বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত), আইএমইডি, সিএজি, বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ	বাস্তাবায়নকারী সংগঠন, ডিপি-সমূহের নিকট বিশ্বব্যাংক প্রতিবেদন পেশ করে থাকে, বিভিন্ন কমিটি, পিপিসিআর উপকমিটি

পরিশিষ্ট ২১: সাক্ষাৎকার দাতাদের তালিকা

ক্রম	নাম ও পদবী
১	ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ চেয়ারম্যান পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
২	ড. এম. আসাদুজ্জামান সাবেক গবেষণা পরিচালক বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
৩	ড. মন্‌জুরুল হান্নান খান উপসচিব (পরিবেশ-১) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এমওইএফ)
৪	ড. অপরূপ চৌধুরী অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় (এমওইএফ)
৫	মো: জহিরুল হক (অতিরিক্ত সচিব) মহা পরিচালক ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ
৬	নেপুর আহমেদ পরিচালক ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ
৭	ড. ফজলে রাব্বি সাদেক আহমেদ সমন্বয়ক (সিসিসিপি) পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
৮	সাঈদা সেলিম তওহীদ সিনিয়র মনিটরিং এন্ড ইভালুয়েশন স্পেশালিস্ট বিশ্বব্যাংক
৯	মেহরিন এ. মাহবুব কমিউনিকেশন অফিসার বিশ্বব্যাংক
১০	কে.এম. মাকসুদুল মান্নান কনসালট্যান্ট (ইসিআরআরপি প্রকল্প) বিশ্বব্যাংক
১১	ফারিয়া সেলিম কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট বিশ্বব্যাংক

ক্রম	নাম ও পদবী
১২	প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম উপ পরিচালক ইসিঅরআরপি প্রকল্প - স্থানীয় সরকার প্রকৌল অধিদপ্তর (এলজিইডি)
১৩	মো: সিদ্দিকুর রহমান সহকারি উপ টিম লিডার (ইসিঅরআরপি প্রকল্প) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) বরিশাল
১৪	মাহিদুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক (তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী) বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ, বিআইডব্লুটিএ ভবন
১৫	মো: সফিউদ্দিন নির্বাহী প্রকৌশলী পানি উন্নয়ন বোর্ড কলাপাড়া, পটুয়াখালী
১৬	মো: ইউনুস আলী প্রধান বন সংরক্ষক বাংলাদেশ বন বিভাগ
১৭	শেখ মিজানুর রহমান উপ-প্রধান বন সংরক্ষক বাংলাদেশ বন বিভাগ
১৮	মো: সাইদুর রশিদ জেলা বন কর্মকর্তা সামাজিক বনায়ন সার্কেল, যশোর সদর, যশোর
১৯	মো: শামসুল আলম বন সংরক্ষক সামাজিক বনায়ন সার্কেল, যশোর সদর

পরিশিষ্ট ২২: পরামর্শ সভাসমূহ

তারিখ	পরামর্শ সভাসমূহ
০৯/০৪/২০১২	জলবায়ু অর্থায়ন পরিচালনা ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার সমস্যা ও উত্তরণের উপায় শীর্ষক জাতীয় পর্যায়ের পরামর্শ সভা আয়োজনে: ট্রান্সপারেন্সিইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
১০/০৫/২০১২	জলবায়ু অর্থায়নকারী দাতাদের সভা আয়োজনে: ট্রান্সপারেন্সিইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
১৩/১১/২০১২	স্থানীয় পর্যায়ে পরামর্শ সভা জলবায়ু অর্থায়ন সুশাসন প্রকল্প
২৯/০৫/২০১৩	জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম

ISBN: 978-984-33-6561-3

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি-১৪১, সড়ক-১২, ব্লক-ই, বনানী, ঢাকা-১২১৩
ফোন: ৮৮-০২-৮৮২৬০৩৬, ৯৮৮৭৪৯০, ৯৮৫৪৪৫৬, ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯৮৮৪৮১১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েব সাইট: www.ti-bangladesh.org
ওয়েব সাইট: www.facebook.com/TIBangladesh